গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী (টিআরপি) সহায়িকা ২০২৩

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

মুখবন্ধ

আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী (টিআরপি) একটি নতুন ধারণা। দেশের প্রান্তিক করদাতাদের জন্য আয়কর রিটার্ন পূরণ এবং দাখিল পদ্ধতি বিবেচনায় এই ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই ব্যবস্থায় করদাতাগণ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রিটার্ন প্রস্তুতের পাশাপাশি রিটার্ন দাখিল ও কর প্রদান করতে পারবেন এবং আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীগণ করদাতাদের এই কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন। দেশের বিপুল করযোগ্য জনগণকে করনেটের আওতায় আনতে এবং অফিসে না গিয়ে রিটার্ন ও কর প্রদানে এই ব্যবস্থাপনা একটি ওয়ানস্টপ সমাধান হিসাবে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বর্তমান সরকারের লক্ষ্য করহার বৃদ্ধি না করে করনেট সম্প্রসারণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় রাজস্বের যোগান নিশ্চিতকরণ। একটি করদাতাবান্ধব স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল পদ্ধতি এবং অনলাইন কর প্রদানের ব্যবস্থার সাথে সাথে করদাতার এসকল কাজ সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সহায়তাকারী মাধ্যমে সম্পাদনের সুযোগ নিশ্চিতভাবে করনেট সম্প্রসারণে ব্যপক ভূমিকা রাখবে।

আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীরা করদাতার প্রতিটি রিটার্ন প্রস্তুতের জন্য সরকার থেকে প্রণোদনা পাবেন। ফলে করদাতাদের রিটার্ন প্রস্তুত ও কর প্রদানের কোন ব্যয় বহন করতে হবে না, যা এই ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমান সরকারের জনবান্ধব ও জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপের আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। বর্তমান সরকার ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীরা জনগণকে কর প্রদানে সহায়তার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য রাজস্ব যোগানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন যা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে দেশের প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

পরিশেষে আমি করনেট সম্প্রসারণ ও রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই নতুন উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি ।

ঢাকা, ১৩ নভেম্বর, ২০২৩

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	প্রথম ভাগ	
	আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী (**Tax Return Preparer** বা টিআরপি) বিষয়ক সাধারণ জ্ঞাতব্য	
১	টিআরপি কারা	০১
২	কর আইনজীবী কি টিআরপি	০১
৩	টিআরপি কি কর আইনজীবী	০১
৪	টিআরপির কর্তব্য কি	০১
৫	টিআরপি সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা কি	০১
৬	টিআরপি সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	০২
৭	টিআরপি কিভাবে বোর্ডের তালিকাভুক্ত হবেন	০২
৮	টিআরপির মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত এবং দাখিল	০২
৯	টিআরপির প্রণোদনার হার	০৩
১০	টিআরপি কি করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত সকল করের উপর প্রণোদনা পাবেন	০৩
১১	সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ	০৩
১২	আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রণোদনা	০৩
১৩	পঞ্চম করবর্ষ পরবর্তী রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে প্রণোদনা	০৩
১৪	প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তির জন্য বিল দাখিল ও প্রণোদনা পরিশোধ	০৪
১৫	টিআরপির সনদ বাতিল	০৪
১৬	টিআরপি কখন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করতে পারবেন না	০৪
১৭	করদাতার তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন	০৫
	দ্বিতীয় ভাগ	
	আয়কর রিটার্ন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞাতব্য	

১৮	আয়কর রিটার্ন	০৬
১৯	আয়কর রিটার্নের প্রকারভেদ	০৬
২০	আয়কর রিটার্ন কারা দাখিল করবেন	০৬
২১	করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে	০৬
২২	আর্থিক কর্মকান্ড ও সেবা গ্রহনে যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে	০৭
২৩	কর দিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল	০৯
২৪	করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল	০৯
২৫	আয়কর রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি	০৯
২৬	করদিবস পরবর্তীকালে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল	১০
২৭	করদিবস	১০
২৮	রিটার্ন যেখানে দাখিল করতে হয়	১০
২৯	রিটার্ন দাখিল না করলে যা হয়	১১
৩০	রিটার্নের সাথে যেসব প্রমাণাদি/ তথ্য/ দলিলাদি দাখিল করতে হবে	১১

	তৃতীয় ভাগ	
	আয়, আয়কর ও জরিমানা	
	অংশ-১	
	আয় ও আয়কর বিষয়ক সাধারন আলোচনা	
৩১	আয় সম্পর্কে ধারণা	১৩
৩২	আয়ের খাত সমূহ	১৩
৩৩	মোট আয়	১৩
৩৪	ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত আয় কি মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে	১৩
৩৫	স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় কি করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে	১৪
৩৬	আয়কর	১৪
৩৭	আয়কর পরিগণনার নিয়ম	১৪

৩৮	কর রেয়াত	১৫
৩৯	আয়কর যেভাবে পরিশোধ করতে হবে	১৫

৪০	জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী	১৫
৪১	পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী	১৫
৪২	প্রতিপাদন	১৬
৪৩	আয়কর পরিশোধের প্রমাণ (উৎসে কর কর্তনসহ)	১৬
	অংশ-২	
	কর দিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা এবং রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ফলাফল	
৪৪	কর দিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা	১৭
৪৫	করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কর পরিগণনা	১৯
	চতুর্থ ভাগ	
	আয়ের খাত সমূহ	
	অংশ-১	
	চাকরি হতে আয় খাতের আয় নিরূপণ	
৪৬	চাকরি হতে আয়	২১
৪৭	পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ	২২
৪৮	কর্মচারী শেয়ার স্কীম হতে অর্জিত আয়	২৩
৪৯	চাকরি হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে করমুক্ত প্রাপ্তিসমূহ	২৪
৫০	সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতনখাতে আয় নিরূপণ	২৪
	অংশ-২	
	ভাড়া হতে আয় খাতের আয় নিরূপন	
৫১	ভাড়া হতে আয়	৩১
৫২	ভাড়া হতে আয় পরিগণনায় বিবেচ্য বিষয়াদি	৩১

৫৩	ভাড়া আয়ের সংজ্ঞা	৩১

সূচিপত্র

৫৪	মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা	৩২
৫৫	ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন	৩২
	অংশ-৩	
	কৃষি হতে আয় খাতের আয় নিরূপণ	
৫৬	কৃষি হতে আয়	৩৭
৫৭	কৃষি হতে আয় খাতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ	৩৮
৫৮	হিসাববহি রক্ষণাবক্ষেণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা	৩৯
৫৯	কৃষি হতে আয় রিটার্নে প্রদর্শনের জন্য রিটার্ন তফসিল	৪০
	অংশ-৪	
	ব্যবসা হতে আয় খাতের আয় নিরূপন	
৬০	ব্যবসা হতে আয়	৪০
৬১	ব্যবসা হতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ	৪১
৬২	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ব্যবসা খাতে আয় নিরূপণের জন্য প্রবর্তিত রিটার্নের তফসিল	৪২
	অংশ-৫	
	মূলধনি আয় খাতের আয় নিরূপন	
৬৩	মূলধনি আয়	৪৪
	অংশ-৬	
	আর্থিক পরিসম্পদ হতে খাতের আয় নিরূপণ	
৬৪	আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়	৪৮
৬৫	আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ	৪৯
	অংশ-৭	
	অন্যান্য উৎস হতে আয় খাতের আয় নিরূপণ	

৬৬	অন্যান্য উৎস হতে আয়	৫০

সূচিপত্র

	অংশ-৮	
	বিবিধ	
৬৭	ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ	৫১
৬৮	স্বামী/ স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা [৩১(১)]	৫২
	পঞ্চম ভাগ	
	করদায় পরিগণনা	
৬৯	মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর	৫৩
৭০	করদাতার এলাকাভেদে ন্যূনতম কর	৫৫
৭১	বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত	৫৬
৭২	কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ/দানের খাত	৫৬
৭৩	বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পরিগণনা	৫৭
৭৪	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ	৬৫
৭৫	উৎসে এবং অগ্রিম হিসেবে পরিশোধিত করের ক্রেডিট	৬৮
৭৬	রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর	৬৯
৭৭	প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয়	৬৯
	ষষ্ঠ ভাগ	
	আয় ও করদায় নিরূপণের উদাহরণ	
৭৮	মোট আয় নিরূপণ ও কর পরিগণনার উদাহরণ	৭৩
৭৯	সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের আয় এবং কর পরিগণনা	৭৩
৮০	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তার আয় এবং কর পরিগণনা	৭৮
৮১	একজন শিক্ষকের আয় এবং কর পরিগণনা	৮২
৮২	একজন শিল্পীর আয় এবং কর পরিগণনা	৮৪
৮৩	একজন চিকিৎসকের আয় এবং কর পরিগণনা	৮৫

৮৪	একজন ব্যবসায়ীর আয় এবং কর পরিগণনা	৮৭
৮৫	আয় এবং কর পরিগণনার অন্যান্য উদাহরণ	৮৯

সূচিপত্র

	পরিশিষ্ট	
৮৬	আয়কর আইন ২০২৩ এর গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ	১২০
৮৭	রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা ২০২৩	১২৬
৮৮	সরকারি চাকুরিজীবীদের আয়কর সংক্রান্ত এসআরও	১৩২
৮৯	গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবলিংকসমূহ	১৩৪

প্রথম ভাগ

আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী (Tax Return Preparer বা টিআরপি) বিষয়ক সাধারণ জ্ঞাতব্য

টিআরপি কারা

টিআরপি হলেন রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৫ এর অধীন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী হিসাবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি। এই বিধিমালার অধীন গৃহীত কর অভিজ্ঞান পরীক্ষায় (TAAT) উত্তীর্ণ ও সনদপ্রাপ্ত **টিআরপি**গণ রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা আছে এমন ব্যক্তির আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করতে পারবেন।

কর আইনজীবী কি টিআরপি

আইনের ধারা ৩২৭ অনুযায়ী কর আইনজীবী হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিগণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিকট আবেদন করলে তাদের যোগ্যতার সনদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য দলিলাদি যাচাইপূর্বক কোনো প্রকার পরীক্ষা ছাড়াই বোর্ড তাদের **টিআরপি** সনদ প্রদান করবে।

টিআরপি কি কর আইনজীবী

এই বিধিমালার অধীন গৃহীত কর অভিজ্ঞান পরীক্ষা (TAAT) উত্তীর্ণ ও সনদপ্রাপ্ত **টিআরপি** শুধু আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করতে পারবেন কিন্তু কোনোভাবেই আইনের ধারা ৩২৭ অনুযায়ী কর আইনজীবী হিসাবে গণ্য হবেন না।

টিআরপির কর্তব্য কি

(১) তিনি দায়িত্বশীলতার সাথে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা আছে এমন ব্যক্তি তথা যোগ্য ব্যক্তির রিটার্ন প্রস্তুত করবেন;

(২) তিনি রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিলের পূর্বে যোগ্য ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করবেন;

(৩) তিনি রিটার্নের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট যোগ্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করবেন এবং

(৪) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of submission of return বা PSR) তার কাছে সংরক্ষণ করবেন এবং যোগ্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবেন।

টিআরপি সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা কি

(১) সরকারি চাকরিতে কর্মরত নন এইরূপ বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে;

(২) ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে;

(৩) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে;

(৪) কম্পিউটার এবং আইসিটি বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকতে হবে;

(৫) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কর অভিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং

(৬) টিআইএনধারী হতে হবে এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ থাকতে হবে।

টিআরপি সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সময় সময়, আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর সনদ প্রদানের যোগ্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত কর অভিজ্ঞান পরীক্ষা (TAAT) গ্রহণ করবে এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের টিআরপি সনদ প্রদান করবে।

টিআরপি কিভাবে বোর্ডের তালিকাভুক্ত হবেন

(১) সনদপ্রাপ্ত **টিআরপি** তালিকাভুক্তির জন্য বোর্ডের নিকট সরাসরি আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদনে তিনি যেই সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে তালিকাভুক্ত হতে আগ্রহী সেই প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

(২) বোর্ড প্রাপ্ত আবেদন যাচাইক্রমে আবেদনকারীকে **টিআরপি** হিসাবে তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে বোর্ডের সাথে নিবন্ধনপূর্বক একটি অনন্য শনাক্তকরণ সংখ্যা বা Unique Identification Number প্রদান করবে।

(৩) একজন **টিআরপি** বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

টিআরপির মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত এবং দাখিল

কোনো নিবাসী যোগ্য ব্যক্তি তার প্রথমবারের এবং পরবর্তী সময়ের আয়কর রিটার্ন, **টিআরপির** মাধ্যমে প্রস্তুত এবং দাখিল করতে পারবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(১) আইনের ধারা ১৬৬ এর অধীনে রিটার্ন দাখিল হতে হবে;

(২) আইনের ধারা ১৭৫, ১৮০(২) ও ২১২ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন হবে না;

(৩) https://etaxnbr.gov.bd এই ওয়েবসাইট ব্যবহার করে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

টিআরপির প্রণোদনার হার

সময়	আইনের ধারা ১৭৩ বা ১৭৪ এ প্রদত্ত মোট কর	প্রণোদনার হার
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় করবর্ষ	ন্যূনতম করের উপর	১০%
	পরবর্তী পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত করের উপর	২%
	পরবর্তী পঞ্চাশ হাজার টাকা করের উপর	১%
	অবশিষ্ট করের উপর	০.৫%
সময়	**আইনের ধারা ১৭৩ বা ১৭৪ এ প্রদত্ত মোট কর**	**প্রণোদনার হার**
চতুর্থ ও পঞ্চম করবর্ষ	ন্যূনতম করের উপর	৫%
	পরবর্তী পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত করের উপর	১%
	পরবর্তী পঞ্চাশ হাজার টাকা করের উপর	০.৫%
	অবশিষ্ট করের উপর	০.২৫%

টিআরপি কি করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত সকল করের উপর প্রণোদনা পাবেন

না। করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত কর দিবসের পরে রিটার্ন দাখিলের জন্য পরিশোধিত অতিরিক্ত কোনো কর, রিটার্নে দাবিকৃত প্রত্যার্পনযোগ্য কর এবং উৎসে পরিশোধিত করের উপর **টিআরপি** কোন প্রণোদনা পাবেন না। **টিআরপি** দ্বারা প্রস্তুতকৃত আয়কর রিটার্নে করদাতার ঘোষিত আয়ের উপর করদাতার রিটার্নের সাথে প্রদত্ত ১৭৩ এবং ১৭৪ ধারার করের উপর প্রণোদনা পাবেন।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সার্ভিস চার্জ

টিআরপির প্রাপ্য প্রণোদনার ১০% (দশ শতাংশ) সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সার্ভিস চার্জ হিসাবে প্রাপ্য হবে।

আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রণোদনা

প্রথম বৎসরের আয়কর রিটার্ন দাখিলের পর কোনো যোগ্য ব্যক্তি **টিআরপি** পরিবর্তন করে নতুন **টিআরপির** মাধ্যমে পরবর্তী করবর্ষ তথা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করলে পরিবর্তিত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী, ক্ষেত্রমত, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম করবর্ষের জন্য নির্ধারিত হারে প্রণোদনা প্রাপ্য হইবেন।

পঞ্চম করবর্ষ পরবর্তী রিটার্ন দাখিল ক্ষেত্রে প্রণোদনা

টিআরপি একজন যোগ্য ব্যক্তির পঞ্চম করবর্ষ পরবর্তী যে কোনো সময়ের জন্য রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করতে পারবে, তবে পঞ্চম করবর্ষ পরবর্তী যে কোনো সময়ের জন্য রিটার্ন দাখিলের জন্য কোনো প্রণোদনা প্রদান করা হবে না।

প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তির জন্য বিল দাখিল ও প্রণোদনা পরিশোধ

টিআরপি রিটার্ন দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রাপ্য প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তির জন্য সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বোর্ডের নিকট আবেদন করবে। **টিআরপির** প্রাপ্য প্রণোদনা ও নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ প্রদর্শন করে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বোর্ডের নিকট বিল দাখিল করলে বোর্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক বিল অনুমোদন করবে এবং পৃথকভাবে **টিআরপি**র প্রাপ্য প্রণোদনা ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করবে।

টিআরপির সনদ বাতিল

কোনো **টিআরপির** কাজের ঘাটতি ও তার অসদাচরণের জন্য বোর্ড তাকে সতর্ক করতে পারবে। নিম্নবর্ণিত ঘাটতি বা অসদাচরণের কারণে **টিআরপি**র সনদ বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে, যথা:-

(১) যদি তিনি করদাতাকে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সরবরাহ করতে অপারগ হন-

 (ক) দাখিলকৃত রিটার্নের সিস্টেম জেনারেটেড একটি অনুলিপি;

 (খ) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of submission of return);

(২) যদি তিনি তার দ্বারা প্রস্তুতকৃত রিটার্নে করদাতা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য সঠিকভাবে সন্নিবেশ করিতে ব্যর্থ হন;

(৩) যদি তিনি বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রতারণামূলকভাবে প্রণোদনা দাবি করেন;

(৪) যদি তিনি কোনো আর্থিক অনিয়ম বা জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকেন;

(৫) যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে রিটার্নে আয় বা আয়ের উপর পরিগণিত কর দায়বদ্ধতা অবমূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেন;

(৬) যদি তিনি গুরুতর প্রকৃতির অন্য কোনো অনিয়মের সাথে জড়িত থাকেন এবং বোর্ডের কাছে এর স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়;

(৭) যদি তিনি, সময় সময়, বোর্ডের জারি করা নির্দেশনা মেনে চলতে ব্যর্থ হন;

(৮) যদি তিনি **টিআরপি** সনদ প্রাপ্তির পর সরকারি চাকরি থেকে আয় প্রাপ্ত হন।

টিআরপি কখন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করিতে পারবেন না

কোনো **টিআরপি** এই বিধিমালার অধীন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করিতে পারবেন না যদি-

(ক) বোর্ড **টিআরপি**কে প্রদত্ত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ স্থগিত বা প্রত্যাহার করে; বা

(খ) বোর্ড এই বিধিমালা প্রত্যাহার করে।

করদাতার তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন

কোনো **টিআরপি** অথবা কোনো সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান কোনো করদাতার তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করলে, বোর্ড তার বিরুদ্ধে আয়কর আইনের অধীন ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

দ্বিতীয় ভাগ
রিটার্ন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞাতব্য

রিটার্ন কি

আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট একজন করদাতার বার্ষিক আয়, ব্যয় এবং সম্পদের তথ্যাবলী নির্ধারিত ফরমে উপস্থাপন করার মাধ্যম হচ্ছে রিটার্ন। আয়কর আইন অনুযায়ী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন সকল প্রকার আয়ের বিবরণী, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত সকল প্রকার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং, ক্ষেত্রমত, জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণী সংবলিত হবে।

রিটার্নের প্রকারভেদ

পূর্বে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো- সাধারণ পদ্ধতি ও সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি। বর্তমানে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য স্বনির্ধারণী পদ্ধতি রয়েছে। অন্যকোনভাবে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই।

রিটার্ন কারা দাখিল করবেন

কারা রিটার্ন দাখিল করবেন তা দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়, যথা:-

১. যাদের করযোগ্য আয় রয়েছে; এবং
২. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার (individual) আয় যদি বছরে ৩,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়;
২. মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার আয় যদি বছরে ৪,০০,০০০ টাকার বেশি হয়;
৩. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক করদাতার আয় যদি বছরে ৪,৭৫,০০০ টাকার বেশি হয়;
৪. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার আয় যদি বছরে ৫,০০,০০০ টাকার বেশি হয়।

আর্থিক কর্মকান্ড ও সেবা গ্রহনে যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

০১. করদাতার মোট আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করলে;

০২. আয়বর্ষের পূর্ববর্তী তিন বছরের যেকোনো বছর করদাতার কর নির্ধারণ হয়ে থাকে বা তার আয় করযোগ্য হয়ে থাকে;

০৩. ফার্মের অংশীদার হলে;

০৪. কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার কর্মচারী হলে;

০৫. গণকর্মচারী হলে;

০৬. কোন ব্যবসায় বা পেশায় যেকোন নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে বেতনভোগী কর্মী হলে;

০৭. কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় থাকলে;

০৮. করারোপযোগ্য আয় না থাকা সাপেক্ষে, ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার ঋণ গ্রহণে;

০৯. আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তিতে ও বহাল রাখতে;

১০. সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য ও নবায়নের জন্য;

১১. সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রাপ্তিতে;

১২. সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার হতে এবং লাইসেন্স প্রাপ্তিতে ও নবায়ন করতে;

১৩. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করতে;

১৪. ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তিতে ও বহাল রাখতে;

১৫. চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসাবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তিতে ও বহাল রাখতে;

১৬. Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act 1872 (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বহাল রাখতে;

১৭. ট্রেডবডি বা পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

১৮. ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি ও নবায়নে;

১৯. যেকোনো এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি এবং বহাল রাখতে;

২০. লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার, কার্গো ও ডাম্ব বার্জসহ যেকোনো প্রকারের ভাড়ায় চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২১. পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও নবায়নে;
২২. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;
২৩. সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি বা বহাল রাখতে;
২৪. কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
২৫. আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
২৬. আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;
২৭. ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খোলায়;
২৮. ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখতে;
২৯. ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;
৩০. পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;
৩১. মোটরযান, স্পেস বা স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনমিক এক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করতে;
৩২. ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
৩৩. মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;
৩৪. অ্যাডভাইজরি বা কন্সাল্টেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সরবরাহ সেবা বাবদ নিবাসী কর্তৃক কোনো কোম্পানি হইতে কোনো অর্থ প্রাপ্তিতে;
৩৫. Monthly Payment Order বা এমপিও ভূক্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হইতে মাসিক ১৬ (ষোল) হাজার টাকার উর্ধ্বে কোনো অর্থপ্রাপ্তিতে;
৩৬. বিমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে;
৩৭. দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অনান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;
৩৮. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করতে;
৩৯. বাংলাদেশে অবস্থিত ভোক্তাদের নিকট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করিয়া পণ্য বা সেবা বিক্রয়ে;
৪০. কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ লাভের আবেদনের ক্ষেত্রে;

৪১. পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দ্যেশে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে;

৪২. কোনো কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক কোনো প্রকার পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে;

৪৩. পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দ্যেশে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে;

৪৪. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে;

৪৫. স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেন্ডর বা দলিল লেখক হিসাবে নিবন্ধন, লাইসেন্স বা তালিকাভুক্তি করতে এবং বহাল রাখতে;

৪৬. ট্রাস্ট, তহবিল, ফাউন্ডেশন, এনজিও, মাইক্রোক্রেডিট অরগানাইজেশন, সোসাইটি এবং সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব খুলতে এবং চালু রাখতে;

৪৭. কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ গ্রহণকালে বাড়ির মালিকের;

৪৮. কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে সরবরাহকারীর বা সেবা প্রদানকারীর।

করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাকে করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৩ মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে।

করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল

করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি? হ্যাঁ। যাবে। এক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৪ মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে।

রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাগণ করদিবসের মধ্যে বা করদিবস পরবর্তীকালে যখনই রিটার্ন দাখিল করুন না কেন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিল করতে হবে। সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই।

করদিবস পরবর্তীকালে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি?

হ্যাঁ। করদিবস পরবর্তীকালে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাগণ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবেন। অন্য কোন পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই।

করদিবস কি?

করদাতা কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ হলো করদিবস। করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে কোনো প্রকার জরিমানা বা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হয় না। আয়কর আইন অনুযায়ী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রতি বছরের ৩০ নভেম্বর করদিবস। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ হচ্ছে করদিবস, অর্থাৎ কোনো প্রকার জরিমানা বা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ ব্যতীত রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ। একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করবেন।

এছাড়াও, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ভিন্ন ভিন্ন করদিবস রয়েছে, যেমন-

(ক) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যিনি পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেননি তার জন্য ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের করদিবস ২০২৪ সনের ৩০ জুন;

(খ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হতে ৯০ (নব্বই) তম দিন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি-

  (অ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেষণে বা লিয়েনে নিযুক্ত হয়ে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা

  (আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে বাংলাদেশে বাহিরে অবস্থান করেন;

করদিবসে তারিখ যেক্ষেত্রে সরকারি ছুটির দিন সেক্ষেত্রে উক্ত দিনের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবস।

রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়

টিআইএন সনদে উল্লিখিত অধিক্ষেত্র বা সার্কেল অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করতে হবে। রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতা বিদেশে অবস্থায় করলে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও রিটার্ন দাখিল করা যায়। এছাড়াও করদাতাগণ অনলাইনে https://etaxnbr.gov.bd এই ওয়েবসাইট ব্যবহার করে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

তবে, রিটার্ন প্রস্তুতকারীগণকে আবশ্যিকভাবে https://etaxnbr.gov.bd এই ওয়েবসাইট ব্যবহার করে করদাতাদের রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

রিটার্ন দাখিল না করলে কি হয়

যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, রিটার্ন দাখিল না করলে সে সকল সেবা হবে বঞ্চিত হতে হবে। যেমন- গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যাবে না কিংবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে, বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে অসুবিধা হবে ইত্যাদি।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির মুখোমুখি হবার সম্ভবনা রয়েছে, যেমন-

ক। আয়কর আইনের ধারা ২৬৬ অনুযায়ী উপকর কমিশনার কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করা।

খ। উপকর কমিশনার কর্তৃক একতরফাভাবে নির্ধারিত কর পরিশোধ করা।

রিটার্নের সাথে যেসব প্রমাণাদি/ তথ্য/ দলিলাদি দাখিল করতে হবে

রিটার্নের সাথে বিভিন্ন উৎসের আয়ের স্বপক্ষে যে সকল প্রমাণাদি/ বিবরণ দাখিল করতে হবে তার একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো (তালিকাটি আংশিক):

(ক) চাকরি হতে আয়

- (অ) বেতন বিবরণী;
- (আ) ব্যাংক হিসাব থাকলে কিংবা ব্যাংক সুদ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী বা ব্যাংক সার্টিফিকেট;
- (ই) বিনিয়োগ রেয়াত দাবী থাকলে তার স্বপক্ষে প্রমাণাদি। যেমন, জীবন বীমার পলিসি থাকলে প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রমাণ।

(খ) ভাড়া হতে আয়

- (অ) বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে ভাড়ার চুক্তিনামা বা ভাড়ার রশিদের কপি, মাসভিত্তিক বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তির বিবরণ এবং প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া জমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিবরণী;
- (আ) পৌর কর, সিটি কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব প্রদানের সমর্থনে রশিদের কপি;
- (ই) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বাড়ী কেনা বা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী ও সার্টিফিকেট;
- (ঈ) গৃহ-সম্পত্তি বীমাকৃত হলে বীমা প্রিমিয়ামের রশিদের কপি;
- (ঙ) অন্যান্য ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়ার প্রাপ্তি ও ব্যয়ের সমর্থনে দলিলাদি।

(গ) কৃষি হতে আয়

(অ) বর্গা বা ভাগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলাদি;

(আ) যেক্ষেত্রে করদাতা গ্রস প্রাপ্তির ৬০ শতাংশের অধিক খরচ দাবী করেন সেক্ষেত্রে উক্তরূপ দাবীর সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি।

(ঘ) ব্যবসা হতে আয়

ব্যবসা বা পেশার আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet) এবং ব্যাংক বিবরণীসহ অন্যান্য প্রমাণকসমূহ।

(ঙ) মূলধনি আয়

(অ) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর হলে তার দলিলের কপি;

(আ) উৎসে আয়কর জমা হলে তার চালানের ফটোকপি;

(ই) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার লেনদেন থেকে মুনাফা হলে এ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র।

(চ) আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়

(অ) সিকিউরিটিজ স্ক্রিপ্ট হলে তার ফটোকপি এবং স্ক্রিপ্টলেস হলে তার হিসাবের সমর্থনে বিবরণী;

(আ) সুদ আয় থাকলে সুদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র;

(ই) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে বন্ড বা ডিবেঞ্চার কেনা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট/ব্যাংক বিবরণী বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যয়নপত্র।

(ঈ) নগদ লভ্যাংশ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী, ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্টের কপি বা সার্টিফিকেট;

(উ) সঞ্চয়পত্র হতে সুদ আয় থাকলে সঞ্চয়পত্র নগদায়নের সময় বা সুদ প্রাপ্তির সময় নেয়া সার্টিফিকেটের কপি;

(ঊ) ব্যাংক সুদ আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী/সার্টিফিকেট;

(ছ) অন্যান্য উৎসের আয়ের খাত

আয়ের উৎসের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র।

(জ) অংশীদারী ফার্মের আয়

ফার্মের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet).

তৃতীয় ভাগ

আয়, আয়কর ও জরিমানা

অংশ-১

আয় ও আয়কর বিষয়ক সাধারন আলোচনা

আয় কি

(১) যেকোনো উৎস হইতে উদ্ভূত আয়, প্রাপ্তি, মুনাফা বা অর্জন এবং উক্তরূপ আয়, মুনাফা বা অর্জন সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষতি;

(২) আয় হিসাবে গণ্য বা বিবেচিত যেকোনো অর্থ, অথবা বাংলাদেশে উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত যেকোনো আয় অথবা উপচিত, উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত যেকোনো অর্থ;

(৩) কর আরোপ করা হয় এইরূপ যেকোনো পরিমাণ অর্থ**,** পরিশোধ বা লেনদেন।

আয়ের খাত সমূহ

একজন করদাতার সকল প্রকার আয়কে নিম্নবর্ণিত সাতটি খাতে বিভক্ত করা হয়েছে**,** যথা:-

(১) চাকরি হইতে আয়;

(২) ভাড়া হইতে আয়;

(৩) কৃষি হইতে আয়;

(৪) ব্যবসা হইতে আয়;

(৫) মূলধনি আয়;

(৬) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়;

(৭) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

মোট আয়

সকল খাতের আয় যোগ করে মোট আয় নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্তরূপ মোট আয়ের উপর প্রদেয় কর পরিগণনা করতে হবে।

ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত আয় কি মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে

কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যদি ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে আয় প্রাপ্ত হলে তা সেই করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পরবর্তীতে তিনি নিয়মানুযায়ী গড়করণের মাধ্যমে উক্তরূপ আয়ের জন্য কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন।

স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় কি করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে

যেক্ষেত্রে স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় আছে কিন্তু তারা করদাতা না সেক্ষেত্রে তা স্বামী/স্ত্রী যিনি করদাতা তার রিটার্নে মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

আয়কর কি?

আয়কর অর্থ আয়কর আইনের অধীন আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য যেকোনো প্রকারের কর বা সারচার্জ।

আয়কর পরিগণনার নিয়ম

প্রথমে মোট আয় নিরূপণ করতে হবে। এরপর মোট আয়ের উপর বিভিন্ন ধাপ অনুযায়ী করদায় নিরূপন করতে হবে। নিরূপিত গ্রস করদায় হতে বিনিয়োগ রেয়াত বাদ দিয়ে প্রদেয় করদায় নির্ধারণ করতে হবে। নিম্নে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য করহার উপস্থাপন করা হলো, যথা:-

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	২৫%

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,০০,০০০/- টাকা;

(খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৭৫,০০০/- টাকা;

(গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৫,০০,০০০/- টাকা;

(ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/- টাকা অধিক হবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করবেন;

কর রেয়াত

কর রেয়াত হচ্ছে এক ধরণের কর অব্যাহতি। কোন করদাতার গ্রস করদায়ের বিপরীতে আইনানুযায়ী ছাড় প্রাপ্তির বিষয়টি হচ্ছে কর রেয়াত। কর রেয়াত প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত হচ্ছে করদাতার করদায় থাকতে হবে। অর্থাৎ যেক্ষেত্রে করদাতার কোন প্রকার করদায় নেই সেক্ষেত্রে করদাতা কোন প্রকার কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন না। যেক্ষেত্রে করদাতার করদায় অপেক্ষা করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত আইনানুগ কররেয়াতের পরিমাণ বেশি সেক্ষেত্রে নূন্যতম করদায় পরিশোধ সাপেক্ষে রেয়াতের পরিমাণ সমন্বয় হবে।

আয়কর কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?

এ-চালানের মাধ্যমে কর পরিশোধ করতে হবে। একজন করদাতা যে কর অঞ্চলের অধীন সে কর অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত কোডে করদাতাকে এ-চালানের মাধ্যেমে কর পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও প্রযোজ্যক্ষেত্রে করদাতাকে আইনানুযায়ী উৎসে কর পরিশোধ করতে হবে।

জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী

করদাতাকে রিটার্ন আইটি ১১গ (২০২৩) এ জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়। উক্ত বিবরণীতে করদাতার খাতভিত্তিক ব্যয়াদি উল্লেখ করতে হবে এবং যেক্ষেত্রে এ ধরণের ব্যয়ের কোনো অংশ পরিবারের অন্য কেউ বহন করে তা মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী

রিটার্ন আইটি ১১গ (২০২৩) এর আইটি ১০বি (২০২৩) অংশে করদাতার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী রয়েছে। যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণ করবেন তাদেরকে এই পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করতে হবে, যথা:-

ক। করদাতা যদি গণকর্মচারী হন;

খ। করদাতার দেশে ও বিদেশে অবস্থিত মোট পরিসম্পদের মূল্য ৪০,০০,০০০ টাকার অধিক হলে;

গ। করদাতার মোট পরিসম্পদের মূল্য ৪০,০০,০০০ টাকার কম অথচ আয়বর্ষের কোন সময় মোটরযানের মালিক ছিলেন অথবা সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে গৃহসম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করেছেন অথবা বিদেশে কোন পরিসম্পদের মালিক হয়েছেন অথবা কোন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হয়েছেন;

ঘ। করদাতা যদি অনিবাসী বাংলাদেশী স্বাভাবিক ব্যক্তি হন অথবা বাংলাদেশী নন এমন স্বাভাবিক ব্যক্তি হন তাহলে তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থিত সকল পরিসম্পদের তথ্য প্রদান করবেন।

প্রতিপাদন

করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নের প্রতিটি অংশ করদাতা কর্তৃক প্রতিপাদিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে।

আয়কর পরিশোধের প্রমাণ (উৎসে কর কর্তনসহ)

(ক) সকল প্রকার কর ও উৎসে কর পরিশোধ অটোমেটেড চালান (এ-চালান) বা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

(খ) যেকোনো খাতের আয় হতে উৎসে আয়কর পরিশোধ করা হলে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক করদাতা যাদের বিলের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে তাদের বরাবরে ই-পেমেন্ট চালান বা ক্ষেত্রমত এ-চালানসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

তৃতীয় ভাগ

আয়, আয়কর ও জরিমানা

অংশ-২

কর দিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল বাধ্যবাধকতা ও ব্যর্থতার ফলাফল

কর দিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা

একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যিনি ইতোপূর্বে রিটার্ন দাখিল করেছেন তিনি ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ করদিবসের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা থাকবে না। এক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের কোনো অংক বাদ না দিয়ে প্রদেয় করের অংক পরিগণনা করতে হবে।

উদাহরণ-১

মিজ্ মারিয়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন পুরাতন করদাতা। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে তার মোট আয়ের পরিমাণ ৬,০০,০০০ টাকা। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য মিজ্ মারিয়ার রিটার্ন দাখিলের নির্ধারিত শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ২০২৩ । তিনি করদিবসের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বিভিন্ন খাতে তার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ:

নং	খাত	পরিমাণ (ট)
১.	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২.	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	১,৫০,০০০
৩.	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	১০,০০,০০০
মোট বিনিয়োগ		১,২১০,০০০

মিজ্ মারিয়ার কর রেয়াত ও করদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:

১. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ নির্ধারণ-

ক্রম	খাত	পরিমাণ (৳)
১.	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২.	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটি কম)	১,২০,০০০
	২ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ১,৫০,০০০/-	
	২খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০/-	
৩.	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	৫,০০,০০০/-
	৩ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ১০,০০,০০০/-	
	৩খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ৫,০০,০০০/-	
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ		৬,৮০,০০০

২. রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় নির্ধারণ:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	১০,০০০/-
মোট	১৫,০০০/-

৩. রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যিনি ইতিপূর্বে রিটার্ন দাখিল করেছেন অর্থাৎ যিনি পুরাতন করদাতা, তিনি ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ করদিবসের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা থাকবে না। এক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের কোনো অংক বাদ না দিয়ে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যাবে। সুতরাং, করদাতার মোট রেয়াতের পরিমাণ হবে শূন্য টাকা।

৪. প্রদেয় কর নির্ধারণ:

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় = ১৫,০০০/-
প্রাপ্ত কর রেয়াত = ০/-
প্রদেয় কর = ১৫,০০০/-

করদাতা যেহেতু করদিবসের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন অতএব, করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা শূন্য এবং করদাতাকে ১৫,০০০/- টাকা কর পরিশোধ করতে হবে।

করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কর পরিগণনা

একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ করদিবসের মধ্যে ২০২২-২০২৩ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার প্রদেয় করদায় আয়কর আইনের ধারা ১৭৪ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং করদাতাকে তদনুযায়ী কর পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ১৭৪ ধারানুযায়ী কর নির্ধারণ ছাড়াও অতিরিক্ত সরল সুদ ও জরিমানা আরোপসহ আয়কর অধ্যাদেশের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিধানও যথারীতি প্রয়োগযোগ্য হবে।

ধারা ১৬৬ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, আয়কর আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ভূত দায় অক্ষুণ্ন রেখে নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও পরিশোধিত হবে, যথা:-

গ = ক × (১ + ০.০৪ × খ), যেখানে,-

গ = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ, যেক্ষেত্রে-

(অ) করদাতা করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে রিটার্ন দাখিল করেন; বা

(আ) কর কর্তৃপক্ষ করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে করদাতার কর নির্ধারণ করেন,

ক = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অঙ্ক, তবে এক্ষেত্রে-

(অ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নিয়মিত হারে কর পরিগণনা করতে হবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত কোনো জরিমানা বা কর এর অন্তর্ভুক্ত হবে না,

খ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-

(অ) করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে; এবং

(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও ১ (এক) মাস হিসাবে পরিগণিত হবে।

উদাহরণ-২

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে মিজ্ সীমা মজুমদার মোট আয় ছিল ৮,০০,০০০ টাকা। তিনি ২০২০-২০২১ অর্থবর্ষে ১৮,০০০ টাকা অগ্রিম কর ও ৬,০০০ টাকা উৎস কর প্রদান করেছেন। ২০২১-২০২২ করবর্ষের জন্য তাঁর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময় ছিল ৩০ নভেম্বর ২০২১। তিনি যথাসময়ে রিটার্ন দাখিল করেন নাই। পরে, ২০২১-২০২২ করবর্ষের জন্য মিজ্ সীমা মজুমদার স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে রিটার্ন দাখিল করেছেন।

মিজ্ সীমা মজুমদার ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ১১,০০০ টাকার এ-চালানসহ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করেন। উপকর কমিশনার ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে ১৮১ ধারায় রিটার্নটি প্রসেস করেন, যাতে কোন গাণিতিক ত্রুটি পাওয়া যায়নি। রিটার্নটি ১৮২ ধারায় অডিটের জন্য নির্বাচিত হয়নি।

এক্ষেত্রে,
(ক) মোট আয়ের উপর নিরূপিত প্রযোজ্য কর ছিল ৪২,৫০০ টাকা।
(খ) অগ্রিম কর ও উৎস করের সমষ্টি: (১৮,০০০ + ৬,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।
১ ডিসেম্বর ২০২১ হতে ১৫ জানুয়ারি ২০২৪= ২ বছর ১ মাস ১৫দিন।
ফলে, নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও পরিশোধিত হবে,
গ = ক × (১ + ০.০৪ × খ), যেখানে,-
গ = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ, যেক্ষেত্রে-
(অ) করদাতা করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে রিটার্ন দাখিল করেন; বা
(আ) কর কর্তৃপক্ষ করদিবস পরবর্তী কোনো দিনে করদাতার কর নির্ধারণ করেন,
ক = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিলে মোট যেই পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অঙ্ক, তবে এইক্ষেত্রে-
(অ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত মোট আয়ের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং নিয়মিত হারে কর পরিগণনা করতে হবে; এবং
(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত কোনো জরিমানা বা কর এর অন্তর্ভূক্ত হবে না,
খ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-
(অ)করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে; এবং
(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও ১ (এক) মাস হিসাবে পরিগণিত হবে।

সুতরাং, এক্ষেত্রে, মোট প্রদেয় করের পরিমাণ = ৪২,৫০০ × (১ + ০.০৪ × ২৪) = ৮৩,৩০০ টাকা
বাদ, অগ্রিম কর ও উৎস করের সমষ্টি: (১৮,০০০ + ৬,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।
প্রদেয় করের পরিমাণ = ৫৯,৩০০ টাকা।

চতুর্থ ভাগ

আয়ের খাত সমূহ

অংশ-১

চাকরি হতে আয় খাতের আয় নিরূপণ

চাকরি হতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২-৩৪ অনুযায়ী চাকরি হইতে আয় নিরুপণ করতে হবে। চাকরি হতে আয় রয়েছে এমন করদাতার জন্য ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭) প্রযোজ্য হবে।

চাকরি হতে আয় অর্থে নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

(ক) চাকরি হতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা;

(খ) কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়;

(গ) কর অনারোপিত বকেয়া বেতন; বা

(ঘ) অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হতে প্রাপ্ত যেকোনো অঙ্ক বা সুবিধা।

তবে, নিম্নবর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ চাকরি হতে আয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নন এরূপ অন্য কোনো কর্মচারীর হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যানসার অপারেশন সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; বা

(খ) সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য প্রাপ্ত এবং ব্যয়কৃত যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা।

যেক্ষেত্রে কোনো একজন কর্মচারী চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রাপ্ত হন এবং এই ভাতাসমূহের কিছু অংশ যদি ব্যয় করা না হয় তবে তা চাকরি হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

চাকরি হতে আয় এর ক্ষেত্রে বেতন বলতে কর্মচারী কর্তৃক চাকরি হতে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকৃতির অঙ্ক-কে বুঝাবে এবং বিষয়াদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

(অ) যেকোনো বেতন, মজুরি বা পারিশ্রমিক;

(আ) যেকোনো ভাতা, ছুটি ভাতা, ছুটি নগদায়ন, বোনাস, ফি, কমিশন, ওভারটাইম;

(ই) অগ্রিম বেতন;

(ঈ) আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক;

(উ) পারকুইজিট;

(ঊ) বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি;

"বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি" অথবা "বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(অ) চাকরির অবসানের কারণে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(আ) ভবিষ্য তহবিল বা অন্য কোনো তহবিলে কর্মচারীর অনুদানের অংশ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অংশ;

(ই) চাকরির চুক্তির শর্তাবলির পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;

(ঈ) চাকরিতে যোগদানকালে বা চাকরির অন্য কোনো শর্তের অধীন প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;

"পারকুইজিট" অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীকে প্রদত্ত ইনসেনটিভ বোনাসসহ যেকোনো প্রকারের পরিশোধ বা সুবিধা, তবে নিম্নবর্ণিত পরিশোধসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(অ) মূল বেতন, বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন ও ওভারটাইম;

(আ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত পেনশন তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল ও অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

"মূল বেতন" অর্থ মাসিক বা অন্য প্রকারে প্রদেয় বেতন যার ভিত্তিতে অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধা নির্ধারিত হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ভাতা বা সুবিধাদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(অ) সকল প্রকার ভাতা, পারকুইজিট, অ্যানুইটি, বোনাস ও সুবিধা; এবং

(আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর বিভিন্ন তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ

আর্থিক মূল্যে প্রদেয় পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধার আর্থিক মূল্য নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে, যথা:-

নং	পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি	নির্ধারিত মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	আবাসন সুবিধা	(ক) আবাসনের ভাড়া সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত হলে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে আবাসনের বার্ষিক মূল্য; (খ) হ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত আবাসনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া এবং পরিশোধিত ভাড়ার পার্থক্য।
২।	মোটরগাড়ি প্রতি সুবিধা	(ক) ২৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১০ (দশ) হাজার টাকা; (খ) ২৫০০ সিসির অধিক এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা।
৩।	অন্য কোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা	পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধার আর্থিক মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্য।

কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়

কোন করদাতা কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার প্রাপ্ত হলে, শেয়ার প্রাপ্তির বছরে ***ক - খ*** নিয়মে আয় চাকরি হতে আয়ের সাথে উক্ত আয় যোগ হবে, যেখানে-

ক = প্রাপ্তির তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য,

খ = শেয়ার অর্জনের ব্যয়।

শেয়ার অর্জনের ব্যয় বলতে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের যোগফল বুঝাবে, যথা:-

(ক) কর্মচারী শেয়ার অর্জনে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন;

(খ) কর্মচারী শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন।

তবে, কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার অর্জনের প্রাপ্ত অধিকার বা সুযোগ কর্মচারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করলে চাকরি হইতে আয়ের সাথে **ক - খ** নিয়মে আয় যোগ হবে, যেখানে-

ক = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য,

খ = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে পরিশোধিত মূল্য।

চাকরি হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে করমুক্ত প্রাপ্তিসমূহ

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭)-তে বর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ করমুক্ত থাকবে।

দফা (১৪)- কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ (Reimbursement) যদি-

(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয় করা হয়; এবং

(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

দফা (২৭)- 'চাকরি হতে আয়' হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যা কম;

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতনখাতে আয় নিরূপণ

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রে আয় গণনার জন্য ইতিপূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ২১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ রহিতক্রমে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-০৭/২০২৩, তারিখ; ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ জারি করা হয়েছে। এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত একজন কর্মচারীর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ কেবল সরকারি বেতন আদেশে উল্লিখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদি যেমন, বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা ইত্যাদি করমুক্ত থাকবে।

এ প্রজ্ঞাপনের সুবিধাভোগী করদাতারা ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২৭) এর সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-০৭/২০২৩, তারিখ; ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ কেবল নিম্নবর্ণিত করদাতাগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যথা-

(১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত-

(ক) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(খ) চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে নিয়োজিত কর্মচারী ও ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকল স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত কর্মচারীগণ যাদের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(গ) চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বাংলাদেশ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণ যাদের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ঘ) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ঙ) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(চ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(২) জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর আলোকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য উক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য; এবং

(৩) যে সকল ব্যক্তি কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরাসরি কোষাগার হতে বেতন প্রাপ্ত হন বা আর্থিক সুবিধা, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রাপ্ত হন।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরি-উল্লিখিত বেতন ভাতাদি আদেশসমূহে বর্ণিত ভাতা ও সুবিধাদি ব্যতীত অন্য সকল ধরনের আয় করযোগ্য হবে এবং এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-

৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর সুবিধাভোগী করদাতারা আয়কর আইন ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২৭) এর সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, যে সকল করদাতা উপরি-উল্লিখিত বেতন ভাতাদি আদেশসমূহের আওতায় বেতন আয় প্রাপ্ত হননা, তাদের বেতন আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ প্রযোজ্য হবে না। তাদের বেতন আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ৩২-৩৪ এবং ষষ্ঠ তফসিলের দফা (১৪) এবং দফা (২৭) অনুসরণ করতে হবে।

উদাহরণের সাহায্যে সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর আয় এবং কর পরিগণনা নিম্নে দেখানো হলো:

উদাহরণ-৫

জনাব নাদিম হোসেন বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত একজন সরকারি কর্মচারী এবং তার জন্য চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ প্রযোজ্য। ফলে বেতন আয়ের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

ধরা যাক, ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	৫৬,৫০০/-
মাসিক চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০/-
উৎসব ভাতা	১,১৩,০০০/-
বাংলা নববর্ষ ভাতা	১১,৩০০/-

তিনি সরকারি বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ১৪,০০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা। এছাড়াও তিনি একটি তফসিলি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে মাসিক ৫০০০ টাকার কিস্তি জমা করেন।

২০২৩-২০২৪ করবর্ষে জনাব নাদিম হোসেনের মোট আয় এবং করদায় কত হবে তা নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

বেতন খাতে আয়ঃ

মূল বেতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০/-
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০× ২)	১,১৩,০০০/-
ভবিষ্যত তহবিলে অর্জিত সুদ=১,০৮,৫০০/-(করমুক্ত)	
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০×১২)=১৮,০০০/- (করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা ১১,৩০০/- (করমুক্ত)	
মোট আয়	৭,৯১,০০০/-

কর দায় পরিগণনাঃ

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
অবশিষ্ট ৪১,০০০ টাকার উপর ১৫% হারে	৬,১৫০/-
মোট কর দায়	৪১,১৫০/-

বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনাঃ

বিনিয়োগের পরিমাণ:

১। ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (১৪,০০০ × ১২)	১,৬৮,০০০/-
২। কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০ × ১২)	১৮০০/-
৩। গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা (১০০ × ১২)	১২০০/-
৪। ডিপোজিট পেনশন স্কীমের কিস্তি (৫,০০০ × ১২)	৬০,০০০/-
মোট বিনিয়োগ=	২,৩১,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	০.০৩ × ৭,৯১,০০০/- (ক*)	২৩,৭৩০/-
(খ)	০.১৫ × ২,৩১,০০০/- (খ*)	৩৪,৬৫০/-
(গ)	১০,০০,০০০/- (অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা)	
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]		২৩,৭৩০/-

এক্ষেত্রে-

‘ক’ = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এইরূপ আয় এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়, এবং

‘খ’ = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

কর রেয়াতের পরিমাণ: কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৩,৭৩০ টাকা।

অর্থাৎ প্রদেয় করের পরিমাণ (৪১,১৫০-২৩,৭৩০)= ১৭,৪২০/-

উদাহরণ-৬

উদাহরণ-৫ এ উল্লিখিত আয় ও বিনিয়োগ যদি কোন প্রতিবন্ধী কর্মচারীর থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০ টাকা। ফলে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে তার মোট আয় এবং করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মূল বেতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০/-
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০× ২)	১,১৩,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০×১২)= ১৮,০০০/- (করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা ১১,৩০০/- করমুক্ত	
মোট আয়	৭,৯১,০০০/-

কর দায় পরিগণনা

প্রথম ৪,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ‘শূন্য’ হার		০/-
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%		৫,০০০/-
অবশিষ্ট ২,১৬,০০০ টাকার উপর ১০%		২১,৬০০/-
মোট আয়ের উপর আয়কর		২৬,৬০০/-
বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত: পূর্ববর্তী উদাহরণ অনুসারে		২৩,৭৩০/-
	পার্থক্য	২,৮৭০/-

করদাতার নীট প্রদেয় কর (পরিশোধযোগ্য অংক) = ৫,০০০/-

করদাতার নীট প্রদেয় কর ৫০০০ টাকার কম হলে কী হতো?

করদাতার কর্মস্থল বাংলাদেশ সচিবালয় এর অবস্থান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হওয়ায় তার জন্য সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। করদাতা যদি ঢাকা উত্তর সিটি

কর্পোরেশন বা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থান করেন তবে তার জন্যও সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ হবে ৫,০০০ টাকা। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্য এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা।

চাকরি হতে আয় রয়েছে এমন করদাতাকে প্রযোজ্যতা অনুসারে রিটার্ন আইটি-১১গ (২০২৩) এর তফসিল ১ এর অংশ ক বা খ পূরণ করতে হবে। নিম্নে তফসিল ১ উপস্থাপন করা হলো:

তফসিল ১

ক. সরকারী বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী করদাতাদের জন্য এই অংশটি প্রযোজ্য

বিবরণসমূহ	আয়ের পরিমাণ	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়	নিট করযোগ্য আয়
মূল বেতন			
বকেয়া বেতন (যা পুর্বে করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই)			
বিশেষ বেতন			
বাড়িভাড়া ভাতা			
চিকিৎসা ভাতা			
যাতায়াত ভাতা			
উৎসব ভাতা			
সহায়ক কর্মীর জন্য প্রদত্ত ভাতা			
ছুটি ভাতা			
সন্মানী/ পুরস্কার			
ওভার টাইম ভাতা			
বৈশাখী ভাতা			
ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ			
লাম্পগ্র্যান্ট			
গ্র্যাচুইটি			
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)			
মোট			

খ.সরকারী বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্য চাকুরীজীবী করদাতাদের জন্য এই অংশটি প্রযোজ্য

বিবরণ	আয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ
বেতন		
ভাতা সমূহ		
অগ্রিম/ বকেয়া বেতন		
আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক		
পারকুইজিট		
বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা অতিরিক্ত প্রাপ্তি		
কর্মচারী শেয়ার স্কিম হইতে অর্জিত আয়		
আবাসন সুবিধা		
মোটরগাড়ি সুবিধা		
নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অন্যকোন সুবিধা		
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার প্রদত্ত চাঁদা		
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)		
	মোট প্রাপ্ত বেতন	
	অব্যাহতি প্রাপ্ত অংশ (৬ষ্ঠ তফসিল অংশ ১ মোতাবেক)	
	চাকরি হইতে মোট আয়	

অংশ-২

ভাড়া হতে আয় খাতের আয় নিরূপন

ভাড়া হতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৫-৩৯ অনুযায়ী ভাড়া হতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

ভাড়া হতে আয় পরিগণনায় বিবেচ্য বিষয়াদি

(১) কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়া মূল্য হতে অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই হবে উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হতে আয়।

(২) সম্পত্তির কোনো অংশ কোনো ব্যক্তির নিজ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকলে এবং তা হতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হলে, উক্ত অংশের জন্য ভাড়া আয় প্রযোজ্য হবে না।

(৩) কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হোক না কেন, ভাড়া হতে আয় খাতের অধীন আয় পরিগণনা করতে হবে।

সংজ্ঞা

'সম্পত্তি' অর্থ গৃহ সম্পত্তি, জমি, আসবাবপত্র, ফিক্সার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আঙ্গিনা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত যানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ, যা ভাড়া প্রদান করা যায়।

'গৃহসম্পত্তি' অর্থ-

(ক) আসবাবপত্র, ফিক্সার, ফিটিংস যা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) গৃহ যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি, তবে কোনো কারখানা ভবন অন্তর্ভুক্ত হবেনা।

'ভাড়া প্রদান' অর্থ মালিকানা বা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদান, তবে নিজস্ব মালিকানাধীন হউক বা না হউক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা মুদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান অর্ন্তভুক্ত হবে না।

মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা

কোনো আয়বর্ষে কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ)-ঙ-চ, যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = উক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত ভাড়ার পরিমাণ, বা সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যা অধিক,

গ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অগ্রিম ভাড়া প্রকৃতির অর্থ, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,

ঘ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অন্য যেকোনো অঙ্ক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা 'খ' বা 'গ'তে উল্লিখিত অঙ্কের অতিরিক্ত,

ঙ = এইরূপ কোনো অগ্রিম অঙ্ক, যা পূর্ববর্তী কোনো আয়বর্ষে গৃহীত হবার কারণে মোট ভাড়ামূল্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তবে উক্ত অগ্রিম বিবেচ্য আয়বর্ষের ভাড়ার বিপরীতে ভাড়াগ্রহণকারী কর্তৃক সমন্বয় করা হয়েছে,

চ = শূন্যতা ভাতা,

কোনো মাসে করদাতার ভাড়া আয় না থাকলে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারকে প্রতিমাসের ৩০ তারিখের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

ভাড়া হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন

ভাড়া হইতে আয় হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হবে, যথা:-

(ক) কোনো সম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হলে তার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;

(খ) সম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোনো মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হলে সে ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;

(গ) সম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নয়;

(ঘ) মেরামত, ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভিন্ন মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত অঙ্ক, যথা:-

নং	সম্পত্তির ধরন	বিয়োজনযোগ্য খরচ (মোট ভাড়া মূল্যের শতকরা হারে)
(১)	(২)	(৩)
১।	বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০% (ত্রিশ শতাংশ)
২।	অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)
৩।	অন্যান্য সম্পত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১০% (দশ শতাংশ):

(ঙ) সম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হয়ে থাকলে সে সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে বিয়োজনযোগ্য হবে;

(চ) ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা বা তার কোনো অংশ, যদি থাকে, দফা (ঙ)-তে বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হবেনা।

(ছ) সম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।

(জ) যেক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি আয়বর্ষের অংশ বিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।

কোন করদাতা তার বাড়ী আবাসিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিলে, সে আয় রিটার্নের গৃহ-সম্পত্তির আয়ের ঘরে দেখাতে হবে। গৃহ-সম্পত্তির করযোগ্য আয় নিরূপনের জন্য পৃথক তফসিল রয়েছে যা নিম্নরূপ:

তফসিল ২

সম্পত্তির অবস্থান, বিবরণ ও মালিকানার অংশ	মোট ভাড়া মূল্য পরিগণনা	টাকার পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
	১। প্রাপ্ত ভাড়ার পরিমাণ বা বার্ষিক মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক		
	২। প্রাপ্ত অগ্রিম ভাড়া		
	৩। প্রাপ্ত যেকোন অঙ্ক বা সুবিধার অর্থমূল্য (১ ও ২ এ উল্লিখিত অঙ্কের অতিরিক্ত)		
	৪। সমন্বয়কৃত অগ্রিম অঙ্ক		
	৫। শূন্যতা ভাতা		
	৬। মোট ভাড়ামূল্য (১+২+৩)-৪-৫		
	৭। অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন সমূহ		
	(ক) মেরামত আদায় ইত্যাদি		
	(খ) পৌর কর অথবা স্থানীয় কর		
	(গ) ভূমি রাজস্ব		
	(ঘ) পরিশোধিত ঋণের উপর সুদ/ বন্ধকী/ মূলধনী চার্জ		
	(ঙ) পরিশোধিত বীমা প্রিমিয়াম		
	(চ) অন্যান্য (যদি থাকে)		
	৮। মোট অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন		
	৯। নীট আয় (ক্রমিক ৬ হইতে ক্রমিক ৮ এর বিয়োগফল)		
	১০। করদাতার অংশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		

ভাড়া হতে আয় নিরূপণ এবং কর পরিগণনা নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো:

উদাহরণ-৭

ধরা যাক, যশোর জেলা সদরে জনাব হালদার একটি চারতলা আবাসিক বাড়ী রয়েছে। ঐ বাড়ীর নীচতলায় তিনি সপরিবারে বসবাস করেন। বাকী তিনটি তলার প্রতিটি আবাসিক ব্যবহারের জন্য মাসিক ভাড়া ১৫,০০০ টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। এ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে পৌরকর বাবদ ১৬,০০০ টাকা, ভূমির খাজনা বাবদ ৫০০ টাকা এবং গৃহ-নির্মাণ ঋণের ব্যাংক সুদ বাবদ ২০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। জনাব হালদারের ভাড়া হতে আয়ের হিসাব হবে নিম্নরূপ:

মাসিক ভাড়া ১৫,০০০ × ৩টি তলা × ১২ মাস =		৫,৪০,০০০/-
বাদ: অনুমোদনযোগ্য খরচ		
১। মেরামত ব্যয় (ভাড়ার ২৫%)	১,৩৫,০০০/-	
২। পৌর কর (১৬,০০০× ৩/৪)*	১২,০০০/-	
৩। ভূমি রাজস্ব (৫০০× ৩/৪)*	৩৭৫/-	
৪। গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ (২০,০০০× ৩/৪)*	১৫,০০০/-	
*স্বনিবাস ১/৪ অংশ, ভাড়া ৩/৪ অংশ		
		১,৬২,৩৭৫/-
	ভাড়া হতে নীট আয় =	৩,৭৭,৬২৫/-

জনাব হালদারের নিরূপিত মোট আয় ৩,৭৭,৬২৫ টাকার বিপরীতে প্রদেয় করের পরিমাণ হবে-

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
অবশিষ্ট ২৭,৬২৫ টাকা আয়ের উপর-	৫%	১৩৮১/-
মোট		১৩৮১/

অর্থাৎ, করদাতাকে প্রদেয় ন্যূনতম কর ৩০০০ টাকা রিটার্ন দাখিলের সময় বা পূর্বে পরিশোধ করতে হবে।

এক বা একাধিক ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে বাড়ী ভাড়া বাবদ মাসিক সর্বমোট ২৫ হাজার টাকার বেশী প্রাপ্ত হলে বাড়ীর মালিককে ব্যাংক হিসাবে প্রাপ্ত ভাড়া জমা করতে হবে। বাড়ীর মালিক (ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক এ বিধান

পরিপালন করা না হলে গৃহ-সম্পত্তি বাবদ অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫০% অথবা ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা (যেটি বেশি) হারে জরিমানা আরোপযোগ্য হবে।

কোন করদাতার ব্যবসা হতে আয় থাকলে তাকে ব্যবসা/পেশা সংশ্লিষ্ট বাড়ী, অফিস বা দোকান ভাড়া বাবদ প্রদেয় অর্থ অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, প্রদত্ত ভাড়া তার ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

অংশ-৩

কৃষি হতে আয় খাতের আয় নিরূপন

কৃষি হতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪০-৪৪ অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় নিরুপিত হবে। ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২০) অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির 'কৃষি হতে আয়' খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত থাকবে, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(ক) পেশায় একজন কৃষক হন;

(খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা;-

  (অ) জমি চাষাবাদ হতে উদ্ভূত আয়;

  (আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।

কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হতে অর্জিত আয় কৃষি হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। কৃষি অর্থে যেকোনো প্রকার উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাস-মুরগি ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারি, ভূমিতে বা জলে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তৃণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হবে।

কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ব্যবসা আয় এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) কৃষি হইতে আয় বলে গণ্য হবে।

কৃষি হতে আয় খাতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ

সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হবে এবং নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সাধারণ বিয়োজন হিসাবে গণ্য হবে, যথা:-

(ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার উপর পরিশোধিত যেকোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা;

(খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় এবং চাষাবাদ ব্যয়;

(গ) কৃষির উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের পরিশোধযোগ্য সুদ বা মুনাফা;

(ঘ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন, তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহণ সংক্রান্ত ব্যয়;

(ঙ) ভূমির বা আঙ্গিনার ক্ষতিপূরণে অথবা ভূমি বা আঙ্গিনা হতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের ক্ষতিপূরণে অথবা গবাদিপশু পালনে নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিশোধযোগ্য বিমার প্রিমিয়াম;

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হতে কৃষিকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত অর্থ;

(ছ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত অনুমোদিত সীমা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ-

  (অ) করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয়;

  (আ) সংশ্লিষ্ট কৃষিকাজে ব্যবহৃত স্পর্শাতীত সম্পদের অ্যামোর্টাইজেশন;

(জ) যেক্ষেত্রে করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুর মৃত্যু হয়েছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং, ক্ষেত্রমত, সেই পশু বিক্রয় বা উক্ত পশুর মাংস বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ, এই দুইয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অঙ্ক;

(ঝ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কৃষি সম্পর্কিত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়, যা মূলধনি প্রকৃতির নয়;

(ঞ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এরূপ কোনো স্কিমের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;

(ট) কোনো কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা খাতে নির্বাহকৃত ব্যয় বা এরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যার দ্বারা গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হয়েছে।

হিসাববহি রক্ষণাবক্ষেণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা

কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে গণ্য হবে। তবে, যেক্ষেত্রে ভূমি বা আঙ্গিনার মালিক যদি আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারে কৃষি হতে আয় প্রাপ্ত হন সেক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে নীচের উদাহরণ অনুযায়ী কৃষি আয় হিসাব করতে হবে:

উদাহরণ-৮

ধরা যাক, জনাব আরিফ এর কৃষি জমির পরিমাণ ২ একর। একর প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ ৪৫ মণ। প্রতি মণ ধানের বাজারমূল্য ৮০০ টাকা হলে নীট করযোগ্য কৃষি আয়ের পরিমাণ হবে:

২ একর × ৪৫ মণ× বাজার মূল্য ৮০০/-	= ৭২,০০০ টাকা
বাদ: উৎপাদন ব্যয় ৬০%	= ৪৩,২০০ টাকা
নীট কৃষি আয়	= ২৮,৮০০ টাকা

কোন করদাতার আয়ের উৎস যদি শুধু কৃষি খাত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি খাতের আয় ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে। অর্থাৎ যদি কোন করদাতার কৃষি খাতের আয় ব্যতীত আর কোনো খাতে আয় না থাকে তা হলে তার জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা হবে-

(ক) ৬৫ বছরের নীচে পুরুষ করদাতার ক্ষেত্রে:
(৩,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,৫০,০০০ টাকা

(খ) মহিলা করদাতা বা ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের পুরুষ করদাতার ক্ষেত্রে:
(৪,০০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে:
(৪,৭৫,০০০ + ২,০০,০০০) = ৬,৭৫,০০০ টাকা

(ঘ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে:
(৫,০০,০০০+২,০০,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা।

কৃষি হতে আয় রিটার্নে প্রদর্শনের জন্য তফসিল

তফসিল ৩

আয়ের সারসংক্ষেপ		টাকার পরিমাণ
১	বিক্রয়/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	
২	গ্রস মুনাফা	
৩	সাধারণ ব্যয়, বিক্রয়জনিত ব্যয়, ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা, ঋনের সুদ, বীমা প্রিমিয়াম এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
৪	নিট **আয়** (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ এর বিয়োগফল)	

অংশ-৪

ব্যবসা হতে আয় খাতের আয় নিরূপন

ব্যবসা হতে আয়

আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৪৫-৫৬ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসা হতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে, যথা:-

(ক) আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত বলে গণ্য ব্যবসায়ের কোনো লাভ ও মুনাফা;

(খ) কোনো ব্যবসায় বা পেশাজীবী সংগঠন বা এরূপ কোনো সংগঠন কর্তৃক তার সদস্যদের নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত কোনো আয়;

(গ) কোনো ব্যক্তির অতীত, বর্তমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বা সম্পর্কের কারণে উদ্ভূত কোনো সুবিধার ন্যায্য বাজার মূল্য, তা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক;

(ঘ) মুদ্রা বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ (realized gain) যদি তা মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন সংশ্লিষ্ট না হয়;

(ঙ) বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যবসা হতে কোনো আয়বর্ষে গৃহীত কোনো আয়।

'ব্যবসা' অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত, যথা:-

(ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;

(খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;

(গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা

(ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি;

ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ

কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ব্যবসায়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহ সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

(ক) কাঁচামাল, মজুদ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ও ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য পণ্য ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং কোনো অবলোপিত মজুদ ব্যয়;

(খ) এই আইন ও দানকর আইন ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) এর অধীন পরিশোধিত নয়, তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পরিশোধিত এইরূপ শুল্ক-করাদি, পৌর কর, স্থানীয় কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা ও সরকারি ফি;

(গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয়;

(ঘ) এই আইনের অধীন চাকরি হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হয় এরূপ সকল প্রকার ব্যয়, কল্যাণ ব্যয় বা পারিশ্রমিক;

(ঙ) মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়;

(চ) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কৃত ও পরিশোধিত বিমা প্রিমিয়াম;

(ছ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ অন্যান্য পরিষেবা ব্যয়;

(জ) পণ্য পরিবহণ, ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং চার্জ;

(ঝ) বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কমিশন, দালালি, ডিসকাউন্ট বা ওয়ারেন্টি চার্জ প্রকৃতির ব্যয়;

(ঞ) বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা ব্যয়;

(ট) কর্মীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়;

(ঠ) বিক্রয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন, হোটেল ও আবাসন বাবদ ব্যয়;

(ড) যাতায়াত ও ভ্রমণ বাবদ ব্যয়;

(ঢ) ইন্টারনেট সেবা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যয়;

(ণ) আইনি সেবা, নিরীক্ষা সেবা ও অন্যান্য পেশাদারী সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যয়;

(ত) আপ্যায়ন ও অতিথিশালা সংক্রান্ত ব্যয়;

(থ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিল সাপেক্ষে, বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়িত বিনিময় ক্ষতি;

(দ) কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা;

(ধ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়;

(ন) রয়্যালটি, কারিগরি ফি, হেড অফিস ব্যয়;

(প) শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ যা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; এবং

(ফ) সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নির্বাহকৃত অন্যান্য ব্যয়।

এছাড়াও বিশেষ বিয়োজন হিসাবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য হবে, যথা:-

(ক) সাধারণ অবচয় ভাতা;
(খ) প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা;
(গ) ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা;
(ঘ) অ্যামোর্টাইজেশন ভাতা;
(ঙ) গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়; এবং
(চ) কুঋণ ব্যয়।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ব্যবসা খাতে আয় নিরূপণের জন্য প্রবর্তিত তফসিল

তফসিল ৪

ব্যবসা নাম: ব্যবসা ধরণ:

ঠিকানা:

আয়ের সারসংক্ষেপ		টাকার পরিমাণ
০১	বিক্রয়/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	
০২	গ্রস মুনাফা	
০৩	সাধারণ, প্রশাসনিক, বিক্রয়জনিত এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
০৪	কুঋণ ব্যয়	
০৫	নিট মুনাফা (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ ও ০৪ এর বিয়োগফল)	

স্থিতিপত্রের সারসংক্ষেপ		টাকার পরিমাণ
০৬	নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	
০৭	মজুদ	
০৮	স্থায়ী পরিসম্পদ	
০৯	অন্যান্য পরিসম্পদ	
১০	মোট পরিসম্পদ (০৬+০৭+০৮+০৯)	
১১	প্রারম্ভিক মূলধন	
১২	নীট মুনাফা	
১৩	আয় বর্ষে ব্যবসা হতে উত্তোলন	
১৪	সমাপনী মূলধন (১১+১২-১৩)	
১৫	দায়সমূহ	
১৬	মোট পরিসম্পদ ও দায় (১৪+১৫)	

ব্যবসা হতে আয় নিরূপণ এবং কর পরিগণনা নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো:

উদাহরণ-৯

ধরা যাক, জনাব কিবরিয়া মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায় স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত। ০১/৭/২০২২ তারিখ হতে ৩০/৬/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত তাঁর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ৩০,০০,০০০ টাকা। বিক্রিত মালামালের ক্রয়মূল্য ২৪,০০,০০০ টাকা, কর্মচারীর বেতন ৬০,০০০ টাকা, ইলেকট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ এর সমষ্টি ১,০০,০০০ টাকা। আয়বর্ষের শুরুতে তিনি ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয় করেছেন ৪০,০০০ টাকা।

জনাব কিবরিয়ার ব্যবসা হতে নীট আয় পরিগণনা ও করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট বিক্রয়ের পরিমাণ		৩০,০০,০০০/-
বাদ: বিক্রিত মালামালের ক্রয়মূল্য		২৪,০০,০০০/-
	গ্রস মুনাফা	৬,০০,০০০/-
বাদ: অন্যান্য খরচ		
কর্মচারীর বেতন	৬০,০০০/-	
ইলেকট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ	১,০০,০০০/-	
ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয় ৪০,০০০/- মূলধনী জাতীয় খরচ বিধায় এ খরচ নীট		

আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাদ দেয়া যাবে না	শূন্য	
মোট খরচ		১,৬০,০০০/-
ব্যবসা হতে অবচয়-পূর্ব আয়		৪,৪০,০০০/-
বাদ: অবচয় (depreciation)		
ব্যবসায় ব্যবহৃত হবার কারণে ফার্নিচার মূল্য ৪০,০০০ টাকার উপর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ১০% হারে ৪,০০০ টাকা অবচয় ভাতা প্রাপ্য হবেন		৪,০০০/-
ব্যবসা হতে নীট আয়=		৪,৩৬,০০০/-

করদাতার নিরূপিত মোট আয়ের উপর করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ০% হারে	শূন্য
পরবর্তী ৮৬,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৪,৩০০/-
মোট	৪,৩০০/-

অংশ-৫

মূলধনি আয় খাতের আয় নিরূপন

মূলধনি আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৭-৬১ অনুযায়ী মূলধনি আয় পরিগণনা করতে হবে। মূলধনি পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ মূলধনি আয় হবে। তবে কোনো পরিসম্পদ যা প্রকৃত অর্থে হস্তান্তরিত হয়নি, তা হতে উদ্ভূত কোনো ধারণাগত লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবেনা।

পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য এবং উক্ত পরিসম্পদের অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য হবে ‘ক’ এবং ‘খ’ এর মধ্যে যা অধিক, যেখানে-

ক = পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা উপচিত অর্থ; এবং

খ = হস্তান্তরের তারিখে পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

“পরিসম্পদের অর্জন মূল্য” বলতে-

(অ) কোনো পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহের সমষ্টি-

(১) এরূপ কোনো খরচ যা কেবল উক্ত পরিসম্পদের স্বত্ব হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত;

(২) পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য; এবং

(৩) আয়কর আইনের ধারা ৩৮, ৪২, ৪৯, ৫০ বা ৬৪ অনুযায়ী অনুমোদিত খরচ ব্যতীত উক্ত পরিসম্পদ উন্নয়নের খরচ (যদি থাকে);

(আ) যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারি উক্ত পরিসম্পদ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করেছেন-

(১) কোনো উপহার, দান বা উইলের অধীন;

(২) সাকসেশন, উত্তরাধিকার বা পরম্পরাক্রমে;

(৩) প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য কোনো ট্রাস্টের হস্তান্তরের অধীন;

(৪) কোনো কোম্পানি অবসায়নের জন্য মূলধনি পরিসম্পদের কোনো বিতরণের মাধ্যমে; বা

(৫) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণের মাধ্যমে,

সেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী কর্তৃক উক্ত পরিসম্পদের মালিকানা অর্জনের তারিখের ন্যায্য বাজার মূল্য উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

"মূলধনি পরিসম্পদ" অর্থ-

(ক) কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তি;

(খ) কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) সামগ্রিকভাবে বা ইউনিট হিসাবে;

(গ) কোনো শেয়ার বা স্টক,

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যথা:-

(অ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ, ভোগ্য পণ্য বা কাঁচামাল;

(আ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন- অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে অন্তর্ভুক্ত পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র, ফিক্সার বা কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যা করদাতা কর্তৃক অথবা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না।

অর্থাৎ মূলধনি পরিসম্পদের মধ্যে জমি, বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল স্পেস, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ী, কম্পিউটার, আসবাবপত্র অলংঙ্কার ইত্যাদি মূলধনী সম্পত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ট্রেড করে অর্জিত মূলধনি আয় স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার হাতে করমুক্ত। তবে, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিট বিক্রয় বা হস্তান্তর হতে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, শেয়ার ডিলার/ব্রোকার কোম্পানি এর স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টরদের আয় করযোগ্য। এছাড়াও আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে কোনো করদাতার কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের ১০% অধিক শেয়ার থাকলে ঐ কোম্পানির শেয়ার বিক্রি হতে অর্জিত আয়ও করযোগ্য হবে।

<u>উদাহরণ-১০</u>

মিজ্ রুকসানা হক ঢাকার গুলশান থানার বাসিন্দা। তিনি ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে ব্যবসা হতে ২০,০০,০০০ টাকা নিট মুনাফা প্রাপ্ত হন। উক্ত আয়ের বিপরীতে ২০২২-২০২৩ অর্থবর্ষে তিনি ১,৮০,০০০ টাকা অগ্রিম কর পরিশোধ করেন। মিজ্ রুকসানা হকের ক্যাপিটাল মার্কেটে বেনেফিশিয়ারি হিসাবে নগদায়িত অর্জন রয়েছে ১০,০০,০০০ টাকা এবং অনগদায়িত অর্জন রয়েছে ৩০,০০,০০০ টাকা। বিবেচ্য আয়বর্ষে তিনি ৫০,০০,০০০ টাকার সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন। ২৩ জুন ২০২২ তারিখে তিনি গুলশান এলাকায় পাঁচ কাঠার একটি বাণিজ্যিক প্লট সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রয় করেন। যার হস্তান্তর মূল্য ছিলো ১০০ কোটি টাকা। হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনকালে তিনি ৪ কোটি টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন এবং হস্তান্তর জনিত অন্যান্য সকল খরচ ক্রেতা পরিশোধ করেন। উক্ত প্লট তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে ২১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে হেবামূলে প্রাপ্ত হন। হেবা দালিলে জমির মূল্য হিসেবে ২৫ কোটি টাকার উল্লেখ রয়েছে। করদাতার অন্য কোন প্রকার আয় নেই। করদাতার ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের আয় ও কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপ:

করদাতার করযোগ্য মোট আয় নিম্নরূপ:			
নং	আয়ের খাত	মোট	করযোগ্য মোট আয়
১	ব্যবসা হতে নিট আয়		২০,০০,০০০/-

২	বেনেফিশিয়ারি হিসেবে নগদায়িত মূলধনি আয় (অনগদায়িত মূলধনি আয় করযোগ্য নয়)		১০,০০,০০০/-
৩	জমি হস্তান্তর হতে মূলধনি আয়	(১০০,০০,০০,০০০- ২৫,০০,০০,০০০)	৭৫,০০,০০,০০০/-
		মোট আয়	**৭৫,৩০,০০,০০০/-**

ক। করদায় পরিগণনা			
১	প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	০
২	পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫%	৫,০০০/-
৩	পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০%	৩০,০০০/-
৪	পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫%	৬০,০০০/-
৫	পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২০%	১,০০,০০০/-
৬	পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৫%	৭৫,০০০/-
(মূলধনি আয় ভিন্ন ভিন্ন হারে করারোপিত বিধায় আলাদাভাবে পরিগণনা করতে হবে)			
৭	বেনেফিশিয়ারি হিসেবে নগদায়িত মূলধনি আয় ১০,০০,০০০ টাকা এস. আর. ও নং ১৯৬-আইন/আয়কর/২০১৫ তারিখ: ৩০ জুন ২০১৫ দ্বারা করমুক্ত।		০/-
৮	জমি হস্তান্তর হতে মূলধনি আয় ৭৫,০০,০০,০০০/- টাকার ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনকালে পরিশোধিত ৪ কোটি টাকা উৎসে কর এস.আর.ও নং ২৮৬-আইন/আয়কর-১৬/২০২৩ তারিখ: ১১ অক্টোবর, ২০২৩ চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে।		৪,০০, ০০,০০০/-
		গ্রস করদায়	৪,০২,৭০,০০০/-
খ। করদাতার কর রেয়াত নির্ধারণ			
(অ)	০.০৩ × ২০,০০,০০০	৬০,০০০	
(আ)	০.১৫ × ৫০,০০,০০০	৭,৫০,০০০	
(ই)	১০,০০,০০০		
মোট রেয়াতে পরিমাণ হচ্ছে (অ), (আ) ও (ই) এ তিনটির মধ্যে যেটি কম =			৬০,০০০/-

করদায়			৪,০২,১০,০০০/-
গ। অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত কর			
১	অগ্রিম কর	১,৮০,০০০/-	
২	উৎসে পরিশোধিত কর	৪,০০,০০,০০০/-	
		৪,০১,৮০,০০০/-	
অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত মোট কর			৪,০১,৮০,০০০/-
রিটার্নের সাথে ১৭৩ ধারা অনুযায়ী পরিশোধিতব্য করের পরিমাণ			**৩০,০০০/-**

অংশ-৬
আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় খাতের আয় নিরূপন

আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২-৬৫ অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত আয় "আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়" খাতের অধীন পরিগণিত হবে, যথা:-

(ক) সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্য কোনো প্রকারের সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(গ) নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা, যথা: -

(অ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(আ) কোনো আর্থিক পণ্য বা স্কিম;

(ঘ) লভ্যাংশ।

তবে, আর্থিক পরিসম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনি আয় "আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়" হিসাবে পরিগণিত হবে না।

"সিকিউরিটিজ" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র (Debenture), সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বা অনুরূপ দলিল;

(খ) কোনো কোম্পানি বা আইনগত সত্তা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বা স্টক, বন্ধক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ডেরিভেটিভস, মিউচুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যেকোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল, এবং পূর্বোল্লিখিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant):

তবে, কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বিনিময়পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ব্যবসায়িক দেনাদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ (trade receivables) বা ব্যবসায়িক পাওনাদারদেরকে প্রদেয় অর্থ (trade payables) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ

"আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়" খাতের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হবে, যথা: -

(ক) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করদাতাকে সুদ বা মুনাফা প্রদানের বিপরীতে আয়কর ব্যতীত কর্তনকৃত অর্থ;

(খ) কেবল "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" অর্জনের উদ্দেশ্যে ঋণকৃত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ;

(গ) কেবল সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, দফা (ক) বা (খ)তে উল্লিখিত ব্যয় ব্যতীত, নির্বাহকৃত অন্য কোনো ব্যয়।

অংশ-৭
অন্যান্য উৎস হতে আয় খাতের আয় নিরূপন

অন্যান্য উৎস হতে আয়

আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৬৬-৬৯ অনুযায়ী অন্যান্য উৎস হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে। কোনো করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত ও পরিগণিত হবে, যথা: -

(ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং স্পর্শাতীত সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়;

(খ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি;

(গ) আয়কর আইনের ধারা ৩০ এ বর্ণিত অন্য কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয়নি এরূপ কোনো উৎস হতে আয়।

অন্যান্য উৎস হইতে আয়ভুক্ত কোন উৎস হতে উৎসে কর কর্তন/আদায় করা হয়ে থাকলে করদাতা মোট (gross) প্রাপ্তি আয় হিসেবে প্রদর্শন করবেন, নীট (net) প্রাপ্তি নয়।

<u>উদাহরণ ১১</u>

ধরা যাক, মিজ্ লাকী বক্তৃতা দিয়ে উৎস কর ১০,০০০ টাকা কেটে রাখার পর ৯০,০০০ টাকার একটি চেক পেয়েছেন। তাহলে বক্তৃতা বাবদ মিজ্ লাকীর অন্যান্য সূত্রের আয় হবে (৯০,০০০ + ১০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা। উৎসে কেটে রাখা আয়কর তাঁর জন্য অগ্রিম কর পরিশোধ হিসেবে বিবেচিত হবে যা তিনি আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন/দাবী করতে পারবেন। এরূপ অগ্রিম কর পরিশোধ মোট আয়ের উপর নিরূপিত করদায়ের বিপরীতে ক্রেডিট পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি করদাতার আয়ের সকল উৎসের জন্য নিরূপিত মোট আয়ের উপর করদায়ের পরিমাণ ৫৫,০০০ টাকা হয় তাহলে করদাতাকে ১০,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৫৫,০০০ - ১০,০০০ = ৪৫,০০০ টাকা আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

অংশ-৮
বিবিধ

ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ

করদাতা কোন অংশীদারি ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের সদস্য হলে ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ থেকে পাওয়া তার আয়ের অংশ মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে আয়ের এ অংশের জন্য গড়করণের মাধ্যমে হারে আয়কর রেয়াত পাবেন।

ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্য বা ফার্মের কোনো অংশীদারের মোট আয়ে ব্যক্তিসংঘ বা, ক্ষেত্রমত, ফার্ম হতে উদ্ভূত করারোপিত শেয়ার আয় অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত শেয়ার আয়ের উপর গড় হারে হিসাবকৃত কর পরিশোধযোগ্য হবে না।

নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসারে গড় হারে কর হিসাব করতে হবে, যথা:-

ট= ক × (খ/গ), যেইক্ষেত্রে-

ট= গড় হারে কর,

ক= মোট আয়ের উপর হিসাবকৃত কর (ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের শেয়ার আয়সহ),

খ= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়,

গ= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়সহ মোট আয়।

উদাহরণ-১২

ধরা যাক, নাটোরের সিংড়া উপজেলায় মিজ্ রীতা একটি ফার্মের ১/৩ অংশের অংশীদার। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে ঐ ফার্ম ২,৮৫,০০০ টাকা মুনাফা করেছে। ঐ অংশীদারি ফার্মে তার মুনাফার হিস্যা ৯৫,০০০ টাকা। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে মিজ্ রীতার ভাড়া হতে নীট আয় ছিল ৩,২০,০০০ টাকা।

২০২৩-২০২৪ করবর্ষে মিজ্ রীতার মোট আয় হবে (৩,২০,০০০ + ৯৫,০০০) = ৪,১৫,০০০ টাকা। মোট আয়ের উপর আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হারে	শূন্য
অবশিষ্ট ১৫,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৭৫০/-
মোট আয়ের উপর আয়কর	৭৫০/-

ফার্মের অংশীদারি আয়ের জন্য করদাতা যে কর রেয়াত (ফার্মের করারোপিত আয়ের আনুপাতিক অংক) পাবেন এবং রেয়াত পাওয়ার পরে তাকে যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে তা নিম্নরূপ:

ট= ক × (খ/গ)

ট= ৭৫০ × (৯৫,০০০/৪,১৫,০০০)

ট= ১৭২

করদাতার নীট প্রদেয় করের পরিমাণ: ৭৫০-১৭২ টাকা = ৫৭৮ টাকা।

তবে মিজ্ রীতার ন্যূনতম করদায় হচ্ছে ৩,০০০ টাকা।

৯। স্বামী/ স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৩১(১))

করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নামে যদি পৃথকভাবে আয়কর নথি না থাকে তাহলে আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী তাদের আয় করদাতার আয়ের সাথে একত্রে প্রদর্শন করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় উক্ত ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি-

(অ) উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তাহার উপর নির্ভরশীল হন;

(আ) এরূপ আয়ের উপর উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে; বা

(ই) তিনি এরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন:

তবে, উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

পঞ্চম ভাগ
আয় নিরূপণ ও করদায় পরিগণনা

মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর

সাধারণভাবে, মোট আয়ের করহারের তফসিল অনুযায়ী করহার প্রয়োগ করে একজন করদাতার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে একজন পুরুষ করদাতার মোট আয়ের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা হলে তার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০/-
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৬০,০০০/-
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০/-
অবশিষ্ট ৩৩,৫০,০০০ এর উপর	২৫%	৮,৩৭,৫০০/-
৫০,০০,০০০ টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ:		১০,৩২,৫০০/-

করদাতা যদি মহিলা করদাতা হন অথবা ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা হন তাহলে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০/-
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৬০,০০০/-
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০/-
অবশিষ্ট ৩৩,০০,০০০ এর উপর	২৫%	৮,২৫,০০০/-
৫০,০০,০০০ টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ		১০,২০,০০০/-

তৃতীয় লিঙ্গ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৭৫,০০০ টাকা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৫,০০,০০০ টাকা। ফলে এসব করদাতার ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ কিছুটা কম

হবে। প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্য রয়েছে এমন পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা প্রত্যেক সন্তান বা পোষ্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোন একজন এ সুবিধা পাবেন। করদাতা কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবক হলে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর কিভাবে নিরূপিত হবে তার উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো:

উদাহরণ-১৩

ধরা যাক, জনাব নজরুল ইসলাম এবং তার স্ত্রী মিজ্ রুনা লায়লা দু'জনেই করদাতা এবং তাদের দুইজন সন্তান প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচিত। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে জনাব নজরুল ইসলামের মোট আয় ৫,৫০,০০০ টাকা এবং মিজ্ রুনা লায়লার মোট আয় ৬,০০,০০০ টাকা।

যদি জনাব নজরুল ইসলাম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা হিসেবে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা গ্রহণ করেন তাহলে তার মোট আয়ের উপর ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপঃ

মোট আয়	৫,৫০,০০০/-
বাদ: করমুক্ত সীমা (৩,৫০,০০০ + ৫০,০০০+ ৫০,০০০)	৪,৫০,০০০/-
অবশিষ্ট	১,০০,০০০/-
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর (১,০০,০০০ × ৫%)	৫,০০০/-

আর যদি মিজ্ রুনা লায়লা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা হিসেবে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা গ্রহণ করেন তাহলে তার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	৬,০০,০০০/-
বাদ: করমুক্ত সীমা (৪,০০,০০০ + ৫০,০০০+ ৫০,০০০)	৫,০০,০০০/-
অবশিষ্ট	১,০০,০০০/-
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর (৫০,০০০/-× ৫%)	৫,০০০/-
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য ন্যূনতম কর	৫,০০০/-

জনাব নজরুল ইসলাম এবং মিজ্ রুনা লায়লার মধ্যে যে কোন একজন অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

তবে করদাতার যদি ১৬৩ ধারায় উল্লিখিত চূড়ান্ত করদায়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ন্যূনতম কর খাতের কোন আয় থাকে তাহলে উক্ত ১৬৩ ধারার সূত্রের আয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল খাতের মোট আয়ের উপর তফসিলে উল্লিখিত করহার প্রয়োগ করে করদায় হিসেব করতে হবে। এরপর উক্ত করদায়ের সাথে ১৬৩ ধারার আয়ের উপর উৎস কর যোগ করলে করদাতার মোট করদায় পাওয়া যাবে।

তবে করদাতার যদি এস.আর.ও নং ২৫৩-আইন/আয়কর-০৯/২০২৩ তারিখ: ২৩ আগস্ট, ২০২৩ অনুযায়ী চূড়ান্ত করদায়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ন্যূনতম কর (minimum tax) খাতের কোন আয় থাকে তাহলে উক্ত সূত্রের আয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল খাতের মোট আয়ের উপর তফসিলে উল্লিখিত করহার প্রয়োগ করে করদায় হিসাব করতে হবে। এরপর উক্ত করদায়ের সাথে চূড়ান্ত করদায়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আয়ের উপর কর্তৃত উৎসে কর যোগ করলে করদাতার মোট করদায় পাওয়া যাবে।

করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর

করমুক্ত সীমার উর্ধ্বের আয়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ এলাকাভেদে নিম্নরূপ:

এলাকার বিবরণ	**ন্যূনতম করের হার** (৳)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-

- একজন করদাতার আয় যে কোন স্থানেই অর্জিত হোক না কেন তিনি যেখানে অবস্থান করবেন তার সে অবস্থানের ভিত্তিতেই ন্যূনতম করের হার নির্ধারিত হবে।
- কোন করদাতা একই আয়বর্ষে একাধিক স্থানে অবস্থান করলে যে স্থানে তিনি সর্বাধিককাল অবস্থান করেছেন সে অবস্থানস্থলের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম করহার তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনার মুখ্য স্থানই ন্যূনতম করের জন্য একজন করদাতার অবস্থানস্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- একজন চাকুরিজীবী করদাতা আয়বর্ষে একাধিক স্থানে কর্মরত থাকলে যে স্থানে তিনি অধিককাল কর্মরত ছিলেন ন্যূনতম করের জন্য সে স্থানই তার অবস্থানস্থল বলে বিবেচিত হবে।

- করদাতা অনিবাসী হলে বাংলাদেশে তিনি যে ঠিকানা ব্যবহার করেন সে ঠিকানাই তার অবস্থান স্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় আছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ অপেক্ষা কম হলে, অথবা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও করদাতাকে তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত
(আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী)

নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে করদাতার বিনিয়োগ/চাঁদা থাকলে করদাতা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পান। মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের অংক বাদ দিলে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যায়।

আয়কর আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ এ নির্ধারিত সীমা, শর্তাবলি এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে কোনো বিনিয়োগ করা হলে, কোনো করবর্ষে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হতে নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিতভাবে কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন-

(ক) ০.০৩ × ‘ক’; বা

(খ) ০.১৫ × ‘খ’; বা

(গ) ১০ (দশ) লক্ষ টাকা,

এই তিনটির মধ্যে যা কম,

এখানে,

‘ক’ = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয় এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়, এবং

‘খ’ = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ/দানের খাত

একজন করদাতার বিনিয়োগ ও দানের উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর তালিকা নীচে দেয়া হলো:

- জীবন বীমার প্রিমিয়াম;
- সরকারি কর্মকর্তার প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা;
- স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তার চাঁদা;

- কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা;
- সুপার এনুয়েশন ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদা;
- যে কোন তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১,২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ;
- যেকোনো সিকিউরিটিজ ক্রয়ে ৫,০০,০০০ টাকার বিনিয়োগ;
- বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার, স্টক, মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ;
- জাতির পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে অনুদান;
- যাকাত তহবিলে দান;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন দাতব্য হাসপাতালে দান;
- প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে দান;
- মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে প্রদত্ত দান;
- আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালে দান;
- ICDDRB তে প্রদত্ত দান;
- CRP, সাভার এ প্রদত্ত দান;
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান;
- এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ এ দান;
- ঢাকা আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে দান;
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের কোন প্রতিষ্ঠানে অনুদান।

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পরিগণনা

অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ রেয়াতের পরিমাণ এবং কর রেয়াত কিভাবে পরিগণনা করা হবে তা নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো:

উদাহরণ-১৪

ধরা যাক, মিজ্ ফাতেমা সরকারি বেতন আদেশভুক্ত একজন কর্মচারী। তাঁর বেতন খাত, ব্যাংক সুদ ও সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে আয় রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ করবছরে উক্ত খাতসমূহে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

আয়ের খাত	পরিমাণ (ট)
(ক) চাকুরি হইতে আয় (নিয়মিত উৎসের আয়)	৭,১৮,২০০
(খ) ব্যাংক সুদ হতে আয় (নূন্যতম করদায়) (ব্যাংক সুদ হতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ ১২,০০০/-)	১,২০,০০০
(গ)সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে আয় (চূড়ান্ত করদায়) (সঞ্চয়পত্রের সুদ হতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ ৫,০০০/-)	৫০,০০০
মোট আয়	৮,৮৮,২০০

মিজ্ ফাতেমা রেয়াতযোগ্য খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

নং	বিনিয়োগের খাত	পরিমাণ (ট)
১.	ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	৯৬,০০০
২.	কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা এবং গোষ্ঠী বীমা স্কীমের কিস্তি	৩,০০০
৩.	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,০০,০০০
৪.	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	১২,০০০
৫.	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ	৫,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		২,১৬,০০০

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করের পরিমাণ
(১) বাংক সুদ ও সঞ্চয়পত্রের সুদ বাদে নিয়মিত উৎসের (চাকুরি হতে আয়) আয় ৭,১৮,২০০ টাকার এর উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ০% হারে	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ২,১৮,২০০ টাকার উপর ১০% হারে	২১,৮২০/-
নিয়মিত উৎসের উপর করদায়	২৬,৮২০/-

(২) ব্যাংক সুদের উপর প্রযোজ্য আয়কর: (ক) নিয়মিত উৎসের (চাকুরি হতে আয়) আয় ৭,১৮,২০০ ও ব্যাংক সুদ ১,২০,০০০ টাকার সমষ্টি ৮,৩৮,২০০ টাকা উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ০% হারে	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
অবশিষ্ট ৩৮,২০০ টাকার উপর ১৫% হারে	৫,৭৩০/-
৮,৩২,০০০ টাকার উপর করদায়	৪০,৭৩০/-
বাদ: নিয়মিত উৎসের উপর প্রযোজ্য আয়কর	২৬,৮২০/-
ব্যাংক সুদের উপর নূন্যতম করদায় যেহেতু ব্যাংক সুদের উপর উৎসে কর্তিত কর ১২,০০০ টাকা, যা নিয়মিত করদায় অপেক্ষা কম	১৩,৯১০/-
(৩) সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের জন্য প্রদেয় কর:	
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় ৫০,০০০ টাকার উপর উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০/-
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	৪৫,৭৩০

তথ্য অনুযায়ী মিজ্ ফাতেমার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি ২,১৬,০০০ টাকা x ০.১৫	৩২,৪০০	
(খ)	সঞ্চয়পত্রের সুদ চূড়ান্ত করদায় এবং ব্যাংক সুদ আয় ন্যূনতম কর এর আওতার আয় হওয়ায় উক্ত আয় বিনিয়োগ রেয়াতের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পর্যায়ে বিবেচিত হবেনা। তাই অনুমোদনযোগ্য অংক বিবেচনার জন্য উক্ত আয় ব্যতীত মোট আয় দাঁড়ায় (৮,৮৮,২০০ -৫০,০০০- ১,২০,০০০) = ৭,১৮,২০০ টাকা x ০.০৩	২১,১৪৬/-	
(গ)	১০,০০,০০০/-		
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			২১,১৪৬/-

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ ২১,১৪৬ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

নীট প্রদেয় করের পরিমাণ (৪৫,৭৩০- ২১,১৪৬)	২৪,৫৮৪/-
বাদ: উৎসে কর্তিত কর	১৭,০০০/-
অবশিষ্ট প্রদেয় করের পরিমাণ	৭,৫৮৪/-

উদাহরণ-১৫

ধরা যাক, জনাব নেওয়াজুল শোভন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি পেনশনভোগী করদাতা। তাঁর গৃহ সম্পত্তি খাত, পেনশন, ব্যাংক সুদ ও সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ করবছরে উক্ত খাতসমূহে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

আয়ের খাত	পরিমাণ (ট)	পরিমাণ (ট)
(ক) গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় (নিয়মিত উৎসের আয়)	-	৫,০০,০০০
(খ) ব্যাংক সুদ আয় (নূন্যতম করদায়)	-	১,০০,০০০
(গ) সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে আয় (চূড়ান্ত করদায়) (সঞ্চয়পত্রের সুদ হতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ ৫,০০০/-)	-	৫০,০০০
(ঘ) পেনশন থেকে বার্ষিক প্রাপ্তি (কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়)	১,৮০,০০০	-
	মোট করযোগ্য আয়	৬,৫০,০০০

জনাব নেওয়াজুল শোভন রেয়াত পাওয়ার যোগ্য খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

নং	বিনিয়োগের খাত	পরিমান (ট)
১	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,০০,০০০
২	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৫০,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		১,৫০,০০০

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করের পরিমাণ
(১) বাংক সুদ ও সঞ্চয়পত্রের সুদ বাদে নিয়মিত উৎসের (গৃহ সম্পত্তি হতে আয়) আয় ৫,০০,০০০/- টাকার এর উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ০% হারে	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০/-

অবশিষ্ট ৫০,০০০/- টাকার উপর ১০% হারে	৫,০০০/-
নিয়মিত উৎসের উপর করদায়	১০,০০০/-
(২) ব্যাংক সুদের উপর প্রযোজ্য আয়কর: (ক) নিয়মিত উৎসের (গৃহ সম্পত্তি হতে আয়) আয় ৫,০০,০০০ ও ব্যাংক সুদ ১,০০,০০০ টাকার সমষ্টি ৬,০০,০০০ টাকা উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ০% হারে	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
অবশিষ্ট ১,৫০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	১৫,০০০/-
৬,০০,০০০ টাকার উপর করদায়	২০,০০০/-
বাদ: নিয়মিত উৎসের উপর প্রযোজ্য আয়কর	১০,০০০/-
ব্যাংক সুদের উপর নূন্যতম করদায়	১০,০০০/-
(৩) সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের জন্য প্রদেয় কর:	
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় ৫০,০০০ টাকার উপর উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০/-
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	২৫,০০০/-

জনাব নেওয়াজুল শোভনের তথ্য অনুযায়ী কর রেয়াতের পরিমাণ হবে:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি ১,৫০,০০০ টাকা × ০.১৫	২২,৫০০	
(খ)	সঞ্চয়পত্রের সুদ চূড়ান্ত করদায় এবং ব্যাংক সুদ আয় ন্যুনতম কর এর আওতার আয় হওয়ায় উক্ত আয় বিনিয়োগ রেয়াতের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পর্যায়ে বিবেচিত হবেনা। তাই অনুমোদনযোগ্য অংক বিবেচনার জন্য উক্ত আয় ব্যতীত মোট আয় দাঁড়ায় (৬,৫০,০০০-৫০,০০০-১,০০,০০০) = ৫,০০,০০০ টাকা × ০.০৩	১৫,০০০/-	
(গ)	১০,০০,০০০/-		
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			১৫,০০০/-

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ১৫,০০০ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

নীট প্রদেয় করের পরিমাণ (২৫,০০০-১৫,০০০)	১০,০০০/-
বাদ: উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০/-
প্রদেয় করের পরিমাণ	৫,০০০/-

উদাহরণ-১৬

ধরা যাক, জনাব নাজমুল শান্তের ২০২৩-২০২৪ করবছরে নিয়মিত উৎস হতে মোট আয়ের পরিমাণ ১৭,০০,০০০ টাকা। বিভিন্ন খাতে তার মোট বিনিয়োগ/দানের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (ট)
১।	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	২,৪০,০০০
৩	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	২,০০,০০০
৪	যাকাত তহবিলে দান	৫০,০০০
৫	ল্যাপটপ ক্রয়	১,০০,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		৫,৩০,০০০

জনাব নাজমুল শান্তের কর রেয়াত ও করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ/দান:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (ট)
১.	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২.	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটি কম)	১,২০,০০০
	২ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ২,৪০,০০০ /-	
	২খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০/-	
৩.	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	২,০০,০০০
৪.	যাকাত তহবিলে দান	৫০,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		৪,৩০,০০০

রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-

পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১৫% হারে	৬০,০০০/-
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ২০% হারে	১,০০,০০০/-
অবশিষ্ট ৫০,০০০ টাকা আয়ের উপর ২৫% হারে	১২,৫০০/-
মোট	২,০৭,৫০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ ৪,৩০,০০০ টাকা × ০.১৫	৬৪,৫০০/-	
(খ)	মোট আয় ১৭,০০,০০০/- টাকা × ০.০৩	৫,১০,০০০/-	
(গ)	১০,০০,০০০/-		
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			৬৪,৫০০/-

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৬৪,৫০০/- টাকা।

ফলে নীট প্রদেয় করের পরিমাণ দাঁড়াবে (২,০৭,৫০০-৬৪,৫০০) = ১,৪৩,০০০/- টাকা।

উদাহরণ ১৭

মিজ্ শিমুল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন করদাতা। তিনি প্রথম বারের মতো রিটার্ন দাখিল করবেন। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে তার নিয়মিত উৎস হতে মোট আয়ের পরিমাণ ৬,০০,০০০ টাকা। বিভিন্ন খাতে তার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ:

নং	খাত	পরিমান (ট)
১	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	১,৫০,০০০
৩	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	৫০,০০০
মোট বিনিয়োগ		২,০০,০০০

মিজ্ শিমুল কর রেয়াত ও করদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:

১. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ নির্ধারণ-

নং	খাত	পরিমান (ট)
১.	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২.	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটি কম)	১,২০,০০০
	২ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ১,৫০,০০০/-	
	২খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০/-	
৩.	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	৫০,০০০
	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	২,৩০,০০০

২. রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় নির্ধারণ:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	১০,০০০/-
মোট	১৫,০০০/-

৩. রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ২,৩০,০০০ টাকা × ০.১৫	৩৪,৫০০/-	
(খ)	মোট আয় ৬,০০,০০০/- টাকা × ০.০৩	১৮,০০০/-	
(গ)	১০,০০,০০০/-		
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			১৮,০০০/-

করদাতার মোট রেয়াতের পরিমাণ হবে ১৮,০০০ টাকা।

৫. প্রদেয় কর নির্ধারণ:

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় = ১৫,০০০/-
প্রাপ্ত কর রেয়াত = ১৮,০০০/-
পার্থক্য =(৩,০০০/-)

করদাতা যেহেতু ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বাসিন্দা তাই তার প্রদেয় করের পরিমাণ ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা হবে।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক)নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

এখানে,

(১) "নীট পরিসম্পদের মূল্যমান" বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাবে; এবং

(২) "মোটর গাড়ি" বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভূক্ত হবে।

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে।

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ যে কোন তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা অতিক্রম করলে তাকে নীট সম্পদের ভিত্তিতে প্রদেয় সারচার্জ এবং তার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ- উভয়টি পরিশোধ করতে হবে।

একজন পুরুষ করদাতার সারচার্জ কিভাবে পরিগণনা করতে হবে তা নিচের উদাহরণগুলোর মাধ্যমে দেখানো হলো:

		টাকা
(১)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,৮০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৫,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(২)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,৯০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৩,৪০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	শূন্য
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(৩)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৩,১০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৫,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	শূন্য
(৪)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১,৩০,০০,০০০/-
	করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ি রয়েছে	
	মোট আয়	৭,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	৩,০০০/-
(৫)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,০০,০০,০০০/-
	করদাতার সর্বমোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি রয়েছে	
	মোট আয়	৫,০০,০০০/-

	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	১,০০০/-
(৬)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৭,৫০,০০,০০০/-
	করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ি রয়েছে	
	মোট আয়	৭,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	৩,০০০/-
(৭)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১২,৫০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৫,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (২০%)	২,০০০/-
(৮)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১৫,৫০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৫,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (২০%)	২,০০০/-
(৯)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২০,০০,০০,০০০/-
	জর্দা প্রস্তুত ব্যবসার আয়	৫,০০,০০০/-
	অন্যান্য সূত্রের আয়	৩,৬০,০০০/-
	মোট আয়	৮,৬০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ [(ক)+(খ)] (ক) জর্দা প্রস্তুত ব্যবসার আয়ের উপর (৪৫%): ২,২৫,০০০/- (খ) অন্যান্য সূত্রের আয়ের উপর (৩,৬০,০০০ - ৩,৫০,০০০) × ৫% = ৫০০ /-	২,২৫,৫০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ: (ক) ২,২৫,৫০০ × ২০% = ৪৫,১০০/- (খ) ৫,০০,০০০ × ২.৫% = ১২,৫০০/-	৫৭,৬০০/-
(১০)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৫০,০০,০০,০০০/-

	মোট আয়	৭,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩০% হারে):	৯,০০০/-
(১১)	করদাতার প্রদর্শিত নীট সম্পদের মূল্যমান	৫৫,০০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৮০,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১৭,৮২,৫০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩৫% হারে):	৬,২৩,৮৭৫/-
(১২)	করদাতার প্রদর্শিত নীট সম্পদের মূল্যমান	৫৫,০০,০০,০০০/-
	মোট আয়	২,৮০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	শূন্য
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩৫% হারে):	শূন্য

উৎসে এবং অগ্রিম হিসেবে পরিশোধিত করের ক্রেডিট

(ক) উৎস কর:

আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক উৎসে পরিশোধিত কর আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন করদাতার বেতন, ব্যাংক সুদ আয়, গৃহ-সম্পত্তির বার্ষিক ভাড়া আয়, পেশাগত ফি প্রাপ্তি ইত্যাদি থেকে উৎসে কর কর্তন করা হলে তা রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত করের স্বপক্ষে কর কর্তনকারী/সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

(খ) অগ্রিম কর:

করদাতা যদি অগ্রিম কর পরিশোধ করে থাকেন তাহলে পরিশোধিত করের পরিমাণ আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। অগ্রিম কর পরিশোধের প্রমাণও রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

উদাহরণ-১৮: ধরা যাক, কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা তার গাড়ির ফিটনেস নবায়ন কালে অগ্রিম কর হিসেবে ২৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করেছেন। তিনি অগ্রিম কর পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে চালানের কপি রিটার্নের সাথে দাখিল করবেন। অন্যথায় তিনি পরিশোধিত অগ্রিম করের ক্রেডিট দাবী করতে পারবেন না।

উদাহরণ-১৯: ধরা যাক, ১ জুলাই ২০২২ তারিখে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা তার গাড়ির ফিটনেস নবায়ন কালে অগ্রিম কর হিসেবে ২৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করেছেন। তাহলে তিনি অগ্রিম কর পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে অটোমেটেড চালান বা ই-পেমেন্টের চালানের কপি ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য দাখিলকৃত রিটার্নের সাথে দাখিল করবেন। অন্যথায় তিনি পরিশোধিত অগ্রিম করের ক্রেডিট দাবী করতে পারবেন না।

রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ১৭৩ অনুযায়ী)

রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের ভিত্তিতে নিরূপিত প্রদেয় আয়কর হতে উৎসে কর্তিত কর এবং অগ্রিম প্রদত্ত কর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট কর পরিশোধের সমর্থনে অটোমেটেড চালান (এ-চালান) অথবা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয়

পূর্বের বছরগুলোতে করদাতার যদি কর ফেরত দাবী/সৃষ্টি থাকে তবে তা তিনি এখানে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে কোন করবছরের কর ফেরত দাবী করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। ধরা যাক, ২০২২-২০২৩ করবর্ষে করদাতার ফেরতযোগ্য করের পরিমাণ ছিল ৫,০০০ টাকা। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্নে প্রদর্শিত আয় অনুসারে প্রদেয় মোট আয়করের পরিমাণ ৮,০০০ টাকা। এ অবস্থায় ২০২২-২০২৩ করবর্ষের ফেরতযোগ্য ৫,০০০ টাকা ২০২৩-২০২৪ করবছরে করদাবীর বিপরীতে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী/সমন্বয় করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য তাকে অবশিষ্ট ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

(ঙ) করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়:

করদাতার করমুক্ত এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় থাকলে তা রিটার্নে উল্লেখ করতে হবে। ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের কয়েকটি খাত নীচে উল্লেখ করা হলো:

(১) সরকারি পেনশন তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন;

(২) সরকারি আনুতোষিক তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আয়;

(৩) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হতে তাদের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত আয় যা উক্ত তহবিলের হাতে করারোপিত হয়েছে:

(৪) ভবিষ্য তহবিল আইন ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উদ্ভূত বা উপচিত অথবা ভবিষ্য তহবিল হতে উদ্ভূত কোনো আয়;

(৫) সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্প অনুসারে গৃহীত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(৬) পেনশনারস সেভিংস সার্টিফিকেট হতে সুদ হিসাবে গৃহীত কোনো অর্থ বা গৃহীত অর্থের সমষ্টি, যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের শেষে উক্ত সার্টিফিকেটের বিনিয়োগকৃত অর্থের মোট পুঞ্জীভূত অর্জিত মূল্য/ প্রকৃত মূল্য/ আক্ষরিক মূল্য/ ক্রয় মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হয়;

(৭) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ যদি-

(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

(৮) কোনো অংশীদারী ফার্মের অংশীদার হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক মূলধনি আয়ের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যাহার উপর উক্ত ফার্ম কর্তৃক কর পরিশোধ করা হয়েছে;

(৯) হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে একজন করদাতা যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন, যার উপর উক্ত পরিবার কর্তৃক কর পরিশোধিত;

(১০) বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করেন;

(১১) কোনো করদাতা কর্তৃক ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড হতে গৃহীত কোনো আয়;

(১২) রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় যা কেবল উক্ত পার্বত্য জেলায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে উদ্ভূত হয়েছে;

(১৩) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির "কৃষি হতে আয়" খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয়, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(ক) পেশায় একজন কৃষক হন;

(খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা;-

(অ) জমি চাষাবাদ হতে উদ্ভূত আয়;

(আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।

(১৪) ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হতে উদ্ভূত নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যক্তির আয়, যথা:-

(ক) সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট;

(খ) সফটওয়ার বা এ্যাপ্লিকেশন কাস্টমাইজেশন;

(গ) নেশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন);

(ঘ) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট;

(ঙ) ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট;

(চ) ওয়েবসাইট সার্ভিস;

(ছ) ওয়েব লিস্টিং;

(জ) আইটি প্রসেস আউটসোর্সিং;

(ঝ) ওয়েবসাইট হোস্টিং;

(ঞ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন;

(ট) ডিজিটাল ডাটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং;

(ঠ) ডিজিটাল ডাটা এনালিটিক্স;

(ড) গ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (জিআইএস);

(ঢ) আইটি সহায়তা ও সফটওয়ার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস;

(ণ) সফটওয়ার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস;

(ত) কল সেন্টার সার্ভিস;

(থ) ওভারসিজ মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন;

(দ) সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সার্ভিস;

(ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং;

(ন) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং;

(প) সাইভার সিকিউরিটি সার্ভিস;

(ফ) ক্লাউড সার্ভিস;

(ব) সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন;

(ভ) ই-লার্নিং প্লাটফর্ম;

(ম) ই-বুক পাব্লিকেশন;

(য) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস; এবং

(র) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং;

(১৫) জুলাই ১ ২০২০ হইতে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে হস্তশিল্প রপ্তানি হতে উদ্ভূত কোনো আয়;

(১৬) যেকোনো পণ্য উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প হতে উদ্ভূত আয়, যার-

(ক) শিল্পটি নারীর মালিকানাধীন হলে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা;

(১৭) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ব্যাংক, বিমা বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড হতে উদ্ভূত কোনো আয়, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জিরো কূপন বন্ড ইস্যু করা হয়েছে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিরো কূপন বন্ড ইস্যু করা হয়েছে;

(১৮) "চাকরি হতে আয়" হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যা কম;

(১৯) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হইতে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা;

(২০) সরকার হতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার;

(২১) কোনো বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা হতে উদ্ভূত কোনো আয়;

(২২) ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করে বাংলাদেশে আনীত হলে অনুরূপ আয়।

করমুক্ত আয়সমূহ করদাতার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি রিটার্নে করমুক্ত আয়ের কলামে প্রদর্শন করতে হবে।

ষষ্ঠ ভাগ

আয় নিরূপণ ও করদায় পরিগণনার উদাহরণ

বিভিন্ন শ্রেণির স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার মোট আয় ও করদায়ের পরিমাণ কিভাবে পরিগণনা করা হবে তা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১। সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের আয় এবং কর পরিগণনা:

(ক) শুধু বেতন খাতের আয় থাকলে:

উদাহরণ-২০

জনাব কামরুজ্জামান বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একজন কর্মচারী। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	২৬,০০০ /-
উৎসব বোনাস ২টি (২৬,০০০/- × ২)	৫২,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০/-
শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৫০০/-
বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪,৪০০/-

তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ৩,২০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ২৯,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা।

২০২৩-২০২৪ করবছরে জনাব কামরুজ্জামানের মোট আয় এবং করদায় কত হবে তা নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

বেতন খাতে আয়:

মূল বেতন (২৬,০০০/- × ১২ মাস)	৩,১২,০০০/-
উৎসব বোনাস (২৬,০০০/- × ২)	৫২,০০০/-
মোট আয়	৩,৬৪,০০০/-

* জনাব কামরুজ্জামান ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয়বছরে যে চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা পেয়েছেন তা তার জন্য প্রযোজ্য চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও

আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে এসব ভাতার জন্য তাকে আয়কর প্রদান করতে হবে না।

কর দায় পরিগণনা:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
অবশিষ্ট ১৪,০০০ টাকার উপর ৫%	৭০০/-
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৭০০/-

বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ

(১) ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (৩,২০০ × ১২)	৩৮,৪০০/-
(২) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০× ১২)	১৮০০/-
(৩) গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা (১০০ × ১২)	১২০০/-
মোট বিনিয়োগ	৪১,৪০০/-

রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ৪১,৪০০ টাকা × ০.১৫	৬,২১০/-
(খ)	মোট আয় ৩,৬৪,০০০ টাকা × ০.০৩	১০,৯২০/-
(গ)		১০,০০,০০০/-
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		৬,২১০/-

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৬,২১০ টাকা।

মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৭০০/-
কর রেয়াত	৬,২১০/-
প্রদেয় কর	৫,০০০/-*

মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর ৭০০ টাকা এবং আইনানুগ রেয়াতের পরিমাণ ৬,২১০/- টাকা বিধায় এইক্ষেত্রে, করদাতা কোনো প্রকার কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন না। অর্থাৎ, উপরের কর পরিগণনা অনুযায়ী প্রদেয় কর ঋণাত্মক হলেও করদাতার করমুক্ত সীমার অতিরিক্ত আয়

থাকায় এক্ষেত্রে করদাতার অবস্থান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হলে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হলে ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় হলে ৩,০০০ টাকা আয়কর প্রদান করতে হবে।

একই আয় যদি কোন প্রতিবন্ধী অথবা গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা যথাক্রমে ৪,৭৫,০০০ টাকা এবং ৫,০০,০০০ টাকা হওয়ায় তাকে কোন কর প্রদান করতে হবে না। এছাড়াও একই আয় একজন মহিলা কর্মকর্তার থাকলে, যার একটি প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে এবং তার স্বামী প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য কোন অব্যাহতির সীমা গ্রহণ করেন না, তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৫০,০০০ টাকা হওয়ায় তাকে কোন কর প্রদান করতে হবে না।

(খ) বেতনসহ অন্য খাতের আয় থাকলে

একজন সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন খাত ছাড়াও ব্যাংক সুদ, গৃহ সম্পত্তি, লভ্যাংশ, ব্যাংক সুদ, ইত্যাদি খাতে আয় থাকতে পারে।

<u>উদাহরণ-২১</u>

ধরা যাক, মিজ্ সুক্তি রানী স্ব-শাসিত (Public Bodies) এর একজন কর্মচারী। তিনি ১ জুলাই, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ সময়কালে নিম্নোক্ত বেতন ও ভাতা পেয়েছেন:

(ক) মূল বেতন (৫৮,৭৬০× ১২)	৭,০৫,১২০/-
(খ) বাড়ী ভাড়া ভাতা (২৯,৩৮০ × ১২)	৩,৫২,৫৬০/-
(গ) ২টি উৎসব বোনাস (৫৮,৭৬০ × ২)	১,১৭,৫২০/-
(ঘ) চিকিৎসা ভাতা (১৫০০ × ১২)	১৮,০০০/-
(ঙ) শিক্ষা সহায়ক ভাতা (৫০০ × ১২)	৬,০০০/-
(চ) বাংলা নববর্ষ ভাতা	১১,৭৫২/-

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হতে একটি গাড়ী বরাদ্দ পেয়েছেন। গাড়ী ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসের বেতন হতে ৬০০ টাকা করে কর্তন করা হয়। এছাড়াও তিনি নিয়মিত দায়িত্বের পাশাপাশি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ একাডেমিতে খন্ডকালীন প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পার্সন (resource person) হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সম্মানী বাবদ ৩৫,০০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের খাতা দেখা ফি বাবদ ১০,০০০ টাকা পেয়েছেন। উক্ত সম্মানী ও ফি প্রদানকালে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।

এছাড়া মিজ্ সুক্তি রানী গৃহ-সম্পত্তি খাতে ৫০,০০০ টাকা, কৃষি খাতে ১০,০০০ টাকা, আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৩৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ খাতে ১০,০০০ টাকা আয় রয়েছে। লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।

মিজ্ সুক্তি রানীর মোট আয় ও করদায় পরিগণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. নিয়মিত উৎস হতে প্রাপ্ত আয়ঃ

(ক) চাকরি হইতে আয়

মূল বেতন: (৫৮,৭৬০ × ১২)	৭,০৫,১২০/-	
উৎসব ভাতা: (৫৮,৭৬০ × ১ ২)	১,১৭,৫২০/-	
(খ) ভাড়া হতে আয়	৫০,০০০/-	
(গ) কৃষি হতে আয়	১০,০০০/-	
		৮,৮২,৬৪০/-

২. নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন উৎস হতে প্রাপ্ত আয়ঃ

(ঘ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়		১৪৫,০০০/-	
(অ)আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ	১,৩৫,০০০/-		
(আ) ব্যাংক সুদ আয়	১০,০০০/-		
(ঙ) পেশাগত আয় (সম্মানী ৩৫,০০০+ ফি ১০,০০০)		৪৫,০০০/-	
			১,৯০,০০০/-
		মোট আয়	১০,৭২,৬৪০/-

মিজ্ সুক্তি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তার জন্য প্রযোজ্য চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ এ উল্লিখিত চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা পেয়েছেন। ফলে উক্ত ভাতাসমূহের জন্য তাকে আয়কর প্রদান করতে হবে না।

(১) নিয়মিত উৎসের আয় (১০,৭২,৬৪০ - ১,৯০,০০০)= ৮,৮২,৬৪০ টাকার বিপরীতে প্রদেয় করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ: প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
অবিশিষ্ট ৮২,৬৪০ টাকা আয়ের উপর ১৫% হারে	১২,৩৯৬/-
নিয়মিত উৎসের উপর প্রযোজ্য করদায়	৪৭,৩৯৬/-

(২) নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন উৎস হতে প্রাপ্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর: (ক) নিয়মিত উৎসের আয় ৮,৮২,৬৪০ টাকা ও নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন উৎস হতে প্রাপ্ত আয় ১,৯০,০০০ টাকার সমষ্টি ১০,৭২,৬৪০ টাকা উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ০% হারে	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
অবশিষ্ট ২,৭২,৬৪০ টাকার উপর ১৫% হারে	৪০,৮৯৬/-
১০,৭২,৬৪০ টাকার উপর করদায়	৭৫,৮৯৬/-
বাদ: নিয়মিত উৎসের উপর প্রযোজ্য আয়কর	৪৭,৩৯৬/-
নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন উৎস হতে প্রাপ্ত আয়ের উপর নিয়মিত করদায় নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন উৎস হতে প্রাপ্ত আয়ের উপর উৎসে কর্তিত কর ১৯,০০০ টাকা, যা নিয়মিত করদায় অপেক্ষা কম	২৮,৫০০/-
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	৭৫,৮৯৬/-

মিজ্ সুক্তির প্রতি মাসে প্রভিডেন্ট ফান্ডে ৮,০০০ টাকা কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা বাবদ মাসিক যথাক্রমে ১৫০ টাকা এবং ১০০ টাকা চাঁদা দিয়ে থাকেন। তিনি ১,০০,০০০ টাকার তিন বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন এবং জীবন বীমার প্রিমিয়াম বাবদ বাৎসরিক ১৫০০০ টাকা দিয়েছেন।

<u>বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনাঃ</u>

(ক) প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা (৮,০০০× ১২ মাস):	৯৬,০০০/-
(খ) কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা: (১৫০+১০০)× ১২ মাস	৩,০০০/-
(গ) সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ	১০০,০০০/-
(ঘ) জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রদান	<u>১৫,০০০/-</u>
মোট বিনিয়োগ	২,১৪,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

ক	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ২,১৪,০০০ টাকা × ০.১৫	৩২,১০০/-
খ	মোট আয় ১০,৭২,৬৪০ টাকা – ন্যূনতম কর এর আওতার আয় ১,৪৫,০০০ টাকা = ৯,২৭,৬৪০ টাকা × ০.০৩	২৭,৮২৯/-
গ		১০,০০,০০০/-
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		২৭,৮২৯/-

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৭,৮২৯ টাকা।

প্রদেয় কর:

মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য কর	৭৫,৮৯৬/-
বাদঃ কর রেয়াত	২৭,৮২৯/-
	৪৮,০৬৭/-

বাদঃ উৎসে কর্তিত কর

(ক) পেশাগত সেবার বিপরীতে প্রাপ্য সম্মানী ও ফি
৪৫,০০০/- এর ১০% = ৪,৫০০/-

(খ) ব্যাংক সুদ ১০,০০০/- এর ১০% = ১,০০০/-

(গ) লভ্যাংশ ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/-

মোট উৎসে কর্তিত কর	১৯,০০০/-
নীট প্রদেয় কর	২৯,০৬৭/-

অর্থাৎ, মিজ্ সুক্তিকে অবশিষ্ট প্রদেয় কর ২৯,০৬৭/- টাকা রিটার্ন দাখিলের পূর্বে বা রিটার্ন দাখিলের সময় পরিশোধ করতে হবে।

২। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তার আয় এবং কর পরিগণনা:

উদাহরণ-২২

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মিজ্ আফরোজা ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে নিম্নরূপ বেতন ও ভাতা পেয়েছেন:

ক্রঃনঃ	খাত	পরিমাণ (টাকায়)
(ক)	মাসিক মূল বেতন	১৯,৩০০/- টাকা
(খ)	২টি উৎসব বোনাস (১৯,৩০০ × ২)	৩৮,৬০০/- টাকা
(গ)	চিকিৎসা ভাতা	২,০০০/- টাকা
(ঘ)	আপ্যায়ন ভাতা	৩০০/- টাকা
(ঙ)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৭,৭২০/- টাকা

এছাড়া মিজ্ আফরোজা নিম্নোক্ত সুবিধাদি, আয়, উৎসে কর কর্তন ও সম্পদ রয়েছে-

১. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি অফিস হতে ১৫০০ সিসি একটি গাড়ী বরাদ্দ পেয়েছেন।

২. তার গৃহ সম্পত্তি ভাড়া হইতে ৫০,০০০ টাকা, কৃষি খাতে ১০,০০০ টাকা, আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৩৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ খাতে ১০,০০০ টাকা আয় রয়েছে।

৩. লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।

৪. ৩০/০৬/২০২২ তারিখে তার নীট সম্পদের পরিমাণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা।

তিনি ৪০,০০০ টাকার তিন বছর মেয়াদী মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন। জীবন বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ৫,০০০ টাকা দিয়েছেন। মিজ্ আফরোজার মোট আয় নিম্নরূপভাবে নিরূপণ করতে হবে:

১. নিয়মিত উৎসের আয়

(ক) চাকরি হইতে আয়:

মূল বেতন (১৯,৩০০ × ১২)	২,৩১,৬০০/-
উৎসব বোনাস (১৯,৩০০ × ২)	৩৮,৬০০/-
চিকিৎসা ভাতা (২,০০০× ১২)	২৪,০০০/-
আপ্যায়ন ভাতা (৩০০ × ১২)	৩,৬০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা (৭,৭২০ × ১২)	৯২,৬৪০/-
মোটরগাড়ি সুবিধা (১০,০০০ × ১২ (২৫০০ সিসি পর্যন্ত মাসিক দশ হাজার টাকা) =	১২০,০০০/-
চাকরি হতে মোট আয় =	৫,১০,৪৪০/-
বাদ: চাকরি হতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ টাকা যাহা কম =	১,৭০,১৪৭/-
চাকরি হতে আয় =	৩,৪০,২৯৩/-
(খ) ভাড়া হতে আয়:	৫০,০০০/-
(গ) কৃষি হতে আয়:	১০,০০০/-
নিয়মিত উৎসের আয়	৪,০০,২৯৩/-

২. নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন উৎস হতে প্রাপ্ত আয়

(ঘ) আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়

(অ)আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ ১,৩৫,০০০/-

(আ) ব্যাংক সুদ আয় ১০,০০০/-

নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন উৎস হতে প্রাপ্ত আয় ১৪৫,০০০/-

মোট আয় ৫৪৫,২৯৩/-

মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর পরিগননা:

(১) নিয়মিত উৎসের আয় (৫৪৫,২৯৩ – ১,৪৫,০০০)= ৪,০০,২৯৩ টাকার বিপরীতে প্রদেয় করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ: প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ২৯৩ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	১৪.৬৫/-
নিয়মিত উৎসের উপর প্রযোজ্য করদায়	১৪.৬৫/-
(২) নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন উৎস হতে প্রাপ্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর: (ক) নিয়মিত উৎসের আয় ৪,০০,২৯৩ টাকা ও নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন উৎস হতে প্রাপ্ত আয় ১,৪৫,০০০ টাকার সমষ্টি ৫৪৫,২৯৩ টাকা উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ০% হারে	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ৪৫,২৯৩ টাকার উপর ১০% হারে	৪,৫২৯/-
৫৪৫,২৯৩ টাকার উপর নিয়মিত করদায়	৯,৫২৯/-
বাদ: নিয়মিত উৎসের উপর প্রযোজ্য আয়কর	১৪.৬৫/-
নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন উৎস হতে প্রাপ্ত আয়ের উপর নিয়মিত করদায় ৯,৫১৪.৩৫/- উৎসে কর্তিত কর ১৪,৫০০ টাকা অপেক্ষা কম বিধায় প্রযোজ্য আয়কর	১৪,৫০০/-
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	১৪,৫১৪.৬৫/-

<u>বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা:</u>

(ক) সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ ৪০,০০০ টাকা

(খ) জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রদান ৫,০০০ টাকা

মোট ৪৫,০০০ টাকা

কর রেয়াতের পরিমাণ:

ক	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ৪৫,০০০ টাকা × ০.১৫	৬,৭৫০/-
খ	মোট আয় ৫,৪৫,২৯৩/- টাকা – ন্যূনতম কর এর আওতার আয় ১,৪৫,০০০ টাকা = ৪,০০,২৯৩/- টাকা × ০.০৩	১২,০০৯/-
গ		১০,০০,০০০/-
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		৬,৭৫০/-

কর রেয়াতের পরিমান ৬,৭৫০/- টাকা। তবে যেহেতু ব্যাংক সুদ ও লভ্যাংশ হতে উৎসে কর্তিত কর নূন্যতম কর, সেহেতু করদাতা নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর ১৪.৬৫ টাকার রেয়াত প্রাপ্য হবেন।

মোট আরোপযোগ্য কর	১৪,৫১৪.৬৫/-
বাদ: কর রেয়াত	১৪.৬৫/-
প্রদেয় কর	১৪,৫০০/-

সারচার্জের পরিমাণ:

করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ২০,৩০,০০,০০০/- হওয়ায় প্রদেয় আয়করের ৩০% হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে। সারচার্জের পরিমাণ দাঁড়ায় (১৪,৫০০/-টাকার ৩০%) ৪,৩৫০/- টাকা। ৪,৩৫০/-

ফলে মোট প্রদেয় কর ১৮,৮৫০/-

বাদ: উৎসে কর্তিত কর

(ক) ব্যাংক সুদ ১০,০০০/- এর ১০% = ১,০০০/-

(খ) লভ্যাংশ ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/-

১৪,৫০০/-

মিজ্ আফরোজার নীট প্রদেয় আয়কর ৪,৩৫০/-

৩। একজন শিক্ষকের আয় এবং কর পরিগণনা

উদাহরণ-২৩

জনাব কালাম হোসেন বেসরকারি ইংরেজী মাধ্যমের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তার একজন প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী করদাতা নন। ১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে তাঁর আয় ছিল নিম্নরূপঃ

বেতন খাত:	
মাসিক মূল বেতন	৩০,০০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৫,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা	১,০০০/-
উৎসব বোনাস-	দু'টি মূল বেতনের সমান।

জনাব কালাম হোসেন টিউশনী থেকেও উপার্জন করে থাকেন। তিনি মাসে মোট ০৬ (ছয়) ব্যাচে ছাত্র পড়ান। প্রতি ব্যাচে ছাত্র সংখ্যা ০৬ জন। প্রতি ছাত্র থেকে তিনি ৪০০০ টাকা মাসিক সম্মানি গ্রহণ করেন। তিনি নিজের বাসাতে ছাত্র পড়ান।

তিনি আয়বর্ষে ২,০০,০০০/- টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪,৩০,০০,০০০ টাকা।

২০২৩-২০২৪ করবছরে করদাতার মোট আয় ও প্রদেয় করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

চাকরি হইতে আয়:

মাসিক মূল বেতন (৩০,০০০× ১২)		৩,৬০,০০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা (১৫,০০০ × ১২)		১,৮০,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা (১,০০০× ১২)		১২,০০০/-
উৎসব বোনাস (৩০,০০০× ২)		৬০,০০০/-
	মোট =	৬,১২,০০০/-
বাদ: চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ টাকা যাহা কম =		২০৪,০০০/-
	চাকরি হতে মোট আয়	৪০৮,০০০/-
অন্যান্য উৎস খাতে আয়:		
টিউশনী থেকে প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাচ × ৬ জন × ৪০০০ × ১২ মাস)		১৭,২৮,০০০/-
	মোট আয় =	২১,৩৬,০০০/-

করদায় পরিগণনা

* প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা হিসেবে করমুক্ত আয় সীমা

(৩,৫০,০০০ + ৫০,০০০) = ৪,০০,০০০ টাকা।

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	০%	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০/-
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%	৬০,০০০/-
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০/-
অবশিষ্ট ৪,৩৬,০০০ টাকা মোট আয়ের উপর	২৫%	১,০৯,০০০/-
	প্রদেয় কর =	৩,০৪,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

ক	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ২,০০,০০০/- টাকা × ০.১৫	৩০,০০০/-
খ	মোট আয় ২১,৩৬,০০০ টাকা × ০.০৩	৬৪,০৮০/-
গ		১০,০০,০০০/-
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		৩০,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৩০,০০০ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

ফলে নীট প্রদেয় করের পরিমাণ হবে = ৩০৪,০০০-৩০,০০০ = ২,৭৪,০০০ টাকা।

করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা যা সারচার্জ আরোপের লক্ষ্যে নীট সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা ৪ কোটি টাকার অধিক হওয়ায় নীট প্রদেয় কর ২,৭৪,০০০ টাকার উপর সারচার্জ বাবদ ২,৭৪,০০০ × ১০% = ২৭,৪০০ টাকা প্রদেয় হবে। অর্থাৎ আয়কর ও সারচার্জ বাবদ করদাতার মোট করদায় হবে ২,৭৪,০০০ টাকা + ২৭,৪০০ টাকা = ৩,০১,৪০০ টাকা।

৪। একজন শিল্পীর আয় এবং কর পরিগণনা

উদাহরণ-২৪

মিজ্ শাকিলা সুলতানা একজন কণ্ঠশিল্পী। তার নিজস্ব একটি গানের দল রয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি তার দল নিয়ে গান পরিবেশনের মাধ্যমে আয় করে থাকেন। ১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে তার আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান ছিল এ রকম:

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে প্রাপ্তি ছিল ১০,০০,০০০ টাকা।

তার নিজস্ব দলে ৩জন সহশিল্পী, ৩ জন যন্ত্রশিল্পী ও ২ জন তবলচী রয়েছে। তাদেরকে বেতন বাবদ প্রদান করা হয়েছিল:

বেতন খরচ:

৩ জন সহশিল্পী	৩ × ৬০০০ × ১২ মাস	২,১৬,০০০/-
৩ জন যন্ত্রশিল্পী ও অন্যান্য	৩ × ৫০০০ × ১২ মাস	১,৮০,০০০/-
২ জন তবলচী	২ × ৩০০০ × ১২ মাস	৭২,০০০/-

শিল্পীদের ড্রেস ও যাতায়াত বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা। ২০২২-২০২৩ করবছরে মিজ্ শাকিলা সুলতানার মোট আয় ও প্রদেয় আয়কর হবে নিম্নরূপ:

সংগীত পরিবেশন হতে গ্রস প্রাপ্তি-			১০,০০,০০০/-
বাদ: ব্যয়সমূহ (যাচাইযোগ্য প্রমাণাদি দাখিল সাপেক্ষে)			
১। বেতন বাবদ:			
সহশিল্পী	২,১৬,০০০/-		
তবলচী	৭২,০০০/-		
যন্ত্রশিল্পী ও অন্যান্য	১,৮০,০০০/-	৪,৬৮,০০০/-	
২। ড্রেস ও যাতায়াত -		১৭,০০০/-	
			৪,৮৫,০০০/-
		মোট আয় =	৫,১৫,০০০/-

করদায় পরিগণনা:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
অবশিষ্ট ১৫,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	১,৫০০/-
মোট প্রদেয় কর	৬,৫০০/-

৫। একজন চিকিৎসকের আয় এবং কর পরিগণনা

উদাহরণ-২৫

জনাব আবদুল্লাহ আল নোমান একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। তিনি ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে হাসপাতাল থেকে নিম্নরূপ বেতন ভাতা পেয়েছেন:

চাকুরি হতে আয়:	
মূল বেতন (৫০,০০০ × ১২)	৬,০০,০০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা	৩,০০,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা (২.০০০× ১২)	২৪,০০০/-
উৎসব ভাতা দু'টি মূল বেতনের সমপরিমাণ	১,০০,০০০/-

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে আয়বর্ষে তিনি মাসে ৫০০০, টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তার নিয়োগকর্তাও সমপরিমাণ চাঁদা জমা দিয়েছেন।

জনাব আবদুল্লাহ আল নোমান প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে থাকেন। তিনি প্রতিদিন গড়ে ১০ জন নতুন রোগী ও ৩০ জন পুরাতন রোগী দেখেন। নতুন রোগীর ফি ৫০০ টাকা ও পুরাতন রোগীর ফি ৩০০ টাকা। তিনি বছরে ৩০০ দিন রোগী দেখেন। করদাতা পেশাখাতের জন্য কোন খাতাপত্র সংরক্ষণ করেন না।

তিনি আয়বর্ষে একটি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে মাসিক (ডিপিএস) ১১,০০০/- হিসেবে জমা প্রদান করেছেন। তিনি স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির টাকা শেয়ার ক্রয়ে ১০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়া, তিনি ৫,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।

২০২৩-২০২৪ করবছরে জনাব আবদুল্লাহ আল নোমানের মোট আয় ও আয়কর পরিগণনা নীচে দেখানো হল:

বেতন আয়:

বার্ষিক মূল বেতন	৬,০০,০০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা	৩,০০,০০০/-
উৎসব ভাতা	১,০০,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা	২৪,০০০/-
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার চাঁদা (৫০০০ × ১২ মাস)	৬০,০০০/-
চাকরি হইতে আয়	১০,৮৪,০০০/-

বাদঃ চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম			৩৬১,৩৩৩/-
		চাকুরি হতে আয়	৭,২২,৬৬৭/-

ব্যবসা হতে আয়:

নতুন রোগী (১০জন×৩০০দিন×৫০০টাকা)	১৫,০০,০০০/-		
পুরাতন রোগী (৩০জন×৩০০দিন×৩০০টাক)	২৭,০০,০০০/-		
মোট প্রাপ্তি		৪২,০০,০০০/-	
বাদ: ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট খরচ (হিসাব সংরক্ষণ করেন না বিবেচনায় আনুমানিক ১/৩ অংশ)		১৪,০০,০০০/-	
		ব্যবসা হতে নীট আয়	২৮,০০,০০০/-
		মোট আয়	৩৫,২২,৬৬৭/-

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১৫% হারে	৬০,০০০/-
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ২০% হারে	১,০০,০০০/-
অবশিষ্ট ১৮,৭২,৬৬৭ টাকা আয়ের উপর ২৫% হারে	৪,৬৮,১৬৯/-
প্রদেয় কর	৬,৬৩,১৬৯/-

কর রেয়াত:

রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের পরিমাণ:

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিজের ও নিয়োগকর্তার বার্ষিক চাদা (৫০০০× ১২মাস) × ২	১,২০,০০০/-
ডিপিএস -এ বার্ষিক জমা (১১,০০০× ১২) = ১,৩২,০০০ টাকা, কিন্তু সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০ টাকা	১২০,০০০/-
সঞ্চয়পত্র ক্রয়	৫,০০,০০০/-

ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ	১০,০০,০০০/-
মোট প্রকৃত বিনিয়োগ	১৭,৪০,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ১৭,৪০,০০০/- টাকা × ০.১৫	২,৬১,০০০/-
(খ)	মোট আয়ের ৩৫,২২,৬৬৭ টাকা × ০.০৩	১,০৫,৬৮০/-
(গ)		১০,০০,০০০/-
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম		১,০৫,৬৮০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ১,০৫,৬৮০/- টাকা।

ফলে জনাব আবদুল্লাহ আল নোমানের নীট প্রদেয় করের পরিমাণ হবে (৬,৬৩,১৬৯-১,০৫,৬৮০)=৫,৫৭,৪৮৯/- টাকা।

৬। একজন ব্যবসায়ীর আয় এবং কর পরিগণনা

উদাহরণ-২৬

জনাব আল-মাহমুদ একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক। ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষের হিসাব বিবরণীতে তিনি আয়ের নিম্নরূপ তথ্য প্রদান করেন :

বিক্রয়	১,২০,০০,০০০/-
গ্রস মুনাফা	১৮,০০,০০০/-
লাভ-ক্ষতি হিসাবের বিভিন্ন খাতে খরচ দাবী	৯,৫০,০০০/-
নীট মুনাফা	৮,৫০,০০০/-

এ বছরে তিনি ৩০,০০০ টাকা অগ্রিম আয়কর পরিশোধ করেছেন এবং ১,২০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।

৩০ জুন ২০২৩ তারিখে করদাতার বয়স ছিল ৬৬ বছর ২ মাস।

২০২৩-২০২৪ করবর্ষে করদাতার ৮,৫০,০০০ টাকা মোট আয়ের উপর প্রদেয় করের পরিমাণ নিম্নরূপে পরিগণনা করা হলো:

<u>করদায় পরিগণনা</u>

করদাতার বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে হওয়ায় করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,০০,০০০ টাকা।

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
অবশিষ্ট ৫০,০০০ টাকার উপর ১৫% হারে	৭,৫০০/-
মোট আয়ের উপর আয়কর	৪২,৫০০/-

<u>কর রেয়াত</u>

বিনিয়োগ:

সঞ্চয়পত্র ক্রয় ১,২০,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ১,২০,০০০/- টাকা × ০.১৫	১৮,০০০/-
(খ)	মোট আয় ৮,৫০,০০০ টাকা × ০.০৩	২৫,৫০০/-
(গ)		১০,০০,০০০/-
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম		১৮,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ = ১৮,০০০/-

<u>প্রদেয় কর</u>

মোট আয়ের উপর আয়কর	৪২,৫০০/-
কর রেয়াত	১৮,০০০/-
প্রদেয় কর	২৪,৫০০/-
বাদ: অগ্রিম আয়কর পরিশোধ	(৩০,০০০)/-
নীট প্রদেয় কর: ফেরতযোগ্য বা পরবর্তীতে সমন্বয়যোগ্য কর	(৫,৫০০/-)

আয় এবং কর পরিগণনার অন্যান্য উদাহরণ

উদাহরণ-২৭

ধরা যাক, জনাব আবুল কালাম ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে মোট ২০,০০,০০০০/- টাকার পণ্য আমদানি করে আমদানি পর্যায়ে ৫% হারে উৎসে মোট ১,০০,০০০/- টাকা আয়কর প্রদান করেছেন। করদাতার উক্ত ব্যবসা খাতে আয়ের পরিমাণ ৬,০০,০০০/- টাকা। এছাড়া, উক্ত আয়বর্ষে করদাতার ভাড়া হতে আয় ছিল ৪,০০,০০০/- টাকা। জনাব আবুল কালামের ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে করদাতার মোট আয় ও করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ-

১. নিয়মিত উৎসের (ভাড়া হতে) আয়: ৪,০০,০০০/- টাকা
নিয়মিত উৎসের জন্য করদায়: ৫,০০০/- টাকা।

২. আমদানি ব্যবসায়ের জন্য করদায়:

নিয়মিত উৎসের (ভাড়া হতে) আয়:	৪,০০,০০০/-
নিয়মিত পদ্ধতিতে পরিগণনাকৃত আমদানি ব্যবসা খাতের আয়:	৬,০০,০০০/-
দু'উৎসের আয়ের সমষ্টি=	১০,০০,০০০/-
১০,০০,০০০/- টাকার উপর প্রযোজ্য আয়কর	৭২,৫০০/-
বাদ: নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর	৫,০০০/-
আমদানি ব্যবসায়ের জন্য নিয়মিত করদায়	৬৭,৫০০/-

আমদানি ব্যবসায়ের জন্য উৎসে কর্তিত কর ১,০০,০০০/-।
ফলে, ধারা ১৬৩ অনুযায়ী আমদানি ব্যবসায়ের জন্য ন্যূনতম কর হবে ১,০০,০০০/- টাকা।

৩. এক্ষেত্রে, ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে জনাব আবুল কালামের মোট আয় হবে
(৪,০০,০০০ + ৬,০০,০০০) = ১০,০০,০০০/- টাকা
এবং করদায় হবে (৫,০০০ + ১,০০,০০০) = ১,০৫,০০০/- টাকা।

উদাহরণ-২৮

জনাব রকিবুল হাসান ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে মোট ২০,০০,০০০/- টাকার পণ্য আমদানি করে আমদানি পর্যায়ে ৫% হারে উৎসে মোট ১,০০,০০০/- টাকা আয়কর প্রদান করেছেন। করদাতার উক্ত ব্যবসা খাতে আয়ের পরিমাণ ৮,০০,০০০/- টাকা। এছাড়া, উক্ত আয়বর্ষে করদাতার ভাড়া হতে আয় ছিল ৪,৫০,০০০/- টাকা এবং সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় ছিল ৪,০০,০০০/- টাকা, যার উপর ৫% হারে উৎসে ২০,০০০/- আয়কর কর্তন করা হয়েছে। জনাব রকিবুল হাসান ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে স্বনির্ধারণী

পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করেছেন। করদাতার মোট আয় ও করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ-

১. নিয়মিত উৎসের (ভাড়া হতে) আয়: ৪,৫০,০০০/- টাকা
নিয়মিত উৎসের জন্য করদায়: ৫,০০০/- টাকা।

২. আমদানি ব্যবসায়ের জন্য করদায়:

নিয়মিত উৎসের (ভাড়া হতে) আয়:	৪,৫০,০০০/-
নিয়মিত পদ্ধতিতে পরিগণনাকৃত আমদানি ব্যবসা খাতের আয়:	৮,০০,০০০/-
দু'উৎসের আয়ের সমষ্টি	১২,৫০,০০০/-
১২,৫০,০০০/- টাকার উপর প্রযোজ্য আয়কর	১,১৫,০০০/-
বাদ: নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর	৫,০০০/-
আমদানি ব্যবসায়ের জন্য নিয়মিত করদায়	১,১০,০০০/-

আমদানি ব্যবসায়ের জন্য উৎসে কর্তিত কর ১,০০,০০০/-, যা নিয়মিত করদায় অপেক্ষা কম।

ফলে, ধারা ১৬৩ অনুযায়ী আমদানি ব্যবসায়ের জন্য ন্যূনতম কর হবে ১,১০,০০০/- টাকা।

৩. সঞ্চয়পত্রের সুদের উপর কর: ২০,০০০/-

৪. ২০২২-২০২৩ করবর্ষে জনাব রকিবুল হাসানের মোট আয় হবে

(৪,৫০,০০০ + ৮,০০,০০০+ ৪,০০,০০০) = ১৬,৫০,০০০/- টাকা

এবং করদায় হবে

(৫,০০০ + ১,১০,০০০+ ২০,০০০) = ১,৩৫,০০০/- টাকা।

উদাহরণ-২৯

ধরা যাক, জনাব এনামুল আয়কর বিভাগে কর্মরত একজন সরকারি কর্মচারী এবং তার জন্য চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ প্রযোজ্য। ফলে বেতন আয়ের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

ধরা যাক, ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	৪৩,১৫০/-
মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা	২১,৫৭৫/-
মাসিক চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০/-
উৎসব ভাতা	৮৬,৩০০/-

বাংলা নববর্ষ ভাতা ৮,৬৩০/-

এছাড়াও তিনি বিসিএস (কর) একাডেমিতে লেকচার প্রদান বাবদ ২০,০০০ টাকা, বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ বাবদ ১৫,০০০ টাকা, বিদেশ ভ্রমণ হতে ১,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্তি বা আয় প্রদর্শন করেছেন।

ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ১০,৫০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ৯৬,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা। এছাড়াও তিনি জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো হতে ৫-বছর মেয়াদী ১ (এক) লক্ষ টাকা মূল্যমানের একটি সঞ্চয়পত্র কিনেছেন।

২০২৩-২০২৪ করবর্ষে জনাব এনামুলের মোট আয় এবং করদায় কত হবে তা নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

বেতন খাতে আয়ঃ

মূল বেতন (৪৩,১৫০× ১২ মাস)	৫,১৭,৮০০/-
উৎসব ভাতা (৪৩,১৫০× ২)	৮৬,৩০০/-
বাড়ি ভাড়া ভাতা (২১,৫৭৫× ১২ মাস) = ২,৫৮,৯০০/-(করমুক্ত)	
ভবিষ্যত তহবিলে অর্জিত সুদ= ৯৬,৫০০/-(করমুক্ত)	
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০×১২)=১৮,০০০/- (করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা ৮,৬৩০/- (করমুক্ত)	
চাকুরি হইতে আয়	৬,০৪,১০০/-
সম্মানী ও সভা	৩৫,০০০/-
বিদেশ ভ্রমন	১,৫০,০০০/-
	৭,৮৯,১০০/-

কর দায় পরিগণনাঃ

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
অবশিষ্ট ৩৯,১০০ টাকার উপর ১৫% হারে	৫,৮৬৫/-
মোট কর দায়	৪০,৮৬৫/-

বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনাঃ

বিনিয়োগের পরিমাণ:

১। ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (১৪,০০০ × ১২)		১,৬৮,০০০/-
২। কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০ × ১২)		১৮০০/-
৩। গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা (১০০ × ১২)		১২০০/-
৪। ডিপোজিট পেনশন স্কীমের কিস্তি (৫,০০০ × ১২)		৬০,০০০/-
	মোট বিনিয়োগ=	২,৩১,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	০.০৩ × ৭,৮৯,১০০/-	২৩,৬৭৩/-
(খ)	০.১৫ × ২,৩১,০০০/-	৩৪,৬৫০/-
(গ)	১০,০০,০০০/- (অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা)	
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]		২৩,৬৭৩/-

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৩,৬৭৩/- টাকা।

অর্থাৎ প্রদেয় করের পরিমাণ (৪০,৮৬৫-২৩,৬৭৩)= ১৭,১৯২/-

উদাহরণ-৩০

জনাব জুয়েল বেসরকারি বিমা কোম্পানির একজন কর্মকর্তা। ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরে তার আয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

(ক) মাসিক মূল বেতন ৬০,০০০ টাকা;

(খ) মাসিক মহার্ঘ ভাতা ১২,০০০ টাকা;

(গ) মাসিক চিকিৎসা ভাতা ৩,০০০ টাকা (প্রকৃত খরচ প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা);

(ঘ) বাড়ি ভাড়া মূল বেতনের ৫০%;

(ঙ) আপ্যায়ন ভাতা মাসিক ২,০০০ টাকা (প্রকৃত খরচ ১,০০০ টাকা);

(চ) উৎসব বোনাস ২ মাসের মূল বেতনের সমান;

(ছ) তিনি পূর্ণ সময় ব্যবহারের জন্য নিয়োগকর্তার নিকট হতে গাড়ি পেয়েছেন;

(জ) তিনি তার মূল বেতনের ১০% অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিলে জমা দেন। এই তহবিলে সঞ্চিত অর্থের উপর এ বছরে ২,৭০,০০০ টাকা সুদ হয়েছে;

(ঝ) তিনি মাসিক ৫০০ টাকা একটি যৌথ বীমা স্কিমে প্রদান করেন। এ বছরে তিনি ১৫,০০০ টাকা ভ্রমণ ভাতা পান। এ বছরে জনাব সালমানের বিনিয়োগ ও খরচসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

   (১) তার স্ত্রীর জীবন বীমার প্রিমিয়াম দেন ৭০,০০০ টাকা

(২) তিনি স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত একটি নতুন কোম্পানির ৩,০০,০০০ টাকার শেয়ার কিনেছেন।

(৩) তিনি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এ ২০,০০০ টাকা দান করেন।

(৪) ব্যাংকে তার একটা ডিপোজিট পেনশন স্কিম চালু আছে যেখানে তিনি প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা জমা দেন।

(৫) নিয়োগ কর্তা মূল বেতনের ১০% হারে উৎস কর কর্তন করেন।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে জনাব জুয়েলের মোট আয় এবং করদায় নিম্নরূপে নিরূপণ করা হলোঃ

<u>চাকরি হতে আয়</u>

(ক) মূল বেতন (৬০,০০০ × ১২)	৭২০,০০০
(খ) মহার্ঘ ভাতা (১২,০০০ × ১২)	১৪৪,০০০
(গ) চিকিৎসা ভাতা (৩,০০০ × ১২	৩৬,০০০
(ঘ) বাড়ী ভাড়া ভাতা (৭২০,০০০ × ৫০%)	৩৬০,০০০
(ঙ) আপ্যায়ন ভাতা (২,০০০ × ১২)	২৪,০০০
(চ) উৎসব ভাতা (৬০,০০০ × ২)	১২০,০০০
(ছ) যানবাহন সুবিধা (১০,০০০ × ১২)	১২০,০০০
(জ) অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার দান (৭২০,০০০ × ১০%)	৭২,০০০
(ঝ) অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলের সুদ	২৭০,০০০
(ঞ) ভ্রমণ ভাতা	১৫,০০০
চাকরি হইতে মোট আয়	১৮,৮১,০০০
বাদ: চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম	৪,৫০,০০০
চাকরি হতে আয়	১৪,৩১,০০০

<u>করদায় নির্ণয়:</u>

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ০% হারে	শূণ্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩০,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর ১৫% হারে	৬০,০০০
মোট আয়ের অবশিষ্ট ২,৮১,০০০ টাকার উপর ২০% হারে	৫৬,২০০
মোট	১,৫১,২০০

<u>বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা:</u>

বিনিয়োগের পরিমাণ

(১) স্ত্রীর জীবন বীমা প্রিমিয়াম	৭০,০০০
(২) তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়	৩০০,০০০

(৩) ডিপিএস-এ জমা (৬,০০০ × ১২)	৭২,০০০
(৪) অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার ও কর্মীর দান (৭২০০০ × ২)	১৪৪,০০০
(৫) যৌথ বীমা স্কীমে প্রদান (৫০০ × ১২)	৬,০০০
মোট বিনিয়োগ	৫৯২,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক) ০.০৩ × ১৪,৩১,০০০ (মোট আয়)	৪২,৯৩০
(খ) ০.১৫ × ৫৯২,০০০ (অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ)	৮৮,৮০০
(গ)	১০,০০,০০০
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]	৪২,৯৩০

প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয়:

মোট আরোপযোগ্য কর	১,৫১,২০০
বাদ: কর রেয়াত	৪২,৯৩০
	১,০৮,২৭০
বাদ: বেতন থেকে ১০% উৎস কর কর্তন	৭২,০০০
প্রদেয় কর	৩৬,২৭০

উদাহরণ-৩১

জনাব নিপু রাজশাহী শহরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক। তার মূল বেতন ৫৬,০৩০ টাকা। তার বেতন বৃদ্ধির তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি। ২০২৩ সালের ৩০ শে জুন সমাপ্ত বছরে তাঁর আয় ছিল নিম্নরূপ:

(ক) তিনি মূল বেতনের ১০% অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে জমা করেন;

(খ) বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৪০%;

(গ) চিকিৎসা ভাতা মাসিক ১৭০০ টাকা। প্রকৃত খরচ ৫০০ টাকা;

(ঘ) দুই সন্তানের শিক্ষা বাবদ শিক্ষা সহায়ক ভাতা পান মাসিক ১৩০০ টাকা;

(ঙ) উৎসব বোনাস দুই মাসের মূল বেতনের সমান;

(চ) ভবিষ্য তহবিলের সুদ বাবদ ১২% হারে ৬৩,০০০ টাকা পেয়েছেন।

উক্ত বছরে নিম্নোক্ত খরচ করেন:

(ক) কল্যাণ তহবিলে মাসিক ৫০০ টাকা এবং যৌথ বিমা তহবিলে মাসিক ৪০০ টাকা হারে জমা দেন;

(খ) সঞ্চয়পত্র ক্রয় ১০০,০০০ টাকা;

(গ) ছেলে-মেয়ের শিক্ষা খরচ ২০,০০০ টাকা;

(ঘ) বই ক্রয় ৫,০০০ টাকা;

(ঙ) জীবন বীমা প্রিমিয়াম ৭,০০০ টাকা; বিমা মূল্য ১০০,০০০ টাকা;

(চ) ডিপোজিট পেনশন স্কিমে দান মাসিক ১,০০০ টাকা।

জনাব নিপুর মোট আয় ও করদায় হবে নিম্নরূপঃ

চাকরি হতে আয়:

১। মূল বেতন: জুলাই, ২০২২ থেকে জানুয়ারি, ২০২৩ (৫৬,০৩০×৭)	৩,৯২,২১০
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৩ (৫৮,৫৬০×৫)	২,৯২,৮০০
২। বাড়ি ভাড়া ভাতা: (৬,৮৫,০১০×৪০%)	২,৭৪,০০৪
৩। চিকিৎসা ভাতা: (১৭০০×১২)	২০,৪০০
৪। শিক্ষা সহায়ক ভাতা (১৩০০×১২)	১৫,৬০০
৫। উৎসব বোনাস ২ মাসের বেতনের সমান (৫৮,৫৬০+৫৮,৫৬০)	১,১৪,৫৯০
৬। অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রতিষ্ঠানের দান (৬,৮৫,০১০×১০%)	৬৮,৫০১
৭। ভবিষ্যত তহবিলের সুদ (১২% হারে)	৬৩,০০০
চাকরি হতে মোট আয়	১২,৪১,১০৫
বাদ: চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম	৪,১৩,৭০২
চাকরি হতে আয়	৮,২৭,৪০৩

করদায় নির্ণয়:

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ০% হারে	শূণ্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩০,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৭৭,৪০৩ টাকার উপর ১৫% হারে	১১,৬১০
মোট আরোপযোগ্য কর	৪৬,৬১০

বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা:

বিনিয়োগের পরিমাণ

(১) সঞ্চয়পত্র ক্রয়:	১,০০,০০০
(২) যৌথ বীমা ও কল্যাণ তহবিলে জমা দান (৫০০×১২) + (৪০০×১২)	১০,৮০০
(৩) জীবন বীমার প্রিমিয়াম	৭,০০০
(৪) অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে দান (৬,৮৫,০১০×১০%) × ২	১,৩৭,০০২

(৫) ডিপোজিট পেনশন স্কিমে দান (১,০০০×১২)	১২,০০০
মোট বিনিয়োগ	২,৬৬,৮০২

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক) ০.০৩ × ৮,২৭,৪০৩	২৪,৮২২
(খ) ০.১৫ × ২,৬৬,৮০২	৪০,০২০
(গ)	১০,০০,০০০
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]	২৪,৮২২

প্রদেয় করের পরিমাণ:

মোট আরোপযোগ্য আয়কর	৪৬,৬১০
বাদ: কর রেয়াত	২৪,৮২২
প্রদেয় আয়কর	২১,৭৮৮

উদাহরণ-৩২

জনাব তাসনিম খুলনা জেলার বাসিন্দা। ২০২২-২৩ আয় বৎসরে নিম্নলিখিত আয় অর্জন করেন:

(ক) ফসল বিক্রয় ৭,০০,০০০ টাকা;
(খ) কৃষি ভূমি লগ্নি হতে প্রাপ্তি ২৫,০০০ টাকা;
(গ) কৃষি কার্যে ব্যবহৃত কৃষি জমি সংলগ্ন দালান হতে আয় ৪০,০০০ টাকা।

উক্ত বছরে তার খরচ ছিল নিম্নরূপ:
(১) ভূমি রাজস্ব ২,০০০ টাকা; (২) বীজ ও সার বাবদ খরচ ৪০,০০০ টাকা; (৩) চাষাবাদ খরচ ৬০,০০০ টাকা; (৪) পরিবহন খরচ ১০,০০০ টাকা; (৫) ভূমি উন্নয়ন কর ৪,০০০ টাকা; (৬) বীমা প্রিমিয়াম ৫,০০০ টাকা; (৭) কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত খরচ ৬,০০০ টাকা। উক্ত খরচের জন্য তিনি আয়কর কর্তৃপক্ষকে যথাযথ হিসাব প্রদর্শন করেন।

জনাব তাসনিমের মোট আয় ও করদায় নিম্নরূপে নিরূপণ করা হলোঃ

কৃষি হতে আয়:

(ক) ফসল বিক্রয়	৭,০০,০০০	
(খ) কৃষি ভূমি লগ্নি হতে প্রাপ্তি	২৫,০০০	
(গ) কৃষি কার্যে ব্যবহৃত কৃষি জমি সংলগ্ন দালান হতে আয়	৪০,০০০	
কৃষি হতে গ্রস আয়		৭,৬৫,০০০/-

বাদ:

(চ) উৎপাদন খরচ

বীজ ও সার	৪০,০০০

চাষাবাদ খরচ	৬০,০০০	
পরিবহন খরচ	১০,০০০	
কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত	৬,০০০	
(ছ) ভূমি রাজস্ব	২,০০০	
(জ) ভূমি উন্নয়ন কর	৪,০০০	
(ঝ) বীমা প্রিমিয়াম	৫,০০০	
অনুমোদনযোগ্য খরচ		১,২৭,০০০
	কৃষি হতে নীট আয়	৬,৩৮,০০০

করদায় নির্ণয়:

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০+২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূণ্য
মোট আয়ের পরবর্তী ৮৮,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৪,৪০০/-
মোট প্রদেয় আয়কর	৪,৪০০/-

উদাহরণ-৩৩

জনাব আমিনুর রহমান একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত। ২০২৩ সালের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বর্ষে তার আয় ও ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

(ক) তার মাসিক মূল বেতন ১৬,০০০ টাকা; বাড়ি ভাড়া ভাতা বাবদ মাসে পান ৫,০০০ টাকা; আপ্যায়ন ভাতা মাসিক ১,০০০ টাকা; চিকিৎসা ভাতা পান মাসিক ৫০০ টাকা; উৎসব ভাতা হিসাবে ২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পান। অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে তিনি তার মূল বেতনের ১০% জমা করেন। তার নিয়োগকর্তাও সমপরিমাণ অর্থ জমা করেন।

(খ) জনাব আমিনুর রহমানের একটি বাড়ি আছে। এর অর্ধেক মাসিক ১৮,০০০ টাকায় ভাড়া দেয়া হয়, বাকী অর্ধেক তিনি বসবাস করেন। বাড়িটির খরচ নিম্নরূপ:

পৌরকর ১৫,০০০ টাকা; মেরামত ১৮,০০০ টাকা; বীমা খরচ ৪,০০০ টাকা।

(গ) ফসল বিক্রয় ৪০,০০০ টাকা।

(ঘ) ব্যবসা হতে নীট আয় ২,৫৫,০০০ টাকা এবং অগ্রিম কর প্রদানের পরিমান ১২,৫০০ টাকা।

(ঘ) ব্যাংক জমার সুদ ৫০,০০০ টাকা (উৎসে কর কর্তন ৫,০০০ টাকা); লভ্যাংশ হতে আয় ৫০,০০০ টাকা (উৎসে কর কর্তন ৫,০০০ টাকা) ।

সংশ্লিষ্ট বছরে তার ব্যয় ও বিনিয়োগ নিম্নরূপ:

পারিবারিক খরচ ১,০০,০০০ টাকা; জীবন বীমার কিস্তি ৫,০০০ টাকা; শেয়ার ক্রয় ১০,০০০ টাকা; পুস্তক ক্রয় ২,০০০ টাকা এবং ডিপোজিট পেনশন স্কীমে জমা ১০,০০০ টাকা ।

জনাব আমিনুর রহমান এর মোট আয় ও করদায় নির্ণয় করতে হবে নিম্নরূপঃ

১। চাকরি হতে আয়:

(ক) মূল বেতন (১৬,০০০ × ১২)	১,৯২,০০০
(খ) বাড়ি ভাড়া ভাতা (৫,০০০ × ১২)	৬০,০০০
(গ) আপ্যায়ন ভাতা (১,০০০ × ১২)	১২,০০০

(ঘ) চিকিৎসা ভাতা (৫০০ × ১২) ৬,০০০
(ঙ) উৎসব ভাতা (১৬,০০০ × ২) ৩২,০০০
(চ) অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার দান ১৯,২০০
মোট <u>৩,২১,২০০</u>
বাদ: চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা
৪,৫০,০০০ যেটি কম <u>১,০৭,০৬৭</u>
চাকরি হতে আয় ২,১৪,১৩৩

২। ভাড়া হতে আয়:
মোট ভাড়া মূল্য (১৮,০০০ × ১২) ২,১৬,০০০
বাদ- অনুমোদনযোগ্য খরচ
(ক) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
(মোট ভাড়া মূল্যের ২৫%) ৫৪,০০০
(খ) পৌরকর (১৫,০০০ × ১/২) ৭,৫০০
(গ) বীমা খরচ (৪,০০০ × ১/২) <u>২,০০০</u>
<u>৬৩,৫০০</u>
ভাড়া হতে আয় ১,৫২,৫০০

৩। কৃষি হতে আয়:
ফসল বিক্রয় ৪০,০০০
বাদ-উৎপাদন খরচ (ফসল বিক্রয়ের ৪০%) <u>১৬,০০০</u>
কৃষি হতে আয় ২৪,০০০

৪। ব্যবসায় হতে আয়: ২৫৫,০০০

৫। আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়:
(ক) ব্যাংক জমার সুদ ৫০,০০০
(খ) লভ্যাংশ হতে আয় ৫০,০০০
আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় <u>১০০,০০০</u>
মোট আয় ৭,৪৫,৬৩৩

করদায় নির্ণয়:

(১) নিয়মিত উৎসের (চাকুরি হতে আয়, ভাড়া হতে আয়, কৃষি হতে আয় ও ব্যবসা হতে আয়) আয় (৭,৪৫,৬৩৩-১,০০,০০০)= ৬,৪৫,৬৩৩ টাকার উপর প্রযোজ্য আয়কর
মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ০% হারে শূণ্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে ৫,০০০
মোট আয়ের অবশিষ্ট ১,৯৫,৬৩৩ টাকার উপর ১০% হারে <u>১৯,৫৬৩</u>
নিয়মিত উৎসের জন্য করদায় ২৪,৫৬৩

(২) নূন্যতম কর প্রযোজ্য এমন খাত (ব্যাংক সুদ ও লভ্যাংশ আয়) হতে প্রাপ্ত আয় (৭,৪৫,৬৩৩-৬,৪৫,৬৩৩)=১,০০,০০০ টাকার উপর নিয়মিত করদায়

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ০% হারে	শূণ্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০
মোট আয়ের অবশিষ্ট ২,৯৫,৬৩৩ টাকার উপর ১০% হারে	২৯,৫৬৩
৭,৪৫,৬৩৩ টাকার উপর প্রযোজ্য করদায়	৩৪,৫৬৩
বাদ: নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর	২৪,৫৬৩
ব্যাংক সুদ ও লভ্যাংশের উপর নিয়মিত করদায়	১০,০০০

ব্যাংক সুদ ও লভ্যাংশের উপর উৎসে কর্তিত কর ১০,০০০/-, যা নিয়মিত করদায় এর সমান।

ফলে, ধারা ১৬৩ অনুযায়ী ব্যাংক সুদ ও লভ্যাংশ আয়ের জন্য ন্যূনতম কর হবে ১০,০০০/- টাকা।

২০২৩-২০২৪ করবর্ষে জনাব রকিবুল হাসানের মোট আয় হবে
(৬,৪৫,৬৩৩ + ১,০০,০০০) = ৭,৪৫,৬৩৩/- টাকা

এবং করদায় হবে (২৪,৫৬৩+১০,০০০) = ৩৪,৫৬৩/- টাকা।

বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা:

বিনিয়োগের পরিমাণ

(১) জীবন বীমার কিস্তি	৫,০০০
(২) শেয়ার ক্রয়	১০,০০০
(৩) অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে কর্মী ও নিয়োগকর্তার দান (১৯,২০০ × ২)	৩৮,৪০০
(৪) ডিপোজিট পেনশন স্কীমে জমা	১০,০০০
মোট বিনিয়োগ	৬৩,৪০০

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ

(ক) ০.০৩ × ৬,৪৫,৬৩৩ (নূন্যতম করদায় প্রযোজ্য এমন আয় ব্যতীত)	১৯,৩৬৯
(খ) ০.১৫ × ৬৩,৪০০	৯,৫১০
(গ) অনুমোদিত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা	১০,০০,০০০
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]	৯,৫১০

প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয়:

মোট করদায়	৩৪,৫৬৩
বাদ: কর রেয়াত	৯,৫১০
	২৫,০৫৩
বাদ: উৎসে কর্তির কর ও অগ্রিম কর (১০,০০০+১২,৫০০)	২২,৫০০
প্রদেয় করের পরিমাণ	২,৫৫৩

উদাহরণ-৩৪

জনাব মিলু চৌধুরী একটি কোম্পানির জুনিয়ার অফিসার। তিনি মাসিক ২২,০০০ টাকা বেতন পান। তিনি মূল বেতনের ১০% অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে দান করেন। তার ২০২৩ সালের ৩০ শে জুনে সমাপ্ত আয় বৎসরে আয়ের অন্যান্য বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

- মহার্ঘ ভাতা মূল বেতনের ১০% হারে;
- বাৎসরিক বোনাস ২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ, নিয়োগকর্তা তাকে এককক্ষ বিশিষ্ট একটি বাসা দিয়েছে যার বার্ষিক মূল্য ৩৮,০০০ টাকা;
- তিনি তার মালিকানাধীন একটি ভবন হতে বার্ষিক ৩৫,০০০ টাকা ভাড়া পান এবং অপর ভবনে তার এক আত্মীয় বসবাস করেন যার মূল্য আনুমানিক ভাড়া ৬০,০০০ টাকা;
- কৃষি হতে নীট আয় ৮৪,৪৪৪ টাকা;

জনাব মিলু চৌধুরীর মোট আয় ও করদায় বের করুনঃ

১। চাকরি হতে আয়:			
ক) মূল বেতন (২২,০০০ × ১২)	২,৬৪,০০০		
খ) মহার্ঘ ভাতা (২,৬৪,০০০ × ১০%)	২৬,৪০০		
গ) বোনাস (২২,০০০ × ২)	৪৪,০০০		
ঘ) আবাসন সুবিধা (আবাসনের বার্ষিক মূল্য)	৩৮,০০০		
ঙ) অনুমোদিত প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার দান (মূল বেতনের ১০%)	২৬,৪০০		
চাকরি হতে মোট আয়		৩,৯৮,৮০০	
বাদ: চাকরি হতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম		১,৩২,৯৩৩	
		চাকরি হতে আয়	২,৬৫,৮৬৭
২। ভাড়া হতে আয়:			
ক) ১ম ভবন হতে আয়			
বার্ষিক মূল্য (ভাড়া মূল্য)	৩৫,০০০		
বাদ-অনুমোদনযোগ্য খরচ:			
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ২৫% হারে	৮,৭৫০		
		২৬,২৫০	
খ) ২য় ভবন হতে আয়:			
বার্ষিক মূল্য (ভাড়া মূল্য)	৬০,০০০		
বাদ-অনুমোদনযোগ্য খরচ:			
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ২৫% হারে	১৫,০০০		
		৪৫,০০০	

	ভাড়া হতে আয়	৭১,২৫০
৩। কৃষি হতে আয়:		৮৪,৪৪৪
	মোট আয়	৪,২১,৫৬১

করদায় নির্ণয়

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ০% হারে		শূণ্য
মোট আয়ের অবশিষ্ট ৭১,৫৬১ টাকার উপর ৫% হারে		৩,৫৭৮
	মোট করদায়	৩,৫৭৮

প্রদেয় করের পরিমাণ: ৩,৫৭৮ টাকা।

উদাহরণ-৩৫

ডাঃ আরিয়ান ঢাকার একটি বেসরকারী হাসপাতালের একজন চিকিৎসক। ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরে তার আয় ছিল নিম্নরূপ:

ক) মাসিক মূল বেতন ৬০,০০০ টাকা;
খ) মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা ৩০,০০০ টাকা;
গ) মাসিক চিকিৎসা ভাতা ৫,০০০ টাকা;
ঘ) উৎসব বোনাস দুটি মূল বেতনের সমান;

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে আয় বছরে তিনি মাসে ৬,০০০ টাকা জমা দেন। তার নিয়োগকর্তাও সমপরিমাণ চাঁদা জমা দিয়েছেন।

ডাঃ আরিয়ান প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে থাকেন। তিনি প্রতিদিন গড়ে ১০ জন নতুন রোগী ও ৩০ জন পুরাতন রোগী দেখেন। নতুন রোগীর ফি ৯০০ টাকা ও পুরাতন রোগীর ফি ৬০০ টাকা। তিনি বছরে ৩০০ দিন রোগী দেখেন। করদাতা পেশাখাতের জন্য কোন খাতাপত্র সংরক্ষণ করেন না।

তিনি তার মালিকানাধীন বাড়ি থেকে ভাড়া বাবদ বাৎসরিক ৩,৬০,০০০ টাকা পেয়ে থাকেন। পাবলিক লিঃ কোম্পানি থেকে ১০% উৎসে কর কর্তনের পর ১,২১,৫০০ টাকা লভ্যাংশ পান। ইসলামী ব্যাংকের জমার ওপর ১০% উৎসে কর কর্তনের পর মুনাফা পান ২৭,০০০ টাকা।

উক্ত বছরে তার বিনিয়োগ ছিল নিম্নরূপ:
তফসিলি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে মাসিক জমা ৬,০০০ টাকা।
পাবলিক লিঃ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা।
সঞ্চয়পত্র ক্রয় ৩,০০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে তিনি অগ্রিম কর বাবদ ৩,০০,০০০ টাকা প্রদান করেন।

২০২৩-২৪ কর বছরের জন্য ডাঃ আরিয়ানের এর মোট আয় এবং কারদায় নিরূপণ করুন।

মোট আয় নির্ণয়

আয়ের খাত ও বিবরণ

১।	চাকুরি হতে আয়:		
	ক) মূল বেতন (৬০,০০০ × ১২)		৭,২০,০০০
	খ) বাড়ি ভাড়া ভাতা (৩০,০০০ × ১২)		৩,৬০,০০০
	(গ) চিকিৎসা ভাতা (৫,০০০ × ১২)		৬০,০০০
	(ঘ) উৎসব বোনাস (৬০,০০০ × ২)		১,২০,০০০
	(ঙ) অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার দান (৬,০০০×১২)		৭২,০০০
	মোট		১৩,৩২,০০০
	বাদ: চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম		৪,৪৪,০০০
	চাকরি হতে আয়		৮,৮৮,০০০
২।	ভাড়া হতে আয়:		
	মোট ভাড়ামূল্য	৩,৬০,০০০	
	বাদ: মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ -২৫%	৯০,০০০	
	ভাড়া হতে আয়		২,৭০,০০০
৩।	ব্যবসা হতে আয়:		
	রোগী দেখে আয়:		
	নতুন রোগী (৯০০×১০×৩০০)	২৭,০০,০০০	
	পুরাতন রোগী (৬০০×৩০×৩০০)	৫৪,০০,০০০	
		৮১,০০,০০০	
	বাদ: পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট খরচ (১/৩ হিসেবে)	২৭,০০,০০০	
	ব্যবসা হইতে আয়		৫৪,০০,০০০
৪।	আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়:		
	(ক) পাবলিক লিঃ কোম্পানির লভ্যাংশ (১,২১,৫০০÷৯০) × ১০০	১,৩৫,০০০	
	(খ) ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা (২৭,০০০÷৯০) × ১০০	৩০,০০০	
	অন্যান্য উৎস হইতে আয়		১,৪৫,০০০
	মোট আয়		৬৬,৯৩,০০০

করদায় নির্ণয়

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ০% হারে	শূণ্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩০,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর ১৫% হারে	৬০,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর ২০% হারে	১,০০,০০০
মোট আয়ের অবশিষ্ট ৫০,৪৩,০০০ টাকার উপর ২৫% হারে	১২,৬০,৭৫০
মোট করদায়	১৪,৫৫,৭৫০

বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ:

(১) অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে কর্মী ও নিয়োগকর্তার দান (৭২,০০০×২)	১,৪৪,০০০
(২) ডিপোজিট পেনশন স্কিমে জমা (৬,০০০ × ১২)	৭২,০০০
(৩) শেয়ার ক্রয়	৫,০০,০০০
(৪) সঞ্চয়পত্র ক্রয়	৩,০০,০০০
মোট বিনিয়োগ	১০,১৬,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক) ০.০৩ × ৬৬,৯৩,০০০ (মোট আয়)	২,০০,৭৯০
(খ) ০.১৫ × ১০,১৬,০০০ (মোট বিনিয়োগ)	১,৫২,৪০০
(গ) অনুমোদিত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা	১০,০০,০০০
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]	১,৫২,৪০০

প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয়:

মোট করদায়	১৪,৫৫,৭৫০
বাদ: কর রেয়াত	১,৫২,৪০০
প্রদেয় করের পরিমাণ	১৩,০৩,৩৫০
অগ্রিম কর প্রদান	৩,০০,০০০
	১০,০৩,৩৫০
উৎসে কর্তন (১৩,৫০০+৩,০০০)	১৬,৫০০
নীট প্রদেয় কর	৯,৮৬,৮৫০

উদাহরণ-৩৬

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আয় বৎসরে জনাব মোখলেসুর রহমান এর আয়সমূহ ছিল নিম্নরূপ:

ক) তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন এবং মাসিক ৩২,৫০০ টাকা মূল বেতন, চিকিৎসা ভাতা বাবদ মাসিক ৩,০০০ টাকা এবং মাসিক ১৫,০০০ টাকা বাড়ি ভাড়া ভাতা পান।

তিনি তার ২ মাসের মূল বেতনের সমান উৎসব বোনাস পান। তিনি একটি স্বীকৃতিবিহীন ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ী তহবিলে মূল বেতনের ১০% অর্থ জমা করে, যেখানে তার নিয়োগকর্তাও সমপরিমাণ অর্থ জমা দেয়।

ভবিষ্যৎ তহবিলের মোট জমাকৃত অর্থের উপর ১০% প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ এই বৎসর ১২,০০০ টাকা।
তিনি তার মূল বেতনের ১% কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে প্রদান করেছেন।
এই বৎসর তিনি ভ্রমণ ভাতা এবং আপ্যায়ন ভাতা বাবদ যথাক্রমে ২০,০০০ টাকা ও ৪২,০০০ টাকা পেয়েছেন, যার সবকিছুই ব্যয় হয়েছে।

খ) উল্লিখিত অর্থ বৎসরে জনাব মোখলেসুর রহমান নিম্নোক্ত সিকিউরিটি হতে সুদ অর্জন করেন।
(১) ৫০,০০০ টাকা সরকারি সিকিউরিটি থেকে ১২% হারে সুদ প্রাপ্ত হন;
(২) ৮০,০০০ টাকার কোম্পানি ঋণপত্র থেকে ২০% হারে সুদ প্রাপ্ত হন;

গ) ঢাকার আজিমপুরে তার একটি দোতলা বাড়ি রয়েছে। বাড়িটির নীচতলা মাসিক ভাড়া ১৮,০০০ টাকা হলেও তিনি তার ভাইকে ১০,০০০ টাকায় ভাড়া প্রদান করেছেন। জনাব মোখলেসুর রহমান বাড়িটির দোতলায় থাকেন। সম্পূর্ণ বাড়ির জন্য তিনি নিম্নোক্ত ব্যয়সমূহ করেছে: (অ) পৌরকর ১২,০০০ টাকা; (আ) বীমা প্রিমিয়াম ১,০০০ টাকা; (ই) ভূমি রাজস্ব ৫০০ টাকা।

ঘ) উক্ত বৎসরে তিনি ২০,০০০ টাকার আই.সি.বি ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয় করেছেন; তিনি মাসিক ৫০০ টাকা ডিপোজিট পেনশন স্কীমে জমা প্রদান করেন।

২০২৩-২০২৪ কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য জনাব মোখলেসুর রহমানের মোট আয় ও করদায় নির্ণয় করুনঃ

১। চাকরি হইতে আয়:			
(ক) মূল বেতন (৩২,৫০০ × ১২)	-	৩,৯০,০০০	
(খ) চিকিৎসা ভাতা (৩,০০০ × ১২)		৩৬,০০০	
(গ) বাড়ি ভাড়া ভাতা (১৫,০০০ × ১২)		১,৮০,০০০	
(ঘ) বোনাস (৩২,৫০০ × ২)		৬৫,০০০	
(ঙ) ভ্রমণ ভাতা		২০,০০০	
(চ) আপ্যায়ন ভাতা		৪২,০০০	
	চাকরি হতে মোট আয়	৭,৩৩,০০০	
বাদ: চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম		২,৪৪,৩৩৩	
	চাকরি হতে আয়		৪,৮৮,৬৬৭
২। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়:			
(ক) সরকারি সিকিউরিটির সুদ (৫০,০০০ × ১২%)		৬,০০০	
(খ) ঋণপত্রের সুদ (৮০,০০০ × ২০%)		১৬,০০০	
	আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়		২২,০০০

৩। ভাড়া হতে আয়:

প্রাপ্ত ভাড়া (১০,০০০ × ১২)		
বার্ষিক মূল্য (১৮,০০০ × ১২)		
মোট ভাড়ামূল্য (উপরের দুটির মধ্যে যেটি অধিক)	২,১৬,০০০	
বাদ-অনুমোদনযোগ্য খরচসমূহ:		
(ক) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ২৫%	৫৪,০০০	
(খ) পৌরকর (১২,০০০ × ১/২)	৬,০০০	
(গ) বীমা প্রিমিয়াম (১,০০০ × ১/২)	৫০০	
(ঘ) ভূমি রাজস্ব (৫০০ × ১/২)	২৫০	
	ভাড়া হতে আয়	১,৫৫,২৫০
	মোট আয়	৬,৬৫,৯১৭

করদায় নির্ণয়:

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ০% হারে	শূণ্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০
মোট আয়ের অবশিষ্ট ২,১৫,৯১৭ টাকার উপর ১০% হারে	২১,৫৯২
মোট করদায়	২৬,৫৯২

বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা:

বিনিয়োগের পরিমাণ:

(১) কর্মচারী কল্যাণ তহবিল দান (মূল বেতনের ১%)	৩,৯০০
(২) আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয়	২০,০০০
(৩) ডিপোজিট পেনশন স্কীমে জমা (৫০০ × ১২)	৬,০০০
মোট বিনিয়োগ	২৯,৯০০

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক) ০.০৩ × (৬,৬৫,৯১৭ – ২২,০০০) (মোট আয়)	১৯,৩১৮
(খ) ০.১৫ × ২৯,৯০০ (মোট বিনিয়োগ)	৪,৪৮৫
(গ) অনুমোদিত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা	১০,০০,০০০
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]	৪,৪৮৫

প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয়:

মোট করদায়	২৬,৫৯২
বাদ: কর রেয়াত	৪,৪৮৫
প্রদেয় করের পরিমাণ	২২,১০৭

উদাহরণ-৩৭

জনাব মোস্তফা কামাল ঢাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি কোম্পানিতে ২০,০০০-১০০০×১০-৩০,০০০ টাকা বেতন স্কেলে চাকরি করেন। ২০২৩ সালের ৩০ জুন তারিখে তার মূল বেতন ছিল ২৫,০০০ টাকা। তার বেতন বৃদ্ধির তারিখ ১ জানুয়ারি। চিকিৎসা ও আপ্যায়ন ভাতা হিসেবে তিনি মাসিক ৩,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। উৎসব বোনাস হিসেবে তিনি দুই ঈদে এক মাসের মূল বেতনের সমান একটি করে দুইটি বোনাস পান। জনাব মোস্তফা কামালকে থাকার জন্য একটি সুসজ্জিত বাড়ি দেয়া হয় যার মোট ভাড়ামূল্য ৯৬,০০০ টাকা। তাকে পূর্ণকালীন ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি গাড়িও প্রদান করা হয়। তিনি তার মূল বেতনের ১০% অনুমোদিত ভবিষ্যত তহবিলে জমা দেন। তাঁর নিয়োগকর্তাও সমপরিমাণ অর্থ উক্ত তহবিলে প্রদান করেন। উক্ত বছরে তাঁর বিনিয়োগ ও খরচসমূহ নিম্নরূপ ছিল–

- পারিবারিক ব্যয় ২,০০,০০০ টাকা;
- বিমা সেলামী (পলিসির মূল্য ৪,০০,০০০ টাকা) ৫০,০০০ টাকা;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার ক্রয় ৩০,০০০ টাকা;
- অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।

জনাব মোস্তফা কামালের ২০২২-২০২৩ আয় বর্ষের জন্য মোট আয় ও করদায় নির্ণয় করুন:

<u>বেতন খাতে মোট আয় নির্ণয়</u>

মূল বেতন:		
জুলাই-২০ থেকে ডিসেম্বর-২০ (২৫,০০০–১,০০০)×৬	১,৪৪,০০০	
জানুয়ারী-২১ থেকে জুন-২১ (২৫,০০০×৬)	১,৫০,০০০	২,৯৪,০০০
চিকিৎসা ভাতা (৩,০০০×১২)		৩৬,০০০
আপ্যায়ন ভাতা (২,০০০×১২)		২৪,০০০
উৎসব বোনাস (২৪,০০০×২)		৪৮,০০০
বাসস্থান সুবিধা		৯৬,০০০
যানবাহন সুবিধা (মাসিক ১০,০০০ টাকা হিসেবে)		১,২০,০০০
অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগ কর্তার দান (২,৯৪,০০০×১০%)		২৯,৪০০
চাকরি হতে মোট আয়		৬,৪৭,৪০০
বাদ: চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম		২,১৫,৮০০
	চাকরি হতে আয়	৪,৩১,৬০০

<u>করদায় নির্ণয়</u>

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ০% হারে		শূণ্য
মোট আয়ের অবশিষ্ট ৮১,৬০০ টাকার উপর ৫% হারে		৪,০৮০
	মোট করদায়	৪,০৮০

<u>বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা:</u>

বিনিয়োগের পরিমাণ:

(১) জীবন বিমার প্রিমিয়াম	৪০,০০০
(২) তালিকাভুক্ত কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়	৩০,০০০
(৩) অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তা ও কর্মীর দান (২৯,৪০০×২)	৫৮,৮০০
মোট বিনিয়োগ	১,২৮,৮০০

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক) ০.০৩ × ৪,৩১,৬০০ (মোট আয়)	১২,৯৪৮
(খ) ০.১৫ × ১,২৮,৮০০ (মোট বিনিয়োগ)	১৯,৩২০
(গ) অনুমোদিত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা	১০,০০,০০০
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]	১২,৯৪৮

প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয়:

মোট করদায়	৪,০৮০/-
বাদ: কর রেয়াত	১২,৯৪৮/-
প্রদেয় করের পরিমাণ (নূন্যতম)	৫,০০০/-

উদাহরণ-৩৮

জনাব মনসুর একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। ২০২২-২৩ আয়বর্ষে তার ভাড়া হতে আয় খাতের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

তার ঢাকায় একটি ৫ তলা বাড়ি আছে। প্রতি তলায় মোট ২টি করে ফ্ল্যাট আছে। প্রতিটি ফ্ল্যাট মাসিক ১৫,০০০ টাকায় ভাড়া দেয়া আছে:

- অগ্রিম ভাড়া বাবদ উনি ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ৫০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন;
- বাড়ি বন্ধক রেখে তিনি ১০% সুদে ব্যাংক থেকে ২৫,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং উক্ত ঋণের সুদ বাবদ তিনি বাৎসরিক ২,৫০,০০০ টাকা পরিশোধ করেন;
- উক্ত বাড়ির ২টি ফ্ল্যাট ৩ মাস সম্পূর্ণ খালি ছিল;
- বাড়িটির বীমা প্রিমিয়াম বাবদ তিনি ৭,০০০ টাকা প্রদান করেন;
- মিউনিসিপ্যালটি কর বাবদ তিনি ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন;
- বাড়িটির পৌর মূল্য বাৎসরিক ১২,০০,০০০ টাকা;

উপরোক্ত তথ্য থেকে ভাড়া হতে আয় ও কর দায় নির্ধারণ করুন।

ভাড়া হতে আয়:

প্রকৃত ভাড়া (১৫,০০০ × ২ × ৫ × ১২) = ১৮,০০,০০০

পৌর মূল্য (১০,০০০ × ২ × ৫ × ১২) = ১২,০০,০০০

সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য (উপরোক্ত দুটির মধ্যে যেটি অধিক)	১৮,০০,০০০	
যোগ: অগ্রিম ভাড়া	৫০,০০০	১৮,৫০,০০০

বাদ: শূন্যতা ভাতা (১৫,০০০ × ২ × ৩)		৯০,০০০
মোট ভাড়ামূল্য		১৭,৬০,০০০
অনুমোদনযোগ্য খরচসমূহ		
১) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচসমূহ (মোট ভাড়ামূল্যের ২৫%)	৪,৪০,০০০	
২) মিউনিসিপ্যালটি কর	১০,০০০	
৩) বীমা প্রিমিয়াম	৭,০০০	
৪) ঋণের সুদ	২,৫০,০০০	
মোট অনুমোদনযোগ্য খরচসমূহ		৭,০৭,০০০
	ভাড়া হতে আয়	১০,৫৩,০০০

করদায় নিম্নরূপ:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	-	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০
অবশিষ্ট ৩,০৩,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%	৪৫,৪৫০
	প্রদেয় আয়কর	৮০,৪৫০

উদাহরণ-৩৯

জনাব মাসুদ আলম একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি একটি কোম্পানিতে ২০,০০০ টাকা মাসিক বেতনে চাকুরি করতেন। ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ হতে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। তিনি অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিল থেকে ১,৫০,০০০ টাকা পান। নিয়োগকর্তা তাকে হ্রাসকৃত হারে আবাসন সুবিধা দিয়েছিলেন (উক্ত আবাসনের বার্ষিকমূল্য ৬০,০০০ টাকা হলেও তার বেতন থেকে মাসিক ২৪,০০০ টাকা কর্তন করা হতো)। এছাড়া যাতায়াত ভাতা বাবদ মাসে ৩,০০০ টাকা পেতেন। জনাব মাসুদ আলম এর সিলেট শহরে একটি বাড়ি রয়েছে যার অর্ধেক মাসে ২,৫০০ টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বাড়ির অন্য অংশে তার মেয়ে ফারজানা আইন চেম্বার হিসেবে ব্যবহার করেন। বাড়িটির সিটি কর্পোরেশন কর ৬,০০০ টাকা এবং ভূমি কর ২,০০০ টাকা।
এছাড়া তার অন্যান্য আয় নিম্নরূপ:

(ক) পাবলিক লিঃ কোম্পানির লভ্যাংশ ৫৪,৯০০ টাকা;
(খ) অংশীদারি কারবার হতে আয় ৮০,০০০ টাকা;
(গ) মেয়াদপূর্তিতে জীবন বীমার অর্থ প্রাপ্তি ২,০০,০০০ টাকা।

সংশ্লিষ্ট কর বর্ষে তার বিনিয়োগ ও ব্যয়সমূহ নিম্নরূপ ছিল:
(ক) জীবন বীমার প্রিমিয়াম ২০,০০০ টাকা;
(খ) পারিবারিক খরচ ১,৬০,০০০ টাকা;

(গ) সরকারের যাকাত তহবিলে দান ৬,০০০ টাকা।

জনাব হামিদুর রহমান এর করযোগ্য দান ও দান কর নির্ণয় করুন।

<u>মোট আয় নির্ণয়</u>

১। চাকরি হতে আয়:		
(ক) মূল বেতন (২০,০০০ × ৯)		১,৮০,০০০
(খ) চাকুরি হতে অব্যাহতির ক্ষতিপূরণ		৩,০০,০০০
(গ) আবাসন সুবিধা: (৬০,০০০-২৪,০০০)		৩৬,০০০
(ঘ) যাতায়াত ভাতা (৩,০০০ × ৯)		২৭,০০০
চাকরি হতে মোট আয়		৫,৪৩,০০০
বাদ: চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম		১,৮১,০০০
	চাকরি হতে আয়	৩,৬২,০০০
২। ভাড়া হতে আয়:		
(ক) ভাড়া দেয়া অংশ হতে আয়:		
বার্ষিক মূল্য (প্রাপ্ত ভাড়া)	৩০,০০০	
বাদ-অনুমোদনযোগ্য খরচ:		
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (৩০,০০০ × ২৫%)	৭,৫০০	
সিটি কর্পোরেশন কর (৬,০০০/২)	৩,০০০	
ভূমি কর (২,০০০/২)	১,০০০	
	১১,৫০০	
		১৮,৫০০
(খ) মেয়ে কর্তৃক ব্যবহৃত অংশ হতে আয়:		
বার্ষিক মূল্য (প্রাপ্ত ভাড়া)	৩০,০০০	
বাদ-অনুমোদনযোগ্য খরচ:		
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (৩০,০০০ × ৩০%)	৯,০০০	
২. সিটি কর্পোরেশন কর (৬,০০০ ÷ ২)	৩,০০০	
৩. ভূমি কর (২,০০০ ÷ ২)	১,০০০	
	১৩,০০০	
		১৭,০০০
ভাড়া হতে আয়		৩৫,৫০০
৩। ব্যবসা হতে আয়:		
অংশীদারী কারবারের আয়		৮০,০০০
৪। আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়:		
(ক) পাবলিক লিঃ কোম্পানির লভ্যাংশ (৫৪,৯০০/৯০)× ১০০		৬১,০০০

(খ) মেয়াদ পূর্তিতে জীবন বীমার অর্থ প্রাপ্তি		২,০০,০০০
	মোট আয়	৭,৩৮,৫০০

করদায় নির্ণয়:

মোট আয়ের প্রথম ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	শূন্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর	৫%	৫,০০০
মোট আয়ের অবশিষ্ট ১,৪৪,৫০০ টাকার উপর	১০%	১,৩৮,৫০০
	মোট করদায়	১৮,৮৫০

বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা:

বিনিয়োগের পরিমাণ

(১) জীবন বীমার প্রিমিয়াম		২০,০০০
(২) সরকারি যাকাত ফান্ডে দান		৬,০০০
	মোট বিনিয়োগ	২৬,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ

(ক) ০.০৩ × ৭,৩৮,৫০০ (মোট আয়)	২২,১৫৫
(খ) ০.১৫ × ২৬,০০০ (মোট বিনিয়োগ)	৩,৯০০
(গ) অনুমোদিত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা	১০,০০,০০০
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]	১,৬৫০

প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয়:

মোট করদায়		১৮,৮৫০
বাদ: কর রেয়াত		৩,৯০০
		১৪,৯৫০
বাদ: উৎসে কর		৬,১০০
	প্রদেয় করের পরিমাণ	৮,৮৫০

উদাহরণ-৪০

জনাব এহসানুল হক একজন সরকারী কর্মকর্তা। তিনি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত আয় প্রাপ্ত হয়েছেন।

চাকুরি হতে আয়

(ক) মাসিক মূল বেতন ৩৪,৫০০ টাকা;
(খ) মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৫০%;
(গ) উৎসব বোনাস ২ মাসের মূল বেতনের সমান;
(ঘ) শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ৩৪,৫০০ টাকা;

(ঙ) তিনি সার্বক্ষণিক সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন;

(চ) অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে মাসে ৫,০০০ টাকা করে কর্তন করেন।

ভাড়া হতে আয়

জনাব এহসানুল হক ১ বছর পূর্বে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন। নিজের সঞ্চয় ও ব্যাংক হতে বার্ষিক ১৫% হারে সরল সুদে ২০,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তিনি ৭,২০,০০০ টাকা বাড়ি ভাড়া পেয়েছেন।

অন্যান্য তথ্য

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তিনি তার পিতার নিকট থেকে ৪,০০,০০,০০০ টাকা মূল্যের একটি জমি উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হন। বিবেচ্য করবর্ষে তাঁর নীট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৫,২৫,৫০,০০০ টাকা।

করদাতা জনাব এহসানুল হক এর ২০২৩-২০২৪ কর বৎসরের মোট আয় ও প্রদেয় কর দায় নিরূপণ করুন।

মোট আয় নির্ণয়

১। চাকরি হতে আয়:		
(ক) মূল বেতন (৩৪,৫০০ × ১২)		৪,১৪,০০০
(গ) উৎসব বোনাস (৩৪,৫০০ × ২)		৬৯,০০০
	চাকরি হতে আয়	৪,৮৩,০০০
২। ভাড়া হতে আয়:		
ভাড়া দেয়া অংশ হতে আয়:	৭,২০,০০০	
বার্ষিক মূল্য (প্রাপ্ত ভাড়া)	১,৮০,০০০	
বাদ-অনুমোদনযোগ্য খরচ:		
ঋণের সুদ (২০,০০,০০০ × ১৫%)	৩,০০,০০০	
	ভাড়া হতে আয়	২,৪০,০০০
	মোট আয়	৭,২৩,০০০

করদায় নির্ণয়

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	শূন্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর	৫%	৫,০০০
মোট আয়ের অবশিষ্ট ২,৭৩,০০০ টাকার উপর	১০%	২৭,৩০০
	মোট করদায়	৩২,৩০০

বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ:		
অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা (৫,০০০×১২)		৬০,০০০
	মোট বিনিয়োগ	৬০,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক) ০.০৩ × ৭,২৩,০০০ (মোট আয়)	২১,৬৯০
(খ) ০.১৫ × ৬০,০০০ (মোট বিনিয়োগ)	৯,০০০
(গ) অনুমোদিত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা	১০,০০,০০০
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]	৯,০০০

প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয়:

মোট করদায়	৩২,৩০০
বাদ: কর রেয়াত	৯,০০০
প্রদেয় করের পরিমাণ	২৩,৩০০
সারচার্জ ১০%	২,৩৩০
নীট প্রদেয় কর	২৫,৬৩০

উদাহরণ-৪১

মিসেস ফারজানা ইয়াসমীন একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত একজন চাকুরীজীবি। তিনি ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে নিম্নবর্ণিত আয় পেয়েছেন:

চাকুরি হতে আয়

(ক) মূল বেতন মাসিক ৫০,০০০ টাকা
(খ) মহার্ঘ ভাতা মূল বেতনের ১০%
(গ) বাড়িভাড়া ভাতা মাসিক ২৫,০০০ টাকা
(ঘ) আপ্যায়ন ভাতা ২৫,০০০ টাকা
(ঙ) উৎসব বোনাস ২ মাসের মূল বেতনের সমান

ইহাছাড়া তিনি ২ মাসের মাতৃত্বজনিত ছুটি ও ৩০,০০০ টাকা মাতৃত্বভাতা পাইয়াছেন। তিনি কোম্পানির ১৫০০ সিসির একটি গাড়ি ব্যবহার করেন।

ভাড়া হতে আয়

তিনি তার উত্তরার বাড়িটি একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নিকট মাসিক ৫০,০০০ টাকা হারে ভাড়া দিয়াছেন। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে খরচ করেছেন ২,০০,০০০ টাকা এবং গৃহ নির্মাণ ঋণের বার্ষিক সুদের পরিমাণ দাবী করিয়াছেন ১,০০,০০০ টাকা।

কৃষি হতে আয়

তার কৃষি হতে নীট আয় ২৫,০০০ টাকা।

আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়

সঞ্চয়ী হিসাবে সঞ্চিত টাকার বৎসরান্তে সুদ পেয়েছেন (উৎসে কর্তনের পর) ১৭,৫০০ টাকা এবং বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রের সুদ পেয়েছেন ৮০,০০০ টাকা (উৎসে কর্তন ৪,০০০ টাকা)। করদাতা মিসেস ফারজানা ইয়াসমীনের ২০২৩-২০২৪ কর বৎসরের মোট আয় ও প্রদেয় কর দায় নিরূপণ করুন:

১। চাকরি হতে আয়:			
(ক) মূল বেতন- (৫০,০০০ × ১২)			৬,০০,০০০
(খ) বাড়ী ভাড়া ভাতা (২৫,০০০ × ১২)			৩,০০,০০০
(গ) উৎসব বোনাস (৫০,০০০ × ২)			১,০০,০০০
(ঘ) গাড়ি সুবিধা (মাসিক ১০,০০০ হিসেবে)			১,২০,০০০
(ঙ) মাতৃত্বভাতা			৩০,০০০
	চাকরি হতে মোট আয়		১১,৫০,০০০
	বাদ: চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম		৩,৮৩,৩৩৩
		চাকরি হতে আয়	৭,৬৬,৬৬৭
২। ভাড়া হতে আয়:			
ভাড়া দেয়া অংশ হতে আয়:			
বার্ষিক মূল্য (প্রাপ্ত ভাড়া) (৫০,০০০ × ১২)		৬,০০,০০০	
বাদ: অনুমোদনযোগ্য খরচ ৩০% হারে		১,৮০,০০০	
		৪,২০,০০০	
বাদ: ঋণের সুদ		১,০০,০০০	
		ভাড়া হতে আয়	৩,২০,০০০
৩। কৃষি হতে আয়:			
		কৃষি হতে আয়	২৫,০০০
৪। আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়:			
(ক) ব্যাংক সুদ (১৭,৫০০ ÷ ৯০) × ১০০		১৯,৪৪৪	
(খ) সঞ্চয়পত্রের সুদ		৮০,০০০	
	আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়		৯৯,৪৪৪
		মোট আয়	১২,১১,১১১

<u>করদায় নির্ণয়</u>

(১) সঞ্চয়পত্রের সুদ ও ব্যাংক সুদ ব্যতীত (১২,১১,১১১–৯৯,৪৪৪)= ১১,১১,৬৬৭		
মোট আয়ের প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	শূন্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর	৫%	৫,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর	১০%	৩০,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৩,১১,৬৬৭ টাকার উপর	১৫%	৪৬,৭৫০
নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর করদায়		৮১,৭৫০

(২) ব্যাংক সুদ ১৯,৪৪৪ টাকা (নূন্যতম করদায়) ও নিয়মিত উৎসের আয় ১১,১১,৬৬৭ টাকার সমষ্টি ১১,৩১,১১১ এর উপর করদায়		
মোট আয়ের প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	শূন্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর	৫%	৫,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর	১০%	৩০,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৩,৩১,১১১ টাকার উপর	১৫%	৪৯,৬৬৭
১১,৩১,১১১ এর উপর করদায়		৮৪,৬৬৭
বাদ: নিয়মিত উৎসের উপর প্রযোজ্য আয়কর		৮১,৭৫০
ব্যাংক সুদ ১৯,৪৪৪ টাকার উপর নিয়মিত করদায়		২,৯১৭
আয়কর আইনের ১৬৩ ধারা অনুযায়ী ব্যাংক সুদের উপর উৎসে কর্তিত কর ১,৯৪৪ টাকা অপেক্ষা নিয়মিত করদায় বেশি বিধায় ২,৯১৭ টাকা নূন্যতম করদায় হিসেবে বিবেচ্য		
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় ৮০,০০০ টাকার উপর প্রযোজ্য আয়কর		৪,০০০

মোট করদায় (৮১,৭৫০+২,৯১৭+৪,০০০)=৮৮,৬৬৭ টাকা

প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয়:

মোট করদায়	৮৮,৬৬৭
বাদ: উৎসে কর (৪,০০০+১,৯৪৪)	৫,৯৪৪
নীট প্রদেয় কর	৮২,৭২৩

উদাহরণ-৪২

জনাব হাফিজুল একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তিনি নিম্নরূপ বেতন ও ভাতাদি পেয়েছেন:

ক) মূল মাসিক বেতন	১৯,৩০০
খ) ২ টি উৎসব বোনাস (১৯,৩০০ × ২)	৩৮,৬০০
গ) চিকিৎসা ভাতা	৫০০
ঘ) আপ্যয়ন ভাতা	৩০০
ঙ) বাড়ী ভাড়া ভাতা	৭,৭২০
চ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগ কর্তার চাঁদা	২৪,০০০

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি অফিস হতে একটি ১৫০০সিসি গাড়ি বরাদ্দ পেয়েছেন। এছাড়া কৃষি খাতে ১০,০০০ টাকা, আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৩৫,০০০

টাকা, সঞ্চয় পত্র থেকে সুদ প্রাপ্তি ৩০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ খাতে ১০,০০০ টাকা আয় রয়েছে। লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। জনাব হাফিজুল একটি দ্বিতল গৃহের মালিক। নীচতলা মাসিক ৬০,০০০ টাকা (ষাট হাজার) টাকা ভাড়ায় প্রদত্ত। দোতলা স্ব-নিবাস হিসেবে ব্যবহৃত। গৃহ-সম্পত্তিটি নির্মাণে ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণের বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে তিনি ১,৫০,০০০ টাকা সুদ পরিশোধ করেছেন। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে তাঁর নীট সম্পদের পরিমাণ ২,৫০,০০,০০০ টাকা। সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে ১,০০,০০০ টাকা, কম্পিউটার ক্রয়ে ১,৫০,০০০ টাকা এবং জীবন বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ১,০০,০০০ টাকার বিনিয়োগ রয়েছে।

উপরিউক্ত তথ্যাবলী হতে জনাব হাফিজুলের ২০২৩-২৪ কর বর্ষের মোট আয় এবং প্রদেয় কর নিরূপণ করুন।

১। চাকরি হতে আয়:		
(ক) মূল মাসিক বেতন (১৯,৩০০ × ১২)		২,৩১,৬০০
(খ) ২ টি উৎসব বোনাস (১৯,৩০০ × ২)		৩৮,৬০০
(গ) চিকিৎসা ভাতা (৫০০ × ১২)		৬,০০০
(ঘ) আপ্যয়ন ভাতা (৩০০ × ১২)		৩,৬০০
(ঙ) বাড়ী ভাড়া ভাতা (৭,৭২০ × ১২)		৯২,৬৪০
(চ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগ কর্তার চাঁদা		২৪,০০০
(ছ) গাড়ি ব্যবহার জনিত সুবিধা (১০,০০০×১২)		১,২০,০০০
চাকরি হতে মোট আয়		৫,১৬,৪৪০
বাদ: চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম		১,৭২,১৪৬
	চাকরি হতে আয়	৩,৪৪,২৯৪
২। ভাড়া হতে আয়:		
মাসিক নীচ তলা মাসিক ভাড়া (৬০,০০০ × ১২)	৭,২০,০০০	
বাদ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ২৫% (আবাসিক)	১,৮০,০০০	
বাদ: ঋণের সুদ ১,৫০,০০০ এর ১/২ (স্বনিবাস অংশ বাদ যাবে)	৭৫,০০০	
	ভাড়া হতে আয়	৪,৬৫,০০০
৩। কৃষি খাতে আয়:		
কৃষি খাতে মোট আয়	১০,০০০	
বাদ অনুমোদিত খরচ ৪০%	৪,০০০	
	কৃষি খাতে আয়	৬,০০০
৪। আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়:		
(ক) আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট হতে লভ্যাংশ	১,৩৫,০০০	
(খ) ব্যাংক সুদ আয়	১০,০০০	
	আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়	১,৪৫,০০০
	মোট আয়	৯,৬০,২৯৪

করদায় নির্ণয়

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	শূন্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর	৫%	৫,০০০
মোট আয়ের পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর	১০%	৩০,০০০
মোট আয়ের অবশিষ্ট ২,১০,২৯৪ টাকার উপর	১৫%	৩১,৫৪৪
	মোট করদায়	৬৬,৫৪৪

বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ

(ক) সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	১,০০,০০০
(খ) জীবন বীমার প্রিমিয়াম	১,০০,০০০
(গ) স্বীকৃত ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা (২৪০০০ × ২)	৪৮,০০০
মোট বিনিয়োগ	২,৪৮,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ

(ক) ০.০৩ × ৮,১৫,২৯৪ (মোট আয়)	২৪,৪৫৯
(খ) ০.১৫ × ২,৪৮,০০০ (মোট বিনিয়োগ)	৩৭,২০০
(গ) অনুমোদিত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা	১০,০০,০০০
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]	২৪,৪৫৯

প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয়:

মোট করদায়	৬৬,৫৪৪
বাদ: কর রেয়াত	২৪,৪৫৯
প্রদেয় করের পরিমাণ	৪২,০৮৫

উদাহরণ-৪৩

জনাব মাশুকুর রহমান প্রাইভেট ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা। তিনি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নরূপ আয় প্রাপ্ত হয়েছেন:

বেতন আয়:

(ক) মাসিক মূল বেতন- ৩২,০০০ টাকা; (খ) মাসিক বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তি- ২১,০০০ টাকা; (গ) উৎসব ভাতা- ০২ (দুই) মাসের মূল বেতন; (ঘ) যাতায়াত ভাতা মাসিক- ৪,০০০ টাকা।

বাড়ী ভাড়া আয়:

জনাব মাশুকুর রহমান পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া থেকে মাসিক ১৭,৫০০ টাকা বাড়ী ভাড়া প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত বাড়ী নির্মাণে গৃহিত ঋণের সুদ বাবদ ৩০,০০০ টাকা; পৌরকর বাবদ ৬,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন।

আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়:

(ক) ব্যাংক সুদ আয়:	৪৬,১২৮ টাকা
(খ) ডিভিডেন্ট আয়:	৪০,০০০ টাকা

অন্যান্য তথ্য

জনাব মাশুকুর রহমানের বেতন আয় থেকে প্রতিমাসে ৩,০০০ টাকার প্রভিডেন্টে ফান্ডে কর্তন করা হয়েছে এবং নিয়োগকারী সমপরিমাণ অর্থ প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা দিয়েছেন। তাঁর বেতন থেকে ৯,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ থেকে ৪,৬১৩ টাকা কর্তন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে তাঁর নীট সম্পদের পরিমাণ ২,২৫,০০,০০০ টাকা।

২০২৩-২৪ কর বর্ষে জনাব মাশুকুর রহমানের মোট আয় ও প্রদেয় করদায় নিরূপণ করুন।

মোট আয় ও প্রদেয় কর নির্নয়

(১) চাকরি হতে আয়:		
ক) মূল মাসিক বেতন (৩২,০০০ × ১২)		৩,৮৪,০০০
খ) উৎসব ভাতা (৩২,০০০ × ২)		৬৪,০০০
গ) বাড়ী ভাড়া (২১,০০০ × ১২)		২,৫২,০০০
ঘ) যাতায়াত ভাতা (৪,০০০ × ১২)		৪৮,০০০
ঙ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগ কর্তার চাঁদা		৩৬,০০০
চাকরি হতে মোট আয়		৭,৮৪,০০০
বাদ: চাকরি হতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম		২,৬১,৩৩৩
চাকরি হতে আয়		৫,২২,৬৬৭
(২) ভাড়া হতে আয়:		
মোট ভাড়া (১৭,৫০০ × ১২)	২,১০,০০০	
বাদ: মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ২৫%	৫২,৫০০	
বাদ: ঋনের সুদ	৩০,০০০	
বাদ: পৌর কর	৬,০০০	১,২১,৫০০
(৩) আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়:		
ক) ব্যাংক সুদ আয়	৪৬,১২৮	
(খ) ডিভিডেন্ট হতে আয়	৪০,০০০	৮৬,১২৮
		৭,৩০,২৯৫

করদায় নির্ণয়

মোট আয়ের প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	শূন্য
মোট আয়ের পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর	৫%	৫,০০০

মোট আয়ের অবশিষ্ট ২,৮০,২৯৫ টাকার উপর	১০%	২৮,০৩০
	মোট করদায়	৩৩,০৩০

<u>বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা</u>

বিনিয়োগের পরিমাণ

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (৩৬,০০০ × ২)	<u>৭২,০০০</u>
মোট বিনিয়োগ	৭২,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ

(ক) ০.০৩ × ৬,৪৪,১৬৭ (মোট আয়)	১৯,৩২৫
(খ) ০.১৫ × ৭২,০০০ (মোট বিনিয়োগ)	১০,৮০০
(গ) অনুমোদিত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা	১০,০০,০০০
[(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]	২০,৯১৯

<u>প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ণয়:</u>

মোট করদায়		৩৩,০৩০
বাদ: কর রেয়াত		<u>১০,৮০০</u>
প্রদেয় করের পরিমাণ		২২,২৩০
পরিশোধিত কর:		
উৎসে কর কর্তন বেতন	৯,০০০	
ব্যাংক সুদ হতে কর্তন	৪,৬১৩	
		<u>১৩,৬১৩</u>
নীট প্রদেয় কর		৮,৬১৭

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

আইনগত প্রতিনিধি [ধারা-২(৯)]

আইনগত প্রতিনিধি অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর section 2 এর clause (11) এ সংজ্ঞায়িত কোনো আইনগত প্রতিনিধি।

আত্মীয় [ধারা-২(১০)]

আত্মীয় অর্থ কোনো ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন বা বংশানুক্রমিক পূর্বসূরি বা উত্তরসূরি।

আয়বর্ষ [ধারা-২(১৫)]

আয়বর্ষ অর্থ করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থবৎসর। এছাড়াও নিম্নোক্ত সময়কাল আয়বর্ষ এর অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) কোনো ব্যবসা প্রথম শুরুর তারিখ হইতে পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;

(খ) নূতনভাবে কোনো আয়ের উদ্ভব ঘটিলে যে তারিখ হইতে তাহা শুরু হইয়াছে সেই তারিখ হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;

(গ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া কোনো ব্যবসা সমাপ্তির তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, অনিগমিত কোনো সংস্থার বিলুপ্তি বা কোনো কোম্পানির অবসানের তারিখ পর্যন্ত সময়;

(ঘ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সময়;

(ঙ) অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখ হইতে উক্ত অনিগমিত সংস্থার অপর কোনো অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ;

(চ) কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা তার কোনো সহযোগী সংগঠনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী ১২ (বারো) মাস।

কর [ধারা-২(২১)]

কর অর্থ আয়ের উপর প্রদেয় কর, এবং যেকোনো অতিরিক্ত কর, অতিরিক্ত মুনাফা কর, দণ্ড কর, সুপার কর, জরিমানা, সুদ, ফি অথবা আয়কর আইনের অধীন অন্যবিধ আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য অর্থ।

করদাতা [ধারা-২(২২)]

করদাতা অর্থ করারোপযোগ্য অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তি। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও করদাতার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:

(ক) আয়কর আইনের অধীন কোনো কর বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;

(খ) এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি-

 (অ) যাহার আয়, অথবা যাহার আয়ের সহিত অন্য কোনো ব্যক্তির আয় নির্ধারণযোগ্য; অথবা

 (আ) যাহার বা অপর ব্যক্তির প্রাপ্য পাওনা নির্ধারণের জন্য আয়কর আইনের অধীন কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে;

(গ) যাহাকে ন্যূনতম কর পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) কোনো রিটার্ন, দলিল বা বিবরণী দাখিলে বা তথ্য প্রদানে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;

(ঙ) কর নির্ধারণে ইচ্ছুক এবং রিটার্ন দাখিলকারী কোনো ব্যক্তি;

(চ) আয়কর আইনের কোনো বিধানের অধীন করদাতা বা খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য কোনো ব্যক্তি;

(ছ) যাহার বিরুদ্ধে আয়কর আইনের অধীন কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা হইয়াছে;

করবর্ষ [ধারা-২(২৪)]

করবর্ষ অর্থ প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া ১২ (বারো) মাস মেয়াদ এবং আয়কর আইনের বিধানাবলির অধীন করবর্ষ হিসাবে গণ্য কোনো মেয়াদ।

কর অব্যাহতি [ধারা-২(২৬)]

কর অব্যাহতি অর্থ কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আয়কর আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো করদায় হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ মুক্ত করা, যথা:-

 (ক) রেয়াত, অবকাশ, অব্যাহতি;

 (খ) হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধ; বা

 (গ) মোট আয় পরিগণনা হইতে কোনো আয় বাদ দেয়া।

করমুক্ত সীমা [ধারা-২(২৭)]

করমুক্ত সীমা অর্থ মোট আয়ের কোনো সীমা যাহা শূন্য করহার বিশিষ্ট।

খেলাপি করদাতা [ধারা-২(৩২)]
খেলাপি করদাতা অর্থ-

(ক) কোনো ব্যক্তি যিনি আয়কর আইনানুযায়ী কোনো কর পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন; বা

(খ) কোনো ব্যক্তি যিনি আয়কর আইনানুযায়ী খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

গণকর্মচারী [ধারা-২(৩৪)]
গণকর্মচারী অর্থ Penal Code 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো গণকর্মচারী।

চাকরি [ধারা-২(৩৫)]
চাকরি অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) কোনো পদ যাহাতে নিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা, সময় সময়, নির্ধারিতব্য পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকারী;

(খ) কোনো পরিচালক পদ বা কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো পদ;

(গ) সরকারি অফিসের কোনো পদের দায়িত্বে থাকা বা কার্য করা।

নিবাসী [ধারা-২(৪৫)] (স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে)
স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিবাসী অর্থ কোনো আয়বর্ষে-

(ক) যিনি নিম্নবর্ণিত সময়ব্যাপী বাংলাদেশে অবস্থান করেছেন-

(অ) ধারাবাহিকভাবে অথবা উক্ত বর্ষে সমষ্টিগতভাবে ন্যূনতম ১৮৩ (একশত তিরাশি) বা ততোধিক দিন; বা

(আ) উক্ত বর্ষে ধারাবাহিকভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সর্বমোট ৯০ (নব্বই) দিন বা ততোধিক দিন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে মোট ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) অথবা ততোধিক দিন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি [ধারা-২(৫৬)]
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ এর অধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি।

বার্ষিক মূল্য [ধারা-২(৬২)]
বার্ষিক মূল্য অর্থ কোনো সম্পত্তি ভাড়ার ক্ষেত্রে-

(ক) বৎসরান্তে সম্পত্তির যুক্তিসংগত ভাড়া; বা

(খ) যেইক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ ক্রমিক (ক) অনুযায়ী নিরূপিত অঙ্কের অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়া।

বোর্ড [ধারা-২(৬৮)]

বোর্ড অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President's Order No. 76 of 1972) এর article 3 এর clause (1) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

ব্যক্তি [ধারা-২(৬৯)]

ব্যক্তি অর্থে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ট্রাস্ট, তহবিল ও কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ব্যবসা [ধারা-২(৭০)]

ব্যবসা অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;

(খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;

(গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা

(ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি।

ব্যাংক ট্রান্সফার [ধারা-২(৭২)]

ব্যাংক ট্রান্সফার অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) ব্যাংকের এক হিসাব হইতে অন্য হিসাবে ক্রসড চেক বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো পন্থায় অর্থের স্থানান্তর;

(খ) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে এক হিসাব হইতে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তর;

(গ) চালানের মাধ্যমে সরকার বা সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি, চার্জ, শুল্ক-করাদি বা অন্য কোনো অর্থ সরকার বা সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষের অনুকূলে পরিশোধ।

মূলধনি পরিসম্পদ [ধারা-২(৭৭)]

মূলধনি পরিসম্পদ অর্থ-

(ক) কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তি;

(খ) কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) সামগ্রিকভাবে বা ইউনিট হিসাবে;

(গ) কোনো শেয়ার বা স্টক,

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ মূলধনি পরিসম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(অ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ, ভোগ্য পণ্য বা কাঁচামাল;

(আ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন- অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে অন্তর্ভুক্ত

পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র, ফিক্সার বা কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যাহা করদাতা কর্তৃক অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তাহার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় নাই।

মোট আয় [ধারা-২(৭৮)]

মোট আয় অর্থ আয়কর আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬ এ উল্লিখিত মোট আয়, এবং তৎসহ আয়কর আইনের বিধানাবলির অধীন কোনো করদাতার সর্বমোট আয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে এইরূপ অন্য যেকোনো আয়।

রপ্তানি [ধারা-২(৮০)]

রপ্তানি অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসির অধীন রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহও রপ্তানি অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

লভ্যাংশ [ধারা-২(৮১)]

লভ্যাংশ অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পুঞ্জিভূত মুনাফার কোনো বিতরণ, যদি এইরূপ বণ্টনের ফলে কোম্পানির পরিসম্পদ বা রিজার্ভ পূর্ণ বা আংশিকভাবে হ্রাস পায়;

(খ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, যেকোনো প্রকারের ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক বা ডিপোজিট সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পুঞ্জিভূত মুনাফার কোনো বিতরণ;

(গ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানির অবসায়নকালে উক্তরূপ অবসায়নের অব্যবহিত পূর্বে কোম্পানির পুঞ্জিভূত মুনাফা আকারে সংরক্ষিত অর্থ হইতে উহার শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ;

(ঘ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, মূলধন হ্রাসকরণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক উহার মালিকানাধীন পুঞ্জিভূত মুনাফা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ;

(ঙ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত নহে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরিত কোনো মুনাফা;

(চ) কোনো মিউচুয়াল ফান্ড, রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড বা অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এর মুনাফা বিতরণ;

(ছ) কোনো প্রাইভেট কোম্পানি উহার মালিকানাধীন পুঞ্জিভূত মুনাফা হইতে কোনো শেয়ারহোল্ডারগণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, উহা কোম্পানির পরিসম্পদের অংশ হউক বা না হউক, অথবা এইরূপ কোনো

শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এইরূপ কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ,

তবে কোনো কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বোনাস শেয়ার লভ্যাংশ এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

সন্তান [ধারা-২(৮৪)]

সন্তান অর্থে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তির সৎ সন্তান ও পোষ্য সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সিকিউরিটিজ [ধারা-২(৮৭)]

সিকিউরিটিজ অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র (Debenture), সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বা অনুরূপ দলিল;

(খ) কোনো কোম্পানি বা আইনগত সত্তা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বা স্টক, বন্ধক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ডেরিভেটিভস, মিউচুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যেকোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল, এবং পূর্বোল্লিখিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant):

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বিনিময়পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ব্যবসায়িক দেনাদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ (trade receivables) বা ব্যবসায়িক পাওনাদারদেরকে প্রদেয় অর্থ (trade payables) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

সুদ [ধারা-২(৮৮)]

সুদ অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) যেকোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা, যেমন- ঋণ, ধার, ট্রেড ক্রেডিট, অগ্রিম, সিকিউরিটি বা গ্যারান্টির বিপরীতে পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সুদ বা আর্থিক দায়; বা

(খ) সেবা ফি বা এইরূপ কোনো প্রকারের দায় বা পরিশোধ যাহা আর্থিক সমতুল্যে সুদ হিসাবে গণ্য হইবে,

তবে অর্থ বা মূলধন সংগ্রহের সহিত জড়িত ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সেবা [ধারা-২(৮৯)]

সেবা অর্থ যেকোনো সেবা, তবে পণ্য, স্থাবর সম্পত্তি এবং অর্থ (money) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

হস্তান্তর [ধারা-২(৯৩)]

হস্তান্তর অর্থে মূলধনি পরিসম্পদের ক্ষেত্রে, বিক্রয়, বিনিময় বা ত্যাগ বা পরিসম্পদের কোনো স্বত্ব বিলোপিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও নং- **২০৭-আইন/আয়কর-০২/২০২৩**।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম**।—এই বিধিমালা আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,

(ক) "আইন" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন);

(খ) "আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী" অর্থ বিধি ৫ এর অধীন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী হিসাবে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(গ) "কর অভিজ্ঞান পরীক্ষা" অর্থ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত Tax Aptitude & Accounting Test (TAAT);

(ঘ) "বোর্ড" অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ঙ) "যোগ্য ব্যক্তি" অর্থ আইনের ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি;

(চ) "সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান" অর্থ বিধি ৭ এর অধীন বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত কোনো নিবন্ধিত ফার্ম বা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত কোনো কোম্পানি।

৩। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা**।—আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদপ্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে, যথা:

(ক) সরকারি চাকরিতে কর্মরত নন এইরূপ বাংলাদেশি নাগরিক হইতে হইবে;

(খ) ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে;

(গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকিতে হইবে;

(ঘ) কম্পিউটার এবং আইসিটি বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকিতে হইবে;

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কর অভিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে; এবং

(চ) টিআইএনধারী হইতে হইবে এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ থাকিতে হইবে।

৪। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর সনদ প্রদান।**—(১) বোর্ড, সময় সময়, আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর সনদ প্রদানের যোগ্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত কর অভিজ্ঞান পরীক্ষা (TAAT) গ্রহণ করিবে এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ প্রদান করিবে।

(২) আইনের ধারা ৩২৭ অনুযায়ী কর আইনজীবী হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড, কোনো প্রকার পরীক্ষা ব্যতিরেকে, তাহাদের যোগ্যতার সনদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য দলিলাদি যাচাইপূর্বক আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ প্রদান করিবে।

(৩) বোর্ড আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও প্রচার করিবে।

৫। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর তালিকাভুক্তি।**—(১) বিধি ৪ এর অধীন সনদপ্রাপ্ত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী তালিকাভুক্তির জন্য বোর্ডের নিকট সরাসরি আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনে তিনি যেই সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত তালিকাভুক্ত হইতে আগ্রহী তাহার নাম উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(২) বোর্ড উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাইক্রমে আবেদনকারীকে আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী হিসাবে তালিকাভুক্তির নিমিত্ত বোর্ডের সহিত নিবন্ধনপূর্বক একটি অনন্য শনাক্তকরণ সংখ্যা বা Unique Identification Number প্রদান করিবে।

(৩) একজন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী যেই সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত তালিকাভুক্ত হইবেন সেই সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

৬। **প্রতিনিধিত্ব।**—এই বিধিমালার অধীন গৃহীত কর অভিজ্ঞান পরীক্ষা (TAAT) উত্তীর্ণ ও সনদপ্রাপ্ত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীগণ কেবল আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করিতে পারিবেন এবং কোনোভাবেই আইনের ধারা ৩২৭ অনুযায়ী কর আইনজীবী হিসাবে গণ্য হইবেন না।

৭। **সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন।**—(১) বোর্ড এই বিধিমালার অধীন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে, ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক এক বা একাধিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করিতে পারিবে।

(২) সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে আয়কর বিষয়ক সেবা ও পরামর্শ প্রদানে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাইবে।

(৩) সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা থাকিতে হইবে।

(৪) সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের কম্পিউটার ল্যাবসহ রিটার্ন দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সরবরাহের সক্ষমতা থাকিতে হইবে।

৮। **সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি।**—সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে কাজ করিবে এবং বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশনাবলি অনুসরণ করিবে;

(খ) আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের–

(অ) প্রোফাইল সংরক্ষণ করিবে;
(আ) কর্মদক্ষতা নিরীক্ষণ করিবে; এবং
(ই) দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

৯। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত এবং দাখিল।**—কোনো নিবাসী যোগ্য ব্যক্তি তাহার প্রথমবারের এবং পরবর্তী সময়ের আয়কর রিটার্ন, আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর মাধ্যমে প্রস্তুত এবং দাখিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) আইনের ধারা ১৬৬ এর অধীনে রিটার্ন দাখিল হইতে হবে;
(খ) আইনের ধারা ১৭৫, ১৮০(২) ও ২১২ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন হইবে না;
(গ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অনলাইন মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

১০। **যোগ্য ব্যক্তির কর্তব্য।**—যোগ্য ব্যক্তি নিশ্চিত হইবেন যে–
(ক) তাহার রিটার্ন এই বিধিমালার অধীন দাখিলযোগ্য;
(খ) তিনি, বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে, আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীকে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন;
(গ) কর পরিগণনাসহ রিটার্নে উল্লিখিত তথ্যগুলি সঠিক ও সম্পূর্ণ;
(ঘ) তিনি আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর নিকট হইতে কর প্রদানের চালান বুঝিয়া নিয়াছেন;
(ঙ) তিনি আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর নিকট হইতে রিটার্ন দাখিলের সিস্টেম জেনারেটেড স্লিপ অথবা সার্টিফিকেট বুঝিয়া নিয়াছেন।

১১। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর কর্তব্য।**—আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
(ক) তিনি দায়িত্বশীলতার সহিত যোগ্য ব্যক্তির রিটার্ন প্রস্তুত করিবেন;
(খ) তিনি রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিলের পূর্বে যোগ্য ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিবেন;
(গ) তিনি রিটার্নের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট যোগ্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করিবেন; এবং
(ঘ) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of submission of return বা PSR) তাহার কাছে সংরক্ষণ করিবেন এবং যোগ্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিবেন।

১২। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের প্রণোদনা।**—(১) বোর্ড আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর জন্য নিম্নরূপ পরিমাণ প্রণোদনা অনুমোদন করিতে পারিবে, যথা:-

সময়	আইনের ধারা ১৭৩ বা ১৭৪ এ প্রদত্ত মোট কর	প্রণোদনার হার
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় করবর্ষ	ন্যূনতম করের উপর	১০%
	পরবর্তী পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত করের উপর	২%
	পরবর্তী পঞ্চাশ হাজার টাকা করের উপর	১%
	অবশিষ্ট করের উপর	০.৫%
সময়	**আইনের ধারা ১৭৩ বা ১৭৪ এ প্রদত্ত মোট কর**	**প্রণোদনার হার**
চতুর্থ ও পঞ্চম করবর্ষ	ন্যূনতম করের উপর	৫%
	পরবর্তী পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত করের উপর	১%
	পরবর্তী পঞ্চাশ হাজার টাকা করের উপর	০.৫%
	অবশিষ্ট করের উপর	০.২৫%

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী দ্বারা প্রস্তুতকৃত আয়কর রিটার্নে করদাতার ঘোষিত আয়ের উপর করদাতার রিটার্নের সাথে প্রদত্ত ১৭৩ এবং ১৭৪ ধারার করের উপর প্রণোদনা প্রদান করা হইবে;

(খ) আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর প্রাপ্য প্রণোদনার ১০% (দশ শতাংশ) সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সার্ভিস চার্জ হিসাবে প্রাপ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে প্রথম বৎসরের আয়কর রিটার্ন দাখিলের পর কোনো যোগ্য ব্যক্তি আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী পরিবর্তন করিয়া নূতন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর মাধ্যমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করিবেন, সেইক্ষেত্রে পরিবর্তিত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী, ক্ষেত্রমত, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম করবর্ষের জন্য নির্ধারিত হারে প্রণোদনা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) বোর্ড, সময় সময়, উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্ধারিত প্রণোদনা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির উদ্দেশ্যে–

(ক) "প্রথম করবর্ষ" অর্থ যে করবর্ষে যোগ্য ব্যক্তি তাহার আয়কর রিটার্ন প্রথমবারের মতো দাখিল করিবেন এবং উক্ত যোগ্য ব্যক্তি ইতঃপূর্বে কোনো করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করেন নাই;

(খ) "দ্বিতীয় করবর্ষ" অর্থ প্রথম করবর্ষের পরের করবর্ষ;

(গ) "তৃতীয় করবর্ষ" অর্থ দ্বিতীয় করবর্ষের পরের করবর্ষ;

(ঘ) "চতুর্থ করবর্ষ" অর্থ তৃতীয় করবর্ষের পরের করবর্ষ;

(ঙ) "পঞ্চম করবর্ষ" অর্থ চতুর্থ করবর্ষের পরের করবর্ষ;

(চ) "১৭৩ এবং ১৭৪ ধারায় প্রদত্ত মোট কর" অর্থ যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত রিটার্নের সহিত প্রদত্ত ১৭৩ এবং ১৭৪ ধারার কর এবং ইহাতে নিম্নোক্ত করাদি বা পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত হইবে না–

(অ) কর দিবসের পরে রিটার্ন দাখিলের জন্য পরিশোধিত অতিরিক্ত কোনো কর;

(আ) রিটার্নে দাবিকৃত প্রত্যার্পনযোগ্য কর; এবং

(ই) উৎসে পরিশোধিত কর।

১৩। পঞ্চম করবর্ষ পরবর্তী রিটার্ন দাখিল।—আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী একজন যোগ্য ব্যক্তির পঞ্চম করবর্ষ পরবর্তী যে কোনো সময়ের জন্য রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পঞ্চম করবর্ষ পরবর্তী যে কোনো সময়ের জন্য রিটার্ন দাখিলের জন্য কোনো প্রণোদনা প্রদান করা হইবে না।

১৪। সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ।—সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর প্রণোদনার ১০% (দশ শতাংশ) সার্ভিস চার্জ হিসাবে প্রাপ্য হইবে ।

১৫। বিল দাখিল ও পরিশোধ।—(১) বিধি ১২ এর অধীন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী রিটার্ন দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রাপ্য প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তির জন্য সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বোর্ডের নিকট আবেদন করিবে।

(২) আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর প্রাপ্য প্রণোদনা ও নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ প্রদর্শন করিয়া সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বোর্ডের নিকট বিল দাখিল করিবেন।

(৩) বোর্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক বিল অনুমোদন করিবে এবং পৃথকভাবে আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর প্রাপ্য প্রণোদনা ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করিবে।

১৬। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত বিবরণ রক্ষণাবেক্ষণ।**—(১) বোর্ড প্রত্যেক আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং, সময় সময়, তাহাদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করিবে।

(২) বোর্ড, সময় সময়, আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

১৭। **আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর সনদ বাতিল।**—(১) বোর্ড, কোনো আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীকে তাহার কাজের ঘাটতি ও তাহার অসদাচরণ সম্পর্কে সতর্ক করিতে পারিবে এবং নিম্নবর্ণিত ঘাটতি বা অসদাচরণের কারণে আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর সনদ বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) যদি তিনি করদাতাকে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সরবরাহ করিতে অপারগ হন–

(অ) দাখিলকৃত রিটার্নের সিস্টেম জেনারেটেড একটি অনুলিপি;

(আ) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of submission of return বা PSR);

(খ) যদি তিনি তাহার দ্বারা প্রস্তুতকৃত রিটার্নে সঠিকভাবে করদাতা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য সন্নিবেশ করিতে ব্যর্থ হন;

(গ) যদি তিনি বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রতারণামূলকভাবে প্রণোদনা দাবি করেন;

(ঘ) যদি তিনি কোনো আর্থিক অনিয়ম বা জালিয়াতির সহিত জড়িত থাকেন;

(ঙ) যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে রিটার্নে আয় বা আয়ের উপর পরিগণিত কর দায়বদ্ধতা অবমূল্যায়ন করিবার চেষ্টা করেন;

(চ) যদি তিনি গুরুতর প্রকৃতির অন্য কোনো অনিয়মের সহিত জড়িত থাকেন এবং বোর্ডের নিকট উহার স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়;

(ছ) যদি তিনি, সময় সময়, বোর্ডের জারি করা নির্দেশনা মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হন;

জ) যদি তিনি আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ প্রাপ্তির পর সরকারি চাকরি থেকে আয় প্রাপ্ত হন।

(২) কোনো আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী এই বিধিমালার অধীন আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করিতে পারিবেন, যদি না–

(ক) এই বিধিমালার অধীন তাহাকে প্রদত্ত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী সনদ বোর্ড কর্তৃক স্থগিত বা প্রত্যাহার করা হয়; বা

(খ) এই বিধিমালা বোর্ড দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়।

১৮। **সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি বাতিল।**—বোর্ড স্বপ্রণোদিত হইয়া অথবা আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানকে

উহার যে কোনো ধরনের পরিপালনজনিত ঘাটতি ও অসদাচরণ সম্পর্কে সতর্ক করিতে পারিবে এবং সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে যদি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান–

(ক) সন্তোষজনক সংখ্যক টিআরপি (Tax Return Preparer) তালিকাভুক্তকরণে ব্যর্থ হয়; বা

(খ) অন্য কোনো কারণে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পরিপালনে সক্ষম না হয়; বা

(গ) রাজস্ব ও জনস্বার্থ পরিপন্থি কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত বলিয়া বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয়।

১৯। গোপনীয়তা লঙ্ঘন।—কোনো আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী অথবা কোনো সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান কোনো করদাতার তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করিলে, বোর্ড তাহার বিরুদ্ধে আয়কর আইনের অধীন ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০। রহিতকরণ।—২৩ মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে এস.আর.ও নং-১৬৮-আইন/আয়কর/২০২৩ এর মাধ্যমে প্রাক-প্রকাশিত আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩ এতদ্বারা রহিত করা হইলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে
ড. সামস উদ্দিন আহমেদ
সদস্য (গ্রেড-১) (করনীতি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৩ জুলাই, ২০২৩খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-০৭/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩(২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বোর্ড, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ব্যতীত অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ কেবল সরকারি বেতন আদেশে উল্লিখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদিকে প্রদেয় আয়কর হইতে এতদ্দ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল।

ব্যাখ্যা : এই প্রজ্ঞাপনে —

(১) সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী বলিতে নিম্নবর্ণিত কর্মচারী বা ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যথা:—

(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত,—

(অ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(আ) চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫, এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ই) চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ঈ) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(উ) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ঙ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর আলোকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য উক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য; এবং

(গ) কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরাসরি সরকারি কোষাগার হইতে বেতন বা আর্থিক সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রাপ্ত হন ।

(২) সরকারি বেতন আদেশ বলিতে নিম্নবর্ণিত আদেশ বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশাবলীকে বুঝাইবে,

যথা: —

(ক) অনুচ্ছেদ (ক) এর উপ-অনুচ্ছেদ (অ) তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত আদেশ;

(খ) অনুচ্ছেদ (ক) এর উপ-অনুচ্ছেদ (আ) তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত নির্দেশাবলী; এবং

(গ) কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত কর্মচারীর জন্য জারীকৃত বেতন বা আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত আদেশ ।

২। এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত করদাতাগণ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ-১ এর দফা (২৭) এ উল্লিখিত সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

৩। ২১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং এস.আর.ও. নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

৪। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রিটার্ন প্রস্তুতকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ওয়েবলিংক

১। অনলাইন রিটার্ন দাখিলের জন্যঃ

২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটঃ http://nbr.gov.bd

৩। অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগের ওয়েবসাইটঃ http://ird.gov.bd

৪। টিআইএন এর লিংকঃ https://secure.incometax.gov.bd/TINHome

৫। এ-চালান এর ওয়েবসাইটঃ https://ibas.finance.gov.bd/acs/account/login

৬। এ-চালান ভেরিফিকেশনেরঃ http://103.48.16.132/echalan/echalan_iframe.php

৭। রিটার্ন দাখিল ভেরিফিকেশনের ওয়েবসাইটঃ https://verification.taxofficemanagement.gov.bd/

৮। ইটিডিএস সংক্রান্ত ওয়েবসাইটঃ https://etds.gov.bd/login